ইকবাল আলমগীর কবীর

তিন রহস্য

তিন রহস্য

ইকবাল আলমগীর কবীর

১. কমল আর সবুজ গাড়ি
২. পার্কে দেখা লোকটা
৩. লুবনার অভিযান

ভোরের কুয়াশার সাদা চাদর তখনো সরেনি। ঘাসের ডগায়, গাছের পাতায় জমে আছে শিশির বিন্দু। কোথাও কোথাও গড়িয়ে পরছে ফোঁটায় ফোঁটায়। কেয়া গাছের লম্বা পাতা থেকে পরছে টপ টপ করে। তার পাশেই সবুজ-হলুদ রঙের পাতাবাহার থেকেও। তার পিছনে আরো গাছপালা থেকেও। তারও পিছনে শুধুই সাদা কুয়াশা। সরতে শুরু করেছে সবেমাত্র। একটু পরেই সুর্যের আলো এসে পরবে তাদের ওপর। জমে থাকা ফোঁটাগুলি থেকে মুক্তোর মত দ্যুতি ছড়াবে। তারপর একসময় বিদায় নেবে ফোঁটাগুলি।
বাঁধানো রাস্তায় শিশির জমে না। যায়গাটা শুকনো। সেখানেই হাতপা ছুড়ে ব্যায়াম করছে তের-চৌদ্দ বছরের এক কিশোর। কখনো বক্সারের ভঙ্গিতে শুন্যে ঘুসি ছুড়ছে, কখনও মার্শাল আর্টের ভঙ্গিতে পা ছুড়ছে। তার পড়নে শীতের পোষাক। মোটা সার্টের ওপর আকাশি রঙের সোয়েটার, তার ওপরে ছোট একটা কালো জ্যাকেট। গলায় ঝুলছে সাদা-কালো চেক মাফলার। মাঝে মাঝে সেটা খসে পরছে লাফালাফির সময়। কিছুক্ষন পরপরই ঠিক করে নিতে হচ্ছে। গোলগাল ফর্সা মুখ তার। চুলগুলি সোজাসোজা, সামনের দিকে একটু বেশি লম্বা। কপালের ওপর এসে পরেছে।
একটুপর পেছন থেকে একজন যুবকের গলা শোনা গেল, 'কমল, চলে আয়।'
কমল নামের কিশোরটি থামল কথা শুনে। মাফলার টেনে ঠিক করল। তাকাল সামনের দিকে। তারপর ধীরপায়ে এগিয়ে গেল রাস্তা ধরে। একটু দুরে ব্যায়াম করছিল ২৭-২৮ বছরের একজন যুবক। এখন পাশে রাখা জামাকাপড় উঠিয়ে গায়ে দিচ্ছে। কমল তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করল। পাশে রাখা জ্যাকেট গায়ে চড়াল যুবকটি।
'তাড়া আছে ?' জিজ্ঞেস করল কমল।
'না।' উত্তর দিল যুবক।
'ওদিক দিয়ে ঘুরে তারপর যাই।' প্রস্তাব করল কমল।
'চল।' বলে সামনের দিকে পা বাড়াল যুবক।
কমল এগিয়ে এসে তার হাত ধরল। কনুইয়ের কাছটা জড়িয়ে ধরল বামহাতে। দুজন একসাথে আসে- আসে- হাঁটতে লাগল ফাঁকা রাস্তা দিয়ে সামনের দিকে। তাদের সকালের কাজ শেষ। এখন একটু হাঁটাহাঁটি, তারপর বাড়ি ফেরা।

কমলের সাথের যুবকের নাম শান্তনু হক। সংক্ষেপে শান্ত। হাসিখুশি, ভালমানুষি চেহারা। ছিপছিপে গড়ন। পেশায় ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, সেইসাথে সৌখিন গোয়েন্দা। নিজের কাজের জন্য বেশ পরিচিতি পেয়েছে এরই মধ্যে। সাংবাদিক হিসেবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লিখে এবং গোয়েন্দা হিসেবে নির্ভূলভাবে রহস্য ভেদ করে। প্রায়ই তার কাছে ক্লায়েন্ট আসে এখন এটাসেটা কাজের জন্য।
কমল তাকে ভাইয়া বলে ডাকে। তাদের বাড়ি কাছেই।
খুব ভোরে ওঠে কমল-শান্ত দুজনই। কিছুক্ষন দৌড়ায় একসাথে। এরপর শান্ত ফ্রিহ্যান্ড এক্সারসাইজ করে, যোগ ব্যায়াম করে। সে সময়টুকু কমল এদিক ওদিক ঘোরে, হাঁটাহাটি করে, কখনও বা একাএকাই ছুটাছুটি করে, লাফালাফি করে।
আরো অনেক লোকজন বাইরে আসে সকালে। অনেকেই আসে ব্যায়াম করতে। কেউ শুধুই হাঁটতে। ওরা এদিকটা বেছে নিয়েছে কিছুটা নির্জন বলে। এত সকালে এখানে কেউ আসে না। কিছুক্ষন পর এখানেও লোকজন আসতে শুরু করবে। তার আগেই ওরা চলে যাবে ওদিকে। কিছুক্ষন হাঁটবে। গায়ে হাওয়া লাগাবে। অন্যদের দেখবে। তারপর বাড়ি ফিরবে। মাঝে মাঝে একজন ঘোলঅলা এসে রাস্তার মোড়ে বসে। সে থাকলে দুজনেই একগ্লাশ করে খেয়ে নেয়।
এখান থেকে কাছেই গাছপালা ঢাকা বড় একতলা বাড়িতে বাস করে এই দুজন। এ দুজন ছাড়া তৃতীয় যে ব্যক্তি সেখানে থাকে তার বয়স মধ্য চল্লিশ। নাম সংক্ষেপে হোসেন। একসময়ের বক্সিং চ্যাম্পিয়ন। সে শান্তর গাড়ি চালানো থেকে শুরু করে বাড়ী দেখাশোনা করা এবং শান্তর সহযোগী হিসেবে কাজ করা, সবই করে। শান্ত এবং কমল যতটা হাসিখুশি, হোসেন যেন সে বিচারে একেবারেই বিপরীত। খুশী হলে তার ঝকঝকে দাঁত দেখা যায়। এছাড়া সবসময় নির্বিকার। তার মুখ দেখে মনের কথা জানা কোন জ্যোতিষীর জন্যও কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।
ওরা যখন বাইরে থাকে তখনই খাবার তৈরী করে ফেলে হোসেন। ওরা আসার পরই সেগুলি টেবিলে চলে আসে। শান্ত দ্রুত গোছল সেরে নেয়। একসাথে খেয়ে নেয় ওরা তিনজন। চা কিংবা কফি খেতে খেতে দরকারী কথা থাকলে সেরে নেয়। তারপর শান্ত যায় তার অফিসে। কখনো একাই মোটরসাইকেল নিয়ে যায়, কখনো হোসেন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যায়। হোসেন কখনো কখনো শান্তকে দিয়ে ফিরে আসে, কখনো নিজেই অন্য কাজে যায়। তখন কমলের একাকী সময় কাটে বিশাল বাড়িতে।

আজও বাড়ী ফেরার আগে হাঁটছিল কমল আর শান্ত। আশেপাশের যায়গাটা পার্কের মত। মাঝামাঝি দুভাগ করে এগিয়ে গেছে একটি জলাশয়। একসময় নদী ছিল শুনেছে কমল, এখন পুরোপুরি লেকে পরিনত হয়েছে। লেকের দুপাশে সবুজ ঘাসমোড়ানো বিশাল যায়গা। মাঝেমধ্যে যায়গা ভাগ করে দিয়েছে বাঁধানো রাস্তা। এখানে সেখানে বড় বড় গাছপালা। বেশির ভাগই কড়ুই গাছ তবে কৃষ্ণচুড়া, কাঞ্চন, জারুল এসব গাছও চোখে পরে। একটা কড়ুই গাছে সাদাগলা শংখচিলের বাসা দেখেছে কমল। মাঝেমাঝে বক দেখা যায় পানির ধারে। দেখা যায় সাদা খঞ্জন, শালিক, দোয়েল আরো নানারকম পাখি। আর কাক-চড়ুই তো আছেই।
বড়বড় গাছপালার আশেপাশে সিমেন্টের বসার জায়গা। বেশ কিছু লোক এখন চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে। কয়েকজন বয়স্ক লোক এক যায়গায় বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে। এক যায়গায় কয়েকজন যুবক গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করছে। তাদের মাঝখানে একজন বয়স্ক ব্যক্তি তাদের দেখিয়ে দিচ্ছে কিভাবে কি করতে হবে। কয়েকজন মহিলা একসাথে দ্রুত হাঁটছে। দেখেই বোঝা যায় ওজন নিয়ে চিন্তিত।
লেকের ধারে এক যায়গায় কিছুক্ষন দাঁড়াল দুজন। আজ ঘোলঅলা আসেনি।

কোন কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকল দুজন পানির দিকে তাকিয়ে। লেকে পরিস্কার টলটলে পানি। আকাশের ছায়া পরেছে তাতে। বাতাস সেই ছবিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। দেখে কমলের মনে পড়ল শিল্পীরা ছোটছোট ছবির টুকরো দিয়ে একধরনের ছবি আঁকে, তাকে বলে কোলাজ। ওদের সামনে লেকের পানিতে আকাশ এবং গাছপালার কোলাজ।

একসময় ঘুরে বাড়ির পথ ধরল ওরা। কমল এখনও ধরে আছে শান্তর হাত। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই পিছনে চিৎকার শুনে দাঁড়াল দুজন।

একটু পরই কারনটা দেখতে পেল তারা। মোড় ঘুরে একজন যুবক দৌড়ে আসছে তাদেরই দিকে। তার পিছনে চেঁচামেচি করছে একজন মহিলা এবং একজন বৃদ্ধ লোক। হাত তুলে দেখাচ্ছে ছুটে আসা যুবকটির দিকে। চিৎকারে যোগ দিল আরো কয়েকজন। একজন যুবকটির পথ রোধ করার জন্য রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াল। বেশ কিছুটা দুরে থাকতেই হাত উচু করল যুবকটি। সেই হাতে একটি ছুরি। তার পথ থেকে সরে গেল লোকটি।

বুঝতে সময় লাগল না কারোই। ছিনতাইকারী।

কারো কাছ থেকে কিছু নিয়ে পালাচ্ছে। যার জিনিষ সে চিৎকার করেছে বলেই চোখে পরেছে। ভয় পেয়ে চুপ করে থাকলে অনায়াসে হেঁটে হেঁটেই চলে যেত। কেউ জানতে পেত না।

ছুরি হাতে যুবকটি ছুটে আসছে তাদেরই দিকে। এই রাস্তা দিয়েই যাবে।

কমল জানে এখন কি করতে হবে। সে শান্তর হাত ছেড়ে দিল। একপাশে সরে গেল সে। শান্ত একটু সরে গেল রাস্তার ভেতরের দিকে। শান্তভাবে দাড়িয়ে আছে সে। তার পাশ দিয়েই ছুটে যাচ্ছে যুবকটি।

ছুটে যাওয়া যুবকটি কিছু টের পাওয়ার আগেই হঠাৎ করে পা বাড়াল শান্ত। জুতোর পাশ দিয়ে যুবকটির হাঁটুর কাছে আঘাত করল। উড়ে যেয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। হাত থেকে ছুরিটা ছিটকে পড়ল একটু সামনে। গড়িয়ে সরে গেল আরো। মাটিতে পড়ে সেদিকে তাকাল যুবকটি।

শান্ত তারদিকে এগোল ধীর পায়ে।

যুবকটির কাছাকাছি যাওয়ার আগেই হঠাৎ উঠে পড়ল সে। দ্রুত ছুরিটা কুড়িয়ে নিল। সেটা হাতে বাগিয়ে ধরে ঘুরে দাঁড়াল শান্তর দিকে।

ছুরি হাতে এগিয়ে আসছে সে শান্তর দিকে। বেপরোয়া ভঙ্গি। প্রয়োজনে খুন করতে পিছপা হবে না সে। তার সামনে এখন জীবনমরন সমস্যা।

দুপা সামনে এগিয়ে শান্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে যুবকের দিকে। আরো একপা সামনে বাড়ল যুবকটি।

চারিদিকে আরো লোক এসে গেছে। যুবকটি একবার তাকাল সেদিকে। সে জানে হাতের ছুরি উচু করলেই ওদিকটা ফাঁকা হয়ে যাবে। ভয় এখন সামনের দিকে। তার সামনের জনকে। যে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তার হাতের ছুরিকে কিছুই মনে করছে না। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ভয় পাওয়ার জন্য এভাবে দাঁড়ায়নি। তার দিকে পিছন ফিরেও লাভ হবে না।

সুযোগ খুঁজছে যুবকটি। এগিয়ে এসেছে অনেকটা। হঠাৎ করেই সামনের দিকে লাফ দিয়ে ছুরি চালাল শান্তর বুক লক্ষ্য করে। তাকে সময় না দিয়ে। কিন্তু, এজন্যই যেন অপেক্ষা করছিল শান্ত।

বামদিকে বেঁকে গেল তার শরীর। পুরো শরীরটাই সরে গেল ছুরির লাইন থেকে। সেইসাথে ডানহাতে খপ করে ধরে ফেলল ওর কব্জির কাছে। একইসাথে ডান পায়ের জুতোর ডগা আঘাত করল যুবকের হাঁটুতে। হাঁটুমুড়ে বসে পড়ল যুবকটি। হাতে মোচড় দিল শান্ত। ছুরিটা খসে পড়ল রাস্তায়। হাতটা এমনভাবে ধরেছে যে সে কোন শক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না। মোচর খেয়ে মাথা নিচু করতে করতে একেবারে মাটিয়ে ঠেকিয়ে ফেলল যুবকটি। মুখ দিয়ে একটুকু শব্দ করছে না। বামহাত উচু করল শান্ত। এখন সেটা নেমে এলেই যুবকের ডানহাতের কনুই ভেঙে যাবে।

আশেপাশের কয়েকজন ছুটে এসেছে ততক্ষনে। কেউ কলার চেপে ধরল, কেউ চুল, কেউ হাত। লাথি মারছে কয়েকজন। কেউ কিলঘুসি মারছে। আগের অভিজ্ঞতা থেকে যত রাগ জমা হয়েছিল সবই মিটিয়ে দিচ্ছে এখন।

একজন এগিয়ে গিয়ে তার পকেটে হাত দিল। সেখান থেকে বের হল সোনার চেন। এটা নিয়েই পালাচ্ছিল সে। সেটা বের করে আঙ্গুলের মাথায় ধরে ঘুরাল লোকটি। টান দিয়ে গলা থেকে খুলে নেয়ায় ছিঁড়ে গেছে। ওটার মালিক ততক্ষনে এসে দাঁড়িয়েছে কাছে।

যুবককে ওদের কাছে ছেড়ে দিয়ে কমলের দিকে ফিরল শান্ত। তাকাল না পিছন দিকে। পিছনে জটলা হচ্ছে। নানারকম কথা শোনা যাচ্ছে। গালাগালি থেকে শুরু করে ঠাট্টা-রশিকতা সবকিছুই। পুলিশ আসা পর্যন্ত টিকলে হয়।

কমল এসে আবার হাত ধরল শান্তর। হাঁটতে হাঁটতে একবার মুখ ঘুরিয়ে দেখল পিছনে। যুবকটির পোষাক, স্বাস্থ্য-চেহারা দেখে মনেই হয় না সে ছিনতাই করতে পারে।

তারপর ওরা এগোতে লাগল বাড়ীর দিকে। এখান থেকে পাঁচশ গজেরও কম দুরত্বে ওদের বাড়ি।

কমলদের বসার ঘরটা অনেক বড়। অনেকগুলো সোফা এবং চেয়ার পাতা। একনজর দেখে মনে হতে পারে বহু লোকজন আসে তাদের বাড়ি। আসলে বাস্তবতা একেবারে ঠিক বিপরীত। কখনোই একসাথে বেশি লোকজন তাদের কাছে আসে না। তাদের বাড়িতে যে দুচারজন আসে তারা শান্তর কাছে আসে প্রয়োজনে। অধিকাংশ সময়ই এসব কাজে তারা আসে একা।

বড় ঘরের মাঝখানে বড় কার্পেট। একদিকে দেয়াল ঘেঁসে বিভিন্ন আকারের ছোটবড় কাঠের আলমারী এবং সেলফ। অধিকাংশই বইয়ে ভর্তি। বাকি যায়গায় শখের জিনিষ। বিভিন্ন ধরনের মাটির, কাঠের, চিনামাটির মুর্তি এবং ঘর সাজানোর জিনিষপত্র। বেশ কিছু বাদ্যযন্ত্র। একজোড়া তবলা, সেতার, ছোটবড় বাশি, ইলেকট্রনিক কিবোর্ড। আরো এমন অনেক জিনিষ যা রাখার সঠিক কোন কারন নেই। দেখে পছন্দ হয়েছে বলেই কেনা। ওদের নৈমিত্তিক খরচের বাইরে খরচ বলতে বই এবং সৌখিন জিনিষপত্র কেনা।

শান্তর আয় এখন ভালোই।

দেয়ালে ঝকঝকে বাঁধানো ছবি। সিজান এবং এস এম সুলতানের পেন্টিং এর রিপলিকা। দেয়ালের এক যায়গায় কমলের লাল রঙের বক্সিং গ্লাভস ঝুলছে। সবসময় এটা ঝুলানোই থাকে। প্রাকটিসের জন্য সে ব্যবহার করে আরেকজোড়া। রাস্তার দিকে জানালার কাছে কম্পিউটার

টেবিল। শান্তর কাজের যায়গা। কাছেই মুখোমুখি বসার যায়গা। বাইরের কেউ এলে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় এই সোফা। এর সামনে ছোট নিচু একটা টেবিল।
বড় কার্পেটের আরেকদিকে টানা সোফা। কমল এখানে বসে বা শুয়ে বই পড়ে, টিভি দেখে, গান শোনে।
রুমের লাগোয়া ডাইনিং স্পেস। ঝিনুকের এবং নক্সাকরা পাটের পর্দা দিয়ে আলাদা করা। লম্বা টেবিল ঘিরে নক্সাকরা কাঠের চেয়ার। এ টেবিলটা একেবারেই ফাঁকা থাকে সবসময়। টেবিলে কাঁচের ফুলদানিতে প্রতিদিনই নতুন ফুল রাখে হোসেন। একই রকম দেখতে আরেকটা ফুলদানি টিভির ওপর।
সকালের কাজ সেরে বাইরে যাওয়ার প্রস'তি নিচ্ছে শান্ত। কমল টিভির ঠিক সামনে সোফায় বসে বড় একটা মগে কফি খাচ্ছে। টিভিতে বিবিসি ওয়ার্ল্ড এর খবর হচ্ছে। মাঝে মাঝে সেদিকে দেখছে আর জুতার ফিতা বাঁধছে শান্ত। কমল একবার টিভি দেখছে একবার শান্তকে দেখছে। খাবার টেবিলের জিনিষপত্র গোছাচ্ছে হোসেন।
হাতের কাজ শেষ করে সোজা হয়ে বসে টিভির দিকে তাকাল শান্ত, তারপর কমলের দিকে ফিরল। বলল, 'ফিরতে দেরী হতে পারে। দুপুরে খেয়ে নিস।'
কমল মাথা নেড়ে সায় দিল।
শান্ত বলল, 'অফিসে ঘন্টাখানেক থাকব। তারপর দরকার হলে মোবাইলে ফোন করবি।'
আবারও মাথা নাড়ল কমল।
হোসেন ঘরে ঢুকল ভেতরের দিক থেকে। কাজ শেষ করে সে যাওয়ার জন্য তৈরী। শান্ত তার দিকে তাকিয়ে একবার নিজের হাতঘড়িটা দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। বলল, 'ঠিক আছে তাহলে। আর কিছু ?'
কমল কোন কথা না বলে হাঁসল।
এটা প্রতিদিনের ঘটনা। সে অভ্যস' হয়ে গেছে এতে। দিনের অধিকাংশ সময় তাকে একাই থাকতে হয় বাড়িতে। বই পড়া, টিভি দেখা, গান শোনা, বাগানে গাছপালার মধ্যে হাঁটা, পাখির ডাক শোনা, আর খুব বেশী হলে সামনের রাস্তায় সাইকেল চালানো। এই-ই।
শান্ত বলল, 'খেলা দেখ। আর্সেনালের খেলা আছে। আমি ফোন করে খবর নেব।'
আজ যেন একটু বেশী করেই এদিকে নজর দিচ্ছে শান্ত। কোন কারন আছে কি? একবার চকিতে কথাটা মনে হল কমলের। কথা না বলে আবার মাথা নেড়ে সায় দিল সে।
হোসেন তখন বাইরে চলে গেছে। গাড়ি ষ্টার্ট দেয়ার শব্দ শোনা গেল। শান্ত বাইরের দিকে পা বাড়াল।
ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল কমল। শান্ত গাড়ির সামনের সিটে, হোসেনের পাশে বসল। কালো রঙের লম্বাটে ভ্যান। সাধারন গাড়ি থেকে আলাদা, একটু বেশী লম্বা। বড় গেটটা খোলা। গেটের বাইরে গাড়ি থামিয়ে হোসেন এসে গেটটা বন্ধ করে দিল। বিশেষভাবে তৈরী বড় লোহার গেট। বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়, খোলা যায় শুধুমাত্র ভেতর থেকে। অন্তত এই তিনজন বাদ দিয়ে অন্যদের জন্য তো বটেই।
গাড়ি চলে যাবার পর অনেকক্ষন সেভাবেই চুপ করে বসে থাকল কমল। একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেল কফি। তারপর এক চুমুকে ঠান্ডা কফিই খেয়ে শেষ করল। তারপর উঠে কফির মগ ধুয়ে রান্নাঘরে রেখে এসে সেলফ থেকে একটা বই হাতে নিল। কিংফিসার ইলাসট্রেটেড এনসাইক্লোপিডিয়া। অন্য কিছু করার না থাকলে এই বইটাই খুলে বসে সে। বই নিয়ে এসে সোফায় ভাল করে হেলান দিয়ে বসল। সামনের দিকে পা ছড়িয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল সোফার ওপর। বইয়ের পাতা উল্টে দেখে যেতে থাকল।
টিভিতে তখনও খবর হচ্ছে। শব্দ শুনছে কমল।
কতক্ষন সময় গেল মনে নেই কমলের। একসময় আর ইচ্ছে হল না বই দেখার। বই ভাঁজ করে রাখল পাশে। শুয়ে থাকল চুপচাপ বুকের ওপর দুহাত দিয়ে।
ঘাড় ঘুরিয়ে টিভির দিকে তাকাল কমল। হাতের কাছেই রিমোট। সেটা তুলে নিল। অর্থনীতির খবর হচ্ছে। এক ডলারে কত ইয়েন, কত ইউরো। কিছুক্ষন খবর দেখল। নিচের অংশে স্ক্রল করে যাওয়া টাটকা খবরগুলো পড়ল।
পুরোটা একবার দেখিয়ে আবার যখন সেটাই দেখাতে শুরু করল তখন রিমোট টিপতে শুরু করল কমল। কোন চ্যানেলে কি হচ্ছে দেখা যাক। কয়েক সেকেন্ড করে কোন চ্যানেলে কি হচ্ছে দেখে দেখে সে চ্যানেল পরিবর্তন করতে লাগল। চ্যানেলের শেষ নেই যেন। খবর, নাটক, সিনেমা, গান, চলছেই। একটা বাংলা চ্যানেল এভাবেই পার হয়ে গেল সে। খবর হচ্ছিল সেখানে।
কিসের খবর ?
আবার সেখানে ফেরত গেল। সোজা হয়ে উঠে বসল।
সংবাদ পাঠক পড়ছে, 'পুলিশ তার পরিচয় নিশ্চিত করতে পারেনি। পুলিশ ধারনা করছে ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে কেউ তাকে খুন করে থাকতে পারে। এ ব্যপারে পুলিশ নিজে বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে।'
টিভির স্ক্রীনে একজন মানুষের মুখের ছবি। মারা যাওয়ার পরে উঠানো।
সংবাদ পাঠক অন্য খবরে যাওয়া মাত্র লাফিয়ে উঠল কমল। দ্রুতপায়ে টেলিফোনের সামনে যেয়ে ডায়াল করল। হ্যান্ডসেট তুলে কানে লাগাল। একটু পরেই ওপাশ থেকে শান্তর কণ্ঠ শোনা গেল।
'হ্যাঁ, বল।'
কমল বলল, 'ভাইয়া, ওই লোকটা-, কাল সন্ধ্যায় এসেছিল তোমার কাছে, সে খুন হয়েছে। টিভিতে দেখাচ্ছে।'
এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল কমল। সাথে সাথে উত্তর পাওয়া গেল না ওদিক থেকে। এইসময় মোটেই এই সংবাদ আশা করেনি শান্ত। বলল, 'আর কি বলেছে ?'
কমল বলল, 'প্রথম দিকে শুনতে পাইনি। ছুরি মেরেছে কয়েকবার। রাতের বেলা।'
শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'যায়গার কথা কিছু বলেছে?'

কমল বলল, 'বলেছে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা হয়েছে। ওদিকেই কোথাও হবে।'
শান্ত যতটা সম্ভব সহজভাবে বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি খোঁজ নিচ্ছি। আর কিছু ?'
'না।'
শান্ত বলল, 'দরকার হলে ফোন করিশ। রাখি।'
বোঝা গেল ব্যস্ত আছে। এদিকে এই খবরটাও খুবই গুরুত্বপুর্ন। কোনমতেই অবহেলা করা যায় না এমন ঘটনা।
কমল ফোন রেখে ধীরপায়ে ফিরে এসে সোফায় আগের যায়গায় বসল। টিভিতে খবরের মাঝামাঝি বিজ্ঞাপন দেখাচ্ছে এখন।
বিষয়টা মনে মনে ঝালাই করল কমল। তার ভূল হয়নি। এই লোকই গতকাল সন্ধ্যায় এসেছিল শান্তর কাছে। সেই রোগা-পাতলা চেহারা, সেই লম্বা নাক, সেই এলোমেলো লম্বা চুল। গায়ে ময়লা রঙের সার্টের ওপর চাদর। ওই সার্টটাই দেখিয়েছে ছবিতে।
গতকাল এখানে এসে শান্তর সাথে কথা বলেছে বেশ কিছুক্ষন। আর রাতেই খুন হয়ে গেছে সে। মনে হয় এখান থেকে ফেরার পথেই। গত সন্ধ্যার দৃশ্য মনে পড়ল তার-
একেবারে সাধারন পোষাক সাধারন চেহারা দেখে সাধারন মধ্যবিত্ত বলেই মনে হয়েছে কমলের। পড়নে পাজামা, গায়ে হলদেটে চেক সার্টের ওপর চাদর জড়ানো। পায়ে স্যান্ডেল। বারান্দায় দরজার সামনে স্যান্ডেল খুলে রেখেছিল, মনে আছে কমলের।
কেন এসেছিল লোকটা ?
কোন সাহায্য চাইতে নিশ্চয়ই ?
সাধারনত কেউ এধরনের কাজে এলে কমল কাছেই থাকে। বসে থেকে সব কথা শোনে। পরে শান্তর সাথে আলাপ করে। অনেক সময়ই শান্ত তার মতামত জানতে চায়। অনেক সময়ই দেখা গেছে একটা বিষয় শান্তর চোখ এড়িয়ে গেছে, সেটা মনে করিয়ে দিয়েছে কমল। কমলের জন্য সেটা একটা চ্যালেঞ্জ। এ চেষ্টাই সবসময় করে সে। শান্ত তাকে বলেছে মানুষ যত চেষ্টা করে তত বেশি বুদ্ধি ব্যবহার করতে পারে। চেষ্টা করলে দিনদিন সেটা বাড়ে। এমন সুযোগ সে ছাড়বে কেন ?
গতকাল সেটা হয়নি। লোকটা শান্তর সামনে বসে এমনভাবে তার দিকে তাকাচ্ছিল যে সে উঠে এসে টিভির সামনে বসে। তারপর একসময় উঠে ভেতরের ঘরে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসে। ভালভাবেই বুঝেছে সে কমলের সামনে সব কথা বলতে চায় না। শুধু মনে আছে উঠে আশার সময় সে লোকটাকে একটা বাক্স বের করে শান্তর হাতে দিতে দেখেছে। ছোট একটা বাক্স। পরে আর খোঁজ নেয়া হয়নি কি ছিল ওতে।
এখন দেখবে কি? ওইতো, বুকসেলফে বইয়ের ওপর রাখা।
সোফায় বসে থেকেই সেটা দেখতে পেল কমল। নক্সাকরা কাঠের বাক্স। একটা মোটা বইয়ের ওপর লম্বা করে রাখা। লম্বা দিকের একপাশ দেখা যাচ্ছে।
উঠে দেখতে ইচ্ছে হল না ওর। ওখানেই যখন আছে তখন পরে একসময় দেখে নেয়া যাবে। চ্যানেল পাল্টে ইএসপিএন ধরল ও।
খেলা শুরু হয়ে গেছে। তারা দুজনেই আর্সেনালের ভক্ত। যদিও এটা লীগের খেলা না, ফ্রেন্ডশীপ ম্যাচ। সেকারনেই সকালে দেখা। না হলে রাতে দেখতে হত। না হোক লীগের খেলা, প্রিয় দলের খেলা তো। কমল খেলা দেখতে দেখতে খেলার জগতে চলে গেল। ফুটবল খেলা দেখতে বসলে তার সবসময়ই মনে হয়, যদি এখানে ভাল একটা মাঠ থাকত। যদি তার অনেকগুলো বন্ধু থাকত, কিভাবে খেলতে হবে দেখিয়ে দেয়ার একজন কোচ থাকত, তাহলে ঠিক এমনই এতটা দল তৈরী হত তাদের নিয়ে।
কতক্ষন সময় গেছে মনে নেই কমলের। তন্ময় হয়ে খেলা দেখছিল কমল। একটা ইলেকট্রনিক এলার্ম শব্দ করেই থেমে গেল। চমকে উঠল কমল।
বাড়ির চারিদিকে কোন কোন যায়গায় চলাফেরা করলে ঘরের মধ্যে শব্দ হয়। টিভির কাছেই ছোট মনিটরের দিকে তাকাল সে। ছয়টা সিকিউরিটি ক্যামেরা বসানো বাড়ির চারিদিকে। যে কোন দিকের দৃশ্য দেখা যায় ঘরে বসেই। এখন দুই নম্বর ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে। বারান্দার সামনের বাগান আর গেট সেখানে।
কখনো কখনো দেয়ালের ওপর দিয়ে বেড়াল হেঁটে গেলেও শব্দ শোনা যায়। অন্য কোনকিছু সেন্সরের সামনে গেলেও শব্দ হয়। তাহলেও, কমলের মনে হল, দেখে নেয়া ভাল। আজকের দিনটা ভালভাবে শুরু হয়নি।
রিমোট টিপে পাঁচ নম্বর ক্যামেরায় যেতে শব্দের কারন পাওয়া গেল। প্রাচীর টপকে ঢুকেছে একজন লোক। দেখে চমকে উঠল কমল।
কেন ঢুকেছে বাড়িতে?
বেশ উচু প্রাচীর। লাফ দিয়ে নামায় সম্ভবত ব্যথা পেয়েছে পায়ে। বসে গোড়ালীর কাছটা টিপছে। একটু পর উঠে দাঁড়াল লোকটা।
ঢ্যাঙামত একজন লোক। মুখে লম্বা গোঁফ, মুখের দুপাশে নেমে গেছে। গাল বসা। লম্বা লম্বা এলোমেলো চুল। খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। পড়নে নীল জিন্সের সার্ট, জিন্সের প্যান্ট।
লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে বাড়ির দিকে উঁকি মারল। সরাসরি তার মুখ দেখতে পাচ্ছে কমল। লোকটার ধারনাও নেই কেউ তাকে দেখছে। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বাড়িটা দেখল কিছুক্ষন। ওখান থেকে বারান্দা এবং খোলা দরজা দেখা যাওয়ার কথা। একটু পরই সাবধানে গাছপালার আড়াল করে এগোতে লাগল সামনের দিকে। ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে বেড়াতে আসেনি। কোন মতলব নিয়েই ঢুকেছে। সহসা কারো চোখে পরতে চায় না। একসময় ক্যামেরার বাইরে চলে গেল সে। এখন দু নম্বর ক্যামেরায় হয়ত দেখা যাবে তাকে।
দ্রুত সোফার নিচ থেকে জুতাজোড়া টেনে নিয়ে পায়ে দিল কমল। উঠে ড্রয়ার খুলে বের করল বেশ বড় একটা পিস্তল। রঙচঙা। দেখে খেলনা পিস্তল মনে হয়। আসলে এটা হাইভোল্টেজ গান। ট্রিগার টিপলে ৪০০ ভোল্টের বিদ্যুত ছুটে যায় এটা দিয়ে। লাগলে যে কোন শক্তিশালী মানুষ কমপক্ষে ১০-১৫ মিনিটের জন্য জ্ঞান হারাবে। পিস্তলটা হাতে নিয়ে কমল সন্তর্পনে ভেতরে গিয়ে আরেকটা দরজা দিয়ে বাগানের পিছন দিকে নেমে পড়ল। লোকটা রয়েছে বিপরীত দিকে।
বাগানের মধ্যে দিয়ে কিছুটা এগিয়ে একটা রঙ্গন ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি মারল কমল। লোকটাকে দেখা যাচ্ছে। সিঁড়ির কাছে দাড়িয়ে ভেতরে উঁকি মারছে।

আরেকবার ব্যাখ্যা খোঁজার চেষ্টা করল কমল। কে লোকটা ? কিজন্য ঢুকেছে এভাবে ? চুরি করতে ঢুকেছে ?
নাহ্এভাবে কেউ চুরি করতে ঢোকে না, নিজেকেই বুঝাল কমল। চোর ঢুকে দামি জিনিষের খোঁজ করে। সামনে যা দেখতে পায় সেটা নিয়ে লাভ হবে কিনা যাচাই করে। এই লোক সেটা করছে না। আশেপাশের কোন জিনিষের দিকে নজর দিচ্ছে না। এর মতলব অন্যকিছু।
সে জেনেশুনেই ঢুকেছে। নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য আছে। সম্ভবত জানে এখন শান্ত এবং হোসেন নেই। হয়ত বাইরে কোথাও অপেক্ষা করছিল, দেখেছে ওদেরকে বাইরে যেতে।
একটু আগে একটা গাড়ির শব্দও যেন শুনেছে কমল। তখন পাত্তা দেয়নি একেবারেই।
কমল একা আছে জেনেই ঢুকেছে। শক্তিতে কমল ওর সাথে পারবে না সেটা ওই লোক জানে। সেজন্যই নিশ্চিন্ত একেবারে। শান্ত কিংবা হোসেনের সামনে পরলে এমন একটা পটকান দিত-
ঘরের ভেতর থেকে টিভির শব্দ শোনা যাচ্ছে।
একসময় লোকটা বারান্দার সিঁড়িতে পা রাখল। ওর পিঠ এখন কমলের দিকে। লোকটা পিছনদিক দেখা প্রয়োজন মনে করছে না। কমল আরো সামনে চলে এল। লোকটা বারান্দায় উঠে গেছে। উঁকি মারছে ভেতরে দেখার জন্য। দ্রুত সিঁড়ির কাছাকাছি চলে এল কমল। দুহাতে পিস্তল ধরে তাক করে ধরল সামনের দিকে।
'এই যে-'
লোকটা চমকে ঘুরে তাকাল তার কথা শুনে। সাথে সাথে ট্রিগার টিপল করল কমল। একটা অদৃশ্য বিদ্যুতের ঝলক যেন আঘাত করল লোকটাকে। সাথে সাথেই সে হুড়মুড় করে লুটিয়ে পড়ল সেখানে।
কমল লাফ দিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল। পা দিয়ে নাড়া দিয়ে দেখল লোকটাকে। জ্ঞান হারিয়েছে। দৌড়ে ঘরে ঢুকে পিস্তলটা একটা সোফায় ছুড়ে দিল। তারপর বাইরে এসে লোকটার দুহাতের কব্জির কাছে ধরে টানতে টানতে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। লম্বায় বড় হলেও ওজন বেশি নেই।
ঘরের ভেতরের সোফার পিছনে দেয়ালের কাছে ফাঁকা যায়গায় এনে ফেলল লোকটাকে। সেখানেই রেখে দৌড়ে ভেতর থেকে দড়ি আনল। এতটুকু নড়াচড়া করছে না লোকটা। ঠেলে তাকে উল্টিয়ে দিয়ে ওর দুহাত পিছনে একসাথে করে বাঁধল। বাঁধা শেষ করে ভালকরে দেখল লোকটাকে। এখনও অজ্ঞান।
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষন দেখল কমল। নিজেরই হাঁসি পেল লোকটার দুরবস্থা দেখে। আহা বেচারা। ধারনাও করতে পারেনি কোথায় ঢুকেছে। জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞেস করে জানা যাবে। এই পিস্তলের গুলি খেলে জ্ঞান হারানো ছাড়া অন্য ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে কমল দেখল লোকটা শুয়েই আছে নির্জিব হয়ে। সময় নিচ্ছে জ্ঞান ফিরতে। ভেতর থেকে ছোট একটা চেয়ার আনল সে। লোকটার ঠিক সামনে চেয়ার রেখে তাতে বসল। পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকল।
টিভি চলছে তখনো। আধঘন্টার মত খেলা হয়ে গেছে। উত্তেজিত কমেন্টারি শুনে সেদিকে তাকাল। গোল হল না। ক্রশবারের ওপর দিয়ে বল বাইরে চলে গেছে। আবার তাকাল লোকটার দিকে। জ্ঞান ফেরার কোন লক্ষন নেই।
বসে থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে গেল কমল। দশ থেকে পনের মিনিট, এরই মধ্যে জ্ঞান ফিরে আসার কথা। তারচেয়ে বেশি সময় কেটে গেছে। একসময় উঠে ভেতরে গেল। ফিরে এলো হাতে একটা বাটি নিয়ে। তাতে পটেটো চিপস।
এসে দেখল লোকটার জ্ঞান ফিরেছে। নড়ছে সে।
কমল এসে লোকটার সামনে চেয়ারে বসল। লোকটা উঠে চোখ পিট পিট করল কমলের দিকে চেয়ে। হাসি পেল কমলের। সেও তারদিকে তাকিয়ে চোখ পিট পিট করল। লোকটা রেগে গেল তাতে। টান দিয়ে হাত ছাড়াতে চেষ্টা করল। তাতে কাজ হবে না বুঝে উঠে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল। রাগতভাবে তাকিয়ে থাকল কমলের দিকে।
হাসল কমল। এই লোক এখন তার নাগালের মধ্যে। সে যা করবে তাই মেনে নিতে হবে একে। একটু খেলানো যাক। বাম হাঁটুর ওপর ডান পা তুলল। বাটি থেকে একটা চিপ তুলে মুখে দিল।
'খাবেন? মজা।'
মুখ দিয়ে শব্দ করল কমল। লোকটা কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ইচ্ছে করেই শব্দ করে খেতে শুরু করল সে। আরেকটা তুলে চিপ মুখে দিল। লোকটার অবস্থা দেখে সত্যিই তার হাসি পাচ্ছে।
'কি ঢুকেছেন কেন ?' ভ্রু নাচাল কমল।
লোকটা কোন উত্তর দিল না। একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে কমলের চোখের দিকে। আরেকটা চিপ মুখে দিল কমল। টিভির বিজ্ঞাপনের মত শব্দ করে।
'বলবেন না ? আচ্ছা থাক, দরকার নেই। যার জিজ্ঞেস করার সে আসুক। তাকে বললেই হবে। হুঁ-হুঁ।'
থিওরি অঁরি এইমাত্র একটা গোল দিল।
কমেন্টারি শুনে দ্রুত টিভির দিকে তাকাল কমল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। থাক লোকটা তার মত। হাত বাঁধা আছে কিছু করতে পারবে না। এসে টিভির সামনে সোফায় বসল। খেলা দেখতে থাকল মনোযোগ দিয়ে।
লোকটাও তাকিয়েছে টিভির দিকে। কমলের দিকে। ওখানে বসেই টিভি দেখা যায়। রিপ্লে দেখাচ্ছে। পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে দুজনকে কাটিয়ে বাম পায়ে কিক করেছে। তন্ময় হয়ে দেখছে কমল। গতি আর জোরালো শটের কাছে পরাজিত হয়েছে প্রতিপক্ষের ডিফেন্স। পয়ত্রিশ গজ, টিভিতে মাপ দেখাচ্ছে।
লোকটা তার হাত নাড়াচাড়া করছে। বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে।
কমল পিছনে তাকাল একবার। লোকটা থেমে গেল সাথে সাথে। কমল আবার তাকাল টিভির দিকে। এক গোলের পরই আরেকটা সুযোগ তৈরী হয়েছে। গোলকীপার পাঞ্চ করে বাইরে পাঠাল। কর্নার।
লোকটা আবার বাঁধন খোলার জন্য টানাটানি করতে লাগল। বাটি সোফার ওপর নামিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে টিভি দেখছে কমল। খেতেও ভুলে গেছে সে। কর্নার কিক নেয়া হচ্ছে।

লোকটা বাঁধন খুলে ফেলেছে। মোটেই সময় নেয়নি খুলতে। এতটুকু শব্দ না করে কমলের পিছনে চলে এল লোকটা। একসময় পিছনে উপসি'তি টের পেল কমল। মুখ ঘুরাতেই প্রচন্ড একটা ঘুষি মারল লোকটা কমলের কানের কাছে। সবকিছু অন্ধকার হয়ে গেল কমলের কাছে।

বেশ কিছুটা সময় কেটে গেছে তারপর। কমলের ঘরে টিভি চলছে তখনও। মনিটরে তখনও দেয়ালের কাছের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। ঘরের জিনিষপত্র একেবারে লন্ডভন্ড। বিভিন্ন ড্রয়ার খোলা। ড্রয়ার থেকে জিনিষপত্র এনে মেঝেতে ফেলা হয়েছে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আসে সেগুলো কার্পেটের ওপর, এদিক সেদিক। ঘরে কেউ নেই। কমল নেই, সেই লোকও নেই।
ঘরের কোনায় ফোনটা বেজে উঠল এইসময়। কয়েকবার বেজে থামল। আবার বাজল। বেশ কয়েকবার বেজে থেমে গেল একসময়।

চিন্তিতভাবে হ্যান্ডসেটটা নামিয়ে রাখল শান্ত। কমল ফোন ধরছে না। এমনটা সাধারনত হয় না। কি করছে ও ? বাথরুমে গেছে ? ঘুমিয়েছে ? দুরে কোথাও আছে ?
কমলের বাইরে কোথাও যাওয়ার কথা না। গেলে তাকে ফোন করে জানানোর কথা। পরিস্কার নির্দেশ দেয়া আছে তাকে।
আরেকটা নাম্বারে ডায়াল করল সে। এটা এমার্জেন্সী কল। বাগানের দিকে লাগানো এলার্ম বাজে এই নাম্বারে কল করলে। বাড়ীর যে কোন যায়গায় থাকলে শুনতে পাবে কমল। শুনলেই ঘরে এসে কল করবে।
কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল শান্ত। এবারেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না।
ভ্রু কোঁচকাল শান্তর। নিশ্চয়ই ঘরে নেই। বাগানেও নেই। সামনের রাস্তায়ও নেই। তাহলে ?
কমলের কৌতুহল খুব বেশি। ওর তদনে-র কাজে অনেক সময়ই তার সাথে থাকে, তারফলে অনেক কাজই খুব সহজ মনে করে। অনেক সময় বিপদের কথা না ভেবেই কৌতুহল মেটাতে যায়। বারবার সাবধান করেও কৌতুহল কমানো যায়নি। তার ইচ্ছে পুরোপুরিভাবে সে শান্তর সাথে কাজ করবে। সব তদনে- অংশ নেবে। গতকাল তারকাছে আসা একজন ক্লায়েন্ট খুন হয়েছে। নিজেই খবর দেখেছে টিভিতে, ফোন করে জানিয়েছে। কোন এলাকায় সেটাও সে জানে।
নিজেই বের হয়নিতো খোঁজ নিতে ?
নতুন আরেকটা নাম্বারে ডায়াল করল। এবার হোসেন ফোন ধরল অন্যদিক থেকে। এই ফোনটা গাড়িতে। শান্ত বলল, 'হোসেন, বাসায় যেতে হবে। কমল ফোন ধরছে না। আমি আসছি।'
হোসেনকে জানিয়ে রেখে থানায় ফোন করল শান্ত। নিজের পরিচয় দিতে তথ্য পেতে সমস্যা হল না কোন। গতকাল তারসাথে দেখা করার কথা জানিয়ে বাকি কথা জেনে নিল। লাশটা মর্গে রাখা আছে। এখনো কেউ শনাক্ত করেনি। পরিচয়ও জানা যায়নি। তাকে বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিল লোকটা। সেই ঠিকানা দিয়ে সেখানে খবর পাঠাতে বলল সে। তার কিছু করার থাকলে করবে সে আশ্বাসও দিল। কমলের বয়সী কেউ থানায় যায়নি এটাও জানা গেল।
ফোন রেখে দ্রুতপায়ে বের হল শান্ত। বাড়ি গিয়ে দেখা যাক।
অফিসে চাকরী প্রার্থীদের ভীড়। করিডোরে জটলা করে দাঁড়িয়ে ইন্টারভিউয়ের জন্য অপেক্ষা করছে। রুম থেকে বের হয়ে লম্বা কড়িডোর দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজনকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে বাইরে বেরতে হল। গাড়ি বারান্দায় এসে দেখল হোসেন গাড়ি এনে থামিয়েছে এরই মধ্যে। লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তাতে। গাড়িটা বেরল রাস্তায়। পথে দশ মিনিটও লাগল না ওদের। বাড়ির সামনে গেটের বাইরেই হোসেন থামাল গাড়িটা। লাফ দিয়ে নেমে গেটের কাছে দাঁড়াল শান্ত। দুর থেকেই দেখা যাচ্ছে গেটটা সামান্য ফাঁক করা। খোলা।
কেন ?
কমল কি সত্যিসত্যিই বাইরে গেছে ? যদি বাইরেই যায়, এভাবে গেট খুলে যাবে কেন ?
ধাক্কা দিয়ে আরেকটু ফাঁক করে ভেতরে তাকাল। গেট থেকে বারান্দা পর্যন্ত বাঁধানো রাস্তা। গেট থেকেই ঘরের ভেতর দেখা যায়। ঘরের দরজা খোলা। সবকিছু যেন স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। দরজার সোজা একটা বেতের ষ্ট্যান্ড থাকার কথা, সেটা কাত হয়ে রয়েছে।
দৌড়ে ঘরে ঢুকল শান্ত।
ঘরের জিনিষপত্র তছনছ করা। কমল নেই।
দৌড়ে ভেতরের ঘরে গেল শান্ত। কমলের ঘর, তার ঘর, হোসেনের ঘর, বাথরুম। কমল কোথাও নেই। বাগানের দিকের ছোট দরজা তখনো খোলা।
আবার বাইরের ঘরে এসে দাঁড়াল শান্ত। কিছু একটা ঘটেছে। কমল ছাড়াও অন্য কেউ ছিল এখানে। জিনিষপত্র উল্টানোর কাজ সে কিংবা তারাই করেছে। কমলের একাজ করার কোন কারনই নেই।
কিন্তু কমল কোথায়?
দাঁড়িয়ে মাথা ঠান্ডা রেখে আরেকবার ভালভাবে ঘরটা লক্ষ্য করল। কিছু একটা ঘটেছে এখানে। কেউ জিনিষপত্র উল্টেপাল্টে কিছু খুঁজেছে। সাধারন চোরের কাজ কখনোই না। সামনে অনেক দামী জিনিষপত্র ছিল, সেগুলো পরে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। নিয়ে যায়নি। যে খুঁজেছে সে বিশেষ কিছু খুঁজেছে। আলমারী, টেবিলের ড্রয়ার এইসব যায়গায়। শুধুমাত্র এই ঘরেই।
টিভি চলছে। এখনো ইএসপিএন ধরা। সামনে সোফায় চিপসের বাটি, ড্রাইনিং টেবিলের দিকে দেয়ালের কাছে একটা চেয়ার, সেখানে একটুকরো দড়ি পরে আছে, একটা সোফায় পিস্তল।
মনিটরে পাঁচ নম্বর ক্যামেরা ধরা। তখনও দেয়ালের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।
কমল এই যায়গা দেখছিল কেন ? সাধারনভাবে দুই নম্বর ক্যামেরা ধরা থাকে এতে। গেটের সামনে কেউ এলে দেখা যায় সেই ক্যামেরায়।
চিন্তিতভাবে বারান্দায় বের হল শান্ত। দেখল হোসেন এগিয়ে আসছে। হাত দিয়ে তাকে বাগানের পিছন দিকটা দেখিয়ে লাফ দিয়ে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। মুখে বলল, 'কমল ঘরে নেই। ওদিকটা দেখুন।'

শুনে থমকে গেল হোসেন। তারপরই দ্রুত এগোল পিছন দিকে।
দেয়ালের কাছে এসে মাটিটা দেখল শান্ত। সত্যিসত্যিই কিছু ঘটেছে এখানে। কেউ ঢুকেছে এদিক দিয়ে। যেখানে লাফ দিয়ে নেমেছে সেখানে জুতার দাগ রয়েছে তখনো। যে নেমেছে তার পা লম্বা। জুতার মাথা সুঁচালো। মনে হয় হাল্কা পাতলা গড়নের লোক। লাফ দিয়ে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল এখানেই, কিছুক্ষন একপায়ে ভর করে। তারপর হেঁটে গেছে বাগানের দিকে।
যেদিক দিয়ে হেঁটে গেছে সেই পথের ঘাসগুলো দেখল। যেখানে যেখানে পা পরেছে সেখানকার ঘাসের ডগা ভেঙে গেছে। ঘন্টাখানেকের মধ্যেকার ঘটনা। দাগগুলো এগিয়ে গেছে বারান্দার দিকে। শান্ত এগোল দাগ ধরে ধরে।
নিশ্চিতভাবেই প্রাচীর টপকে এসে সেই লোক ঘরে ঢুকেছে।
হোসেন এগিয়ে এল ওদিক থেকে। বাগানের ওদিকটা দেখেছে সে। শান্ত তার দিকে তাকাতে মাথা নেড়ে না বুঝাল।
শান্ত বলল, 'কেউ ঢুকেছিল। এদিক দিয়ে।'
হাত দিয়ে দেয়ালের দিকটা দেখাল শান্ত।
বারান্দার সামনে বাঁধানো যায়গা পর্যন্ত এসে শান্ত হাঁটতে শুরু করল গেটের দিকে। বাইরের দিক দেখা দরকার। হোসেন তাকে অনুসরন করল। বাইরে এসে দেয়ালের বাইরের দিকটায় দাঁড়াল শান্ত। এদিক দিয়েই উঠেছে। খাঁড়া আট ফুট উঁচুদেয়াল। সাধারনভাবে লাফ দিয়ে উঠে কারো পক্ষে এই দেয়াল টপকানো সম্ভব না। অবশ্যই কোনকিছুর সাহায্য নিতে হবে।
দেয়ালটা দেখল শান্ত। দেয়ালের কাছে একটা সেগুন গাছ। তাহলেও এই গাছ বেয়ে উঠে লাফ দিয়ে দেয়ালে পৌছানো কষ্টকর কাজ। নিশ্চয়ই অন্য কিছুর সাহায্য নিয়েছে।
গাছের গায়ে একটা গাড়ির ঘসা লেগেছে। সাবধানে যায়গাটা দেখল শান্ত। সবুজ রঙের গুড়া লেগে রয়েছে সেখানে। সেখান থেকে রঙের চটা হাতে তুলে নিল। পায়ের কাছে তাকাল সে। বোঝা যাচ্ছে একটা গাড়ি দাঁড়িয়েছিল এখানে। গাছ আর দেয়ালের মাঝখানে। বেশ চওড়া টায়ারের দাগ। মনেহয় সেটার ছাদে উঠে তারপর দেয়াল টপকেছে।
রঙের চটাটা হোসেনকে দেখাল। হোসেনও বুঝেছে কি ঘটেছে এখানে।
শান্ত বলল, 'সবুজ রঙের জীপ। নতুন রঙ করা। আগে সাদা ছিল।'
হোসেনের মুখ গম্ভীর। কেউ গাড়ি নিয়ে এসেছিল এখানে। ঢুকেছিল এদিক দিয়ে। কমল নেই বাড়িতে। ঘরের জিনিষ লন্ডভন্ড।
তারমানে বিপদ।
শান্ত বলল, 'খোঁজ লাগান তো। গ্যারেজ গুলোতে ফোন করে খোঁজ নিন। অল্পদিনের মধ্যে কোন গাড়ি রঙ করেছে কিনা, সাদা থেকে সবুজ। বড় জিপ, মনে হয় মিতসুবিসি।'
হোসেন কোন কথা না বলে তার গাড়ির দিকে এগোল। সেখান থেকে সে ফোন করতে পারবে। তার পরিচিত লোকজন আছে সব যায়গায়। এধরনের একটা নতুন রঙ করা গাড়ির খোঁজ পেতে তার বেশীক্ষন লাগবে না।

শান্ত সেখানেই দাঁড়িয়ে দেয়ালের ওপরের দিকে তাকাল। গাড়ির ছাদে উঠে যদি দেয়াল টপকায় তাহলেও বেশ লম্বা লোক। এধরনের কাজের অভিজ্ঞতাও আছে। তারমানে এমন কেউ যে অপরাধের সাথে জড়িত।
সে কিছু করেছে কমলের।
না-কি কমল নিজের ইচ্ছেয় কোথাও গেছে ? সেই লোক হয়ত ঢুকেছিল কমল বাইরে যাওয়ার পর।
সব সম্ভাবনাই যাচাই করা দরকার।
এই বাড়িটা একেবারে ফাঁকা যায়গায়। বাড়ির পাশে রাস্তা, তারপরই লেকটা ঘুরে গেছে। ধারেকাছে সোজাসুজি দেখা যায় এমন কোন বাড়ি নেই আশেপাশে। সে কারনেই এভাবে দিনের বেলা দেয়াল টপকে ঢুকতে সাহস পেয়েছে।
চিন্তিতভাবে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল শান্ত। কিছুটা দুরে একটা খোলা দোকানের সামনে এসে দাঁড়াল শান্ত।
একটা বাড়ির নিচতলায় গ্যারেজের যায়গায় দোকান। মুলত তৈরী খাবার বিক্রি করে দুপুর থেকে। যারা লেকের ধারে বেড়াতে আসে তারা কেনে। অন্যসময় ছোটখাট প্রয়োজনীয় জিনিষ আর মুলত চা-সিগারেট বিক্রী হয়। তাদের বাড়ির কাছে গাড়ি গেলে এই দোকানের সামনে দিয়েই যেতে হবে।
দোকানের কর্মচারী মোজাফফর দোকান পরিস্কার করছে। বিকেলের বিক্রীর প্রস'তি নিচ্ছে। শান্তকে ঢুকতে দেখে অবাকই হল। এসময় কিছু কিনতে আসেনি নিশ্চয়ই।
শান্ত এগিয়ে এসে দাঁড়াল দরজার কাছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে দোকান খোলা হয়েছে বেশ কিছুক্ষন হয়ে গেছে। মোজাফফর কাজ থামিয়ে অপেক্ষা করছে।
'কখন দোকান খুলেছ ?' জিজ্ঞেস করল শান্ত।
মোজাফফর কিছুক্ষন ভাবল। সময় হিসেব করল। উত্তরে যা বলল তা থেকে অবশ্য সময় আন্দাজ করা সম্ভব না, 'অনেকক্ষন।'
'এদিকে একটা সবুজ জীপ আসতে দেখেছ ?' সরাসরি জিজ্ঞেস করল শান্ত।
একটু ভাবল মোজাফফর, 'হ্যাঁ, দেখছিলাম।'
মোজাফফরের ভাষাটা একটু অদ্ভুত ধরনের। বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার সাথে শুদ্ধভাষা মেশানো। শান্ত সেদিকে মন দিল না। তার অনুমান ঠিক। সবুজ রঙের জীপ এসেছিল তাদের বাড়ির কাছে।
'আর কি দেখেছ ?'
আরেকটু ভাবল মোজাফফর। বলল, 'ওদিকে যেতে দেখলাম। ভাবলাম আপনের কাছে কেউ এসেছে। তারপর আবার চলে গেল।'
'গাড়িতে কে ছিল দেখেছ ?'

'জ্বি না, স্যার। কিছু হইছে ?'
আর কথা বাড়ানোর প্রয়োজন দেখল না শান্ত। 'ঠিক আছে' বলে ফিরতে শুরু করল।
গাড়ি নিয়ে এসেছিল কেউ। বড় জিপ মানে দামি গাড়ি। তারমানে টাকাপয়সা, সামর্থ্য আছে এমন কেউ। ঘরে ঢুকে ঘরের জিনিষ লন্ডভন্ড করেছে।
আর কমল নিখোঁজ।
কমল কোথাও বেড়াতে যায়নি। সে ক্যামেরায় দেখেছে দেয়াল টপকে আসা লোকটাকে। তারপর কিছু একটা ঘটেছে। ক্যামেরার সামনে যা ঘটেছে সেগুলো রেকর্ড করা নেই। কমল ইচ্ছে করলেই রেকর্ড করতে পারত, করেনি। শুধুই দেখেছে।
আসে- আসে- গেটের দিকে হাঁটতে লাগল শান্ত।
একটামাত্র সুত্র রয়েছে হাতে। সাদা থেকে সবুজ রঙ করা গাড়ি।

চোখ খোলার চেষ্টা করল কমল। ভারী হয়ে আছে চোখ। মনে হচ্ছে কেউ যেন জোর করে চেপে ধরে আছে। খুলতে কষ্ট হচ্ছে। সারাগায়ে ব্যথা। মাথা ঝিমঝিম করছে।
কি হয়েছে ওর ? ও কোথায় ? ঠান্ডা লাগছে কেন ?
নড়তে চেষ্টা করেও নড়তে পারল না ও। একটুপরই বুঝল ওর হাত বাঁধা। দুহাত পেছন দিকে বাঁধা। পা বাঁধা নেই। ও শুয়ে আছে ঠান্ডা মেঝেতে। একদিকে কাত হয়ে।
কোন যায়গা এটা ?
জোর করে চোখ খুলল কমল। মাথায় বামদিকে ব্যথা। সেদিকেই কাত হয়ে মেঝেতে শুয়ে রয়েছে সে। চোখ খুলতেই উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওর। চোখ কুঁচকে একটু একটু করে মানিয়ে নিল সে। দেখতে পেল ওর সামনে হলুদ একটা দেয়াল। পরিস্কার হলুদ দেয়াল। রোদ এসে পরেছে দেয়ালে। ঢুকেছে কাঁচের জানালা দিয়ে। জানালার ফ্রেমের নক্সা আঁকা হয়েছে দেয়ালে।
ঘোরার চেষ্টা করল সে। ওর সারা গায়ে ব্যথা। কি হয়েছে ওর ?
মনে করার চেষ্টা করল ও।
কি হয়েছিল ? ঘরে বসেছিল সে। তারপর ?
কে যেন ঢুকল দেয়াল টপকে। লম্বামত একজন লোক। বাগান থেকে উঁকি মেরে ঘরের ভেতর দেখার চেষ্টা করছিল। তাকে গুলি করেছিল সে হাইভোল্টেজ গান দিয়ে। তারপর তাকে এনে বেঁধে রেখেছিল ঘরের ভেতর। টিভিতে খেলা হচ্ছিল তখন। সে খেলা দেখছিল। তারপর ?
আর কিছু মনে নেই।
এটা কোন যায়গা ?
ওদের বাড়ি না এটা নিশ্চিত। বাইরের শব্দ শোনার চেষ্টা করল কমল। পাখির ডাক শোনা গেল। কিচিরমিচির শব্দ। একসাথে অনেক পাখি ডাকছে। আর কোন শব্দ নেই।
এটা কি ঢাকা শহরের মধ্যে কোথাও ? নিশ্চয়ই না। শব্দ শুনে বোঝা যাচ্ছে যায়গাটা খোলামেলা। কোন হট্টগোল নেই। ঢাকা শহরে যেখানেই হোক, কিছু শব্দ পাওয়া যাবেই। গাড়ির শব্দ, টিভির শব্দ অথবা মানুষের কথাবার্তা, হট্টগোল। এখানে মানুষের তৈরী কোন শব্দ নেই।
ভালভাবে তাকাল কমল। ফাঁকা একটা ঘর। সম্ভবত দোতলায়। একদিকের কাঁচের জানালা দিয়ে রোদ ঢুকেছে ঘরে। সেদিক দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। নিল আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেঘ। আর কিছু না। না ঘরবাড়ি, না গাছপালা। সে পরে আছে ঘরের মাঝখানে। ঠান্ডা মেঝের ওপর কাত হয়ে।
এটা ঢাকা শহর থেকে বাইরে, নিশ্চিত কমল। ওকে ঘুসি মেরেছিল লোকটা, মনে পরছে ওর। তাতেই জ্ঞান হারিয়েছিল ও।
ঘুসি খেয়ে মানুষ কতক্ষন অজ্ঞান থাকে ? কয়েক মিনিট মাত্র। কয়েক মিনিটে ওকে ঢাকার বাইরে আনতে পারেনি। তারমানে ওকে অজ্ঞান রাখার জন্য আরো কিছু করেছে এরা। ক্লোরোফর্ম জাতিয় কিছু ব্যবহার করেছে। এজনই মাথাটা ঝিমঝিম করছে এখনো।
বাইরে মাঝে মাঝে পাখির ডাক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।
চুপচাপ শুয়ে থাকল কমল।
তারপর, একসময় শব্দ শোনা গেল। কথা বলছে কেউ। একজন আরেকজনকে কিছু বলছে। শোনার চেষ্টা করল কমল। কথা বুঝতে পারল না একটাও। একটু পরই বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। জুতার খটখট শব্দ এগিয়ে আসছে ঘরের বাইরে। কষ্ট করে সেদিকে তাকাল কমল। ওদিকের দেয়ালে একটা দরজা। দরজার বাইরে তালা খোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।
কমল চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকল।
তালা খুলে কেউ ঘরে ঢুকল। তার কাছে এসে দাঁড়াল।
একটু পরেই কেউ একজন চিঁ চিঁ করে কথা বলল, 'এই আপদ দিয়ে কি করব। আমার জিনিষটা দরকার। তাড়াতাড়ি।'
আরেকজন কৈফিয়তের সুরে বলল, 'খুইজা দ্যাখছি, ওহানে নাই। এইডা হাতে থাকলে নিজেই বাইর কইর‍্যা দিব।'
সেই লোক কি ? যাকে সে বেঁধেছিল ? লোকটা কোন কথা বলেনি তখন। ওর গলার স্বর চেনে না সে। দেখার জন্য চোখ খুলল।
হ্যাঁ, সেই ঢ্যাঙা লোক। সাথে আরেকজন মোটা লোক।
কি মোটা রে বাবা! কমলের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাটিতে মাথা রেখে তাকানোয় লোকটাকে বেঢপ রকম দেখাচ্ছে। কি একটা ইংরেজী ছবিতে এমন মোটা লোক দেখেছিল কমল। এই মোটাই চিঁ চিঁ করে কথা বলছিল। এতকিছুর মধ্যেও হাঁসি পেল কমলের।
'জ্ঞান ফিরেছে।' আবার চিঁ চিঁ করল লোকটা।

কমল ঢ্যাঙা লোকটার দিকে তাকাল। লোকটা অপলক তাকিয়ে আছে তারদিকে।
এখনও তার মাথায় ব্যথা। ঘাড় ঘুরানোয় টন টন করে উঠল সেটা। ঢ্যাঙা লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'মারলেন কেন ? আমি মেরেছিলাম আপনাকে ?'
'চোপ। অহনও গাও ঝন্‌ঝন্‌করতাছে।' ধমকে উঠল লোকটা।
তাইতো। কমল গুলি করেছিল তাকে। গুলি খেতে কেমন লাগে জানে না সে। হয়ত সত্যিই ব্যথা পেয়েছে তাতে। এবারে অন্য প্রসঙ্গে গেল সে। সহজ ভঙ্গিতেই বলল, 'শক্ত করে বেঁধেছেন কেন ? আমি তো আলগা করে বেঁধেছিলাম।'
ঢ্যাঙা লোকটা এগিয়ে এসে 'চুপ থাক' বলে একটা লাথি মারল ওকে। সেই সাথে খারাপ গালি দিল একটা। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কমল, একে ছেড়ে দেয়া হবে না। এর শাসি- ওকে পেতেই হবে। কারো গালি সহ্য করবে না সে।
মোটা লোকটা বিরক্ত। বলল, 'কাজের খবর নেই, খালি ঝামেলা। একদিকে খুনের মামলা বাঁধিয়েছ, এখন আবার এটা। যত্তোসব। . . আমি গেলাম। এদিকে কোন গরমিল না হয়।'
সে দ্রুতপায়ে হেঁটে গেল দরজার দিকে।
মোটা হলে কি হবে, হাঁটার সময় শব্দ হয় না। যেন পিছলে যায় মেঝের ওপর দিয়ে। অন্য লোকটাই বরং শব্দ করে হাঁটে।
ঢ্যাঙা তাকে অনুসরন করল। বাইরে যেয়ে তালা লাগাল। পায়ের শব্দ চলে গেল দুরে। একটুপরই গাড়ির শব্দ শোনা গেল বাইরে থেকে। গাড়িতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি শব্দ হয় নাকি ফাঁকা যায়গা বলে শব্দ বেশি মনে হচ্ছে বুঝল না কমল। দুরে মিলিয়ে গেল শব্দটা।
কষ্ট করে উঠে বসল কমল।
হাত টেনে দেখল। পায়ের নিচ দিয়ে হাতকে সামনে আনা যাবে। অনেকদিন সেটা প্রাকটিস করেছে কমল। তাহলে খুলে ফেলাও অসম্ভব হবে না। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে।
ওকে ওরা ধরে এনেছে, আটকে রেখেছে কোথাও। বুঝে গেছে কমল। ওকে আটকে রেখে কিছু একটা আদায় করতে চায়। কিছু একটা খোঁজ করছে যেটা তার বাড়িতে খুঁজে পায়নি। এখন তাকে জিম্মি করে সেটা আদায় করবে।
কার কাছে ? তার ভাইয়া আর হোসেনের কাছে ?
এখনো টের পায়নি কোথায় খোঁচা মেরেছে। দুজনের একজনও ছেড়ে কথা বলবে না। ভাইয়া এদের খুঁজে বের করবেই করবে।
আর হোসেন ভাইয়ের হাতে পরলে দেখতে হবে না।
আপাতত এখান থেকে বের হতে হবে, নিজেকেই বুঝাল কমল। বুদ্ধিই একমাত্র ভরসা এখন।
বসে ঘরের চারিদিকে তাকাল সে। একদিকে কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে। বিপরীতদিকে বাইরে যাওয়ার দরজা। ওদিক দিয়ে হেঁটে এসেছে ওরা, তারমানে দরজার ওপাশে বারান্দা। অন্য দুটি দেয়ালের একটিতে বন্ধ একটি ছোট দরজা। সম্ভবত বাথরুম। আরেকদিকে শুধুই দেয়াল।
ঘরে কোন কিছুই নেই। একেবারে কিছুই না।
তারমানে এটা আবাসিক বাড়ি না। পরিবার থাকলে এমন একটা বড় ফাঁকা ঘর থাকে না। মানুষ না থাকলেও জিনিষপত্র রাখা থাকে।
এটা মনেহয় শহরের বাইরে কোন ফাঁকা বাড়ি। একেবারে ফাঁকা যায়গায়। আশেপাশে অন্য কোন বাড়ি নেই। এই লোকগুলি খারাপ কাজে ব্যবহার করে। হয়ত তারমত অন্যদেরও ধরে এনে আটকে রাখে। টাকাপয়সা আদায় করে।
উঠে দাঁড়াল কমল। ভাগ্যিস পা বাঁধেনি।
এসে জানালার কাছে দাঁড়াল সে। একটু দুরেই ধানক্ষেত, দুরে কিছু গাছপালা। বাড়ির পাশ থেকে একটি মাটির রাস্তা চলে গেছে মাঠের মধ্যে দিয়ে। একটু ঘুরে গাছপালার পিছনে হারিয়ে গেছে। বেশ ঘন গাছপালা ওদিকে। মাঠে কোন মানুষজন তার চোখে পড়ল না। ধান ক্ষেত মানে সেখানে কৃষকরা কাজ করে। তারা কখনোই এদের দলের লোক না। এখন সামনে একজন কৃষকও দেখা যাচ্ছে না।
সবুজ ধানক্ষেতের ওপারে অনেকটা দুরে একসাথে অনেক গাছপালা। মনেহয় কোন গ্রাম। দুয়েকটা ঘরের কোনা দেখা যাচ্ছে। চকচক করছে টিন।
জানালার দিকে তাকাল কমল। ছিটকিনি দেয়া। লক্ষ্য করল জানালার গ্রীল বা শিক কিছুই নেই। তারমানে হাত খুলতে পারলেই জানালা খুলে অনায়াসে বাইরে যেতে পারবে সে। তারপর-
আবার দরজার দিকে তাকাল সে।
ভেতরের দিকে মাঝামাঝি যায়গায় একটা ছিটকিনি। সেখানে গিয়ে পেছন ফিরে সেটা আটকে দিল। এখন বাইরে থেকে কেউ সহজে ঢুকতে পারবে না।
মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে সে বাঁধা হাতদুটি সামনে আনার চেষ্টা করতে লাগল। খুব সহজেই তা করতে পারল সে। এরপর দাঁত দিয়ে বাঁধন খুলে ফেলতে চেষ্টা করল। কতবার সে ভেবেছে জুতোর সোলে একটা ব্লেড কিংবা ছোট ছুরি রেখে দেবে। কত কাজে লাগত এখন।
কে জানে তার বাড়ি থেকেই তাকে এভাবে ধরে আনবে কেউ। যাকগে-
দাঁত দিয়ে ধরেই টানাটানি করতে শুরু করল। আলগা হয়ে গেল একটু পরেই। আরেকটু আলগা হতেই হাত বের করে ফেলল সে।
আশ্চর্য্য, কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটছে আজকে। ভাবল কমল। আজই একজন দেয়াল টপকে তার বাড়িতে ঢুকল, সে তাকে বেঁধে রাখল। সে বাঁধন খুলে তাকে এনে বাঁধল। এখন আবার সে নিজের বাঁধন খুলে ফেলেছে। হয়তো লোকটাকে আবারও বাঁধতে হবে।
এবার আর ছুটাতে হবে না, মনে মনে বলল কমল।
দড়ির দাগ বসে গেছে হাতে। রক্ত জমে গেছে। সেখানে ঘসে ব্যথা সারাবার চেষ্টা করল সে। ঘরের মধ্যে হাঁটল কয়েকপা। হাতপা ফ্রি করে নেয়া দরকার আগে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তারপর বাথরুমের দরজা খুলে উঁকি দিল।
সাপ্লাইয়ের পানি নেই, একটা বড় বালতিতে পানি ধরে রাখা। একদিকে বেশ বড় একটা জানালা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। এ জানালাটাও ঘরের জানালার দিকেই। একদিকের দেয়ালে একটি লোহার রডে গামছা ঝুলছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকল কমল।
কিছু একটা করতে হবে। কিছু একটা অস্ত্র দরকার তার।

গামছাটা টেনে মেঝেতে ফেলে দিল কমল। রডটা পরীক্ষা করল। লোহার পাইপ। সে একদিকে দুহাত দিয়ে ধরে টানতে লাগল। এগুলো কিভাবে লাগানো থাকে জানে কমল। সামান্য টানাটানিতেই খুলে আসবে। প্রায় ঝুলে পরে ঝাঁকুনি দিতে একদিকের কোনা খুলে গেল। দেয়ালের সিমেন্ট খসে গেছে। সামান্য কিন্তু তাতেই কাজ হল। খাঁজ থেকে বের হয়ে অনায়াসে সেটা তার হাতে এসে গেল। প্রায় দেড় ফুট লম্বা রড। হাতের তালুতে মেরে সে দেখে নিল। এর একটা বাড়ি খেলে আর উঠে দাঁড়াতে হবে না।
বড় ঘরে ঢুকে দরজার দিকে একবার তাকাল। তারপর জানালার কাছে যেয়ে জানালাটা খুলে ফেলল। বড় করে শ্বাস নিল।
হ্যাঁ, এবার সে তৈরী। যে কোন কিছুর জন্যই। শুধু তার ভাইয়া বা হোসেন ভাই না, সেও পারে বিপদে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে। নিজেই নিজেকে উদ্ধার করতে।
ঢ্যাঙা লোকটা আছে ভেতরে কোথাও। মোটা তাকে থাকতে বলেছে।
আরো লোক কি থাকতে পারে ?
কমল আবার তাকাল দরজার দিকে। এগিয়ে এসে ছিটকিনি খুলে দিল। বাথরুমের দরজাটা তখনও খোলা। সে এসে দরাজাটা আরো খুলল, তারপর দড়াম করে বন্ধ করে দিল। তারপর দ্রুত এসে ঘরের দরজার পাশে দাড়াল। হাতে রড।
দরজা খুললে সে পাল্লার আড়ালে চলে যাবে।
একটু পরেই পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল বাইরে। ঢ্যাঙা লোকটার জুতার আওয়াজ। বাইরে থেকে লোকটা ধমক দিল, 'এই ছোড়া, করস কি-'
নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কমল।
বাইরে তালা খোলার শব্দ। দরজা ফাঁক করে লোকটা ভেতরে তাকাল। ঘর ফাঁকা। সোজা সামনে জানালাটা খোলা।
খোলা জানালা দেখে মুখ হা হয়ে গেল লোকটার। দুপা সামনে এগোল সে। সাথেসাথে কমল নিচু হয়ে ওর হাঁটুর কাছে প্রচন্ড বাড়ি মারল রড দিয়ে। সমস্ত শক্তি দিয়ে। লোকটা 'আ-' বলে চিৎকার দিয়ে হাটু মুড়ে বসে পড়ল। দ্বিতীয় বাড়িটা মারল মাথায়। চিৎকার বন্ধ করে লুটিয়ে পড়ল লোকটা।
বাইরে কার যেন কথা শোনা গেল। কে যেন ডাকছে কাকে।
আরো লোক রয়েছে বাড়িতে। এই লোকের চিৎকার শুনেছে। কমল দ্রুত দরজাটা বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে।
লোকটা পড়ে আছে চিৎ হয়ে। কমল রডটা ওর বুকের ওপর রেখে দিল। তারপর জানালার কাছে যেয়ে বাইরে মুখ বাড়াল।
জানালার ঠিক নিচেই কার্নিশ। জানালা গলে সেখানে নেমে পড়ল সে। তারপর কার্নিশ ধরে ঝুলে ঝপ করে নামল মাটিতে। নেমেই দৌড় লাগাল। অনায়াসে টপকে গেল বাইরের নিচু দেয়াল। একটু দুরেই বেশ কিছু গাছপালার ঝোপ। তারপরই অনেক গাছপালা। কোনদিকে না চেয়ে এক দৌড়ে তার ভেতর ঢুকে গেল সে।

বাড়িতে টেবিলের সামনে বসে টেলিফোনের জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল শান্ত। রিং বাজতেই ঝট করে হ্যান্ডসেটটা তুলে নিল।
'হ্যালো।'
ওপাশ থেকে মোটা লোকটার চিঁ চিঁ গলার আওয়াজ শোনা গেল। কোন ভুমিকা ছাড়াই সরাসরি কথায় গেল সে, 'জিনিষটা কোথায় ?'
একটুও সময় লাগল না শান্তর জিনিষ কি সেটা বুঝতে। ওটার জন্যই এতকিছু। বাড়ি এসে কমলকে ধরে নিয়ে গেছে।
সে বলল, 'আছে, কমল কোথায় ?'
ওদিক থেকে শোনা গেল, 'আছে। জিনিষ দিলেই ওকে ফেরত পাবে।'
শান্ত বলল, 'আগে ওকে ছেড়ে দাও। জিনিষ পাবে।'
মোটা লোকটার হাসি শোনা গেল। অন্তত সে নিজে তাকে হাসিই বলবে। বলল, 'বিকেল ঠিক ৫ টায় গেটের বামপাশে রেখে দেবে। আমার লোক ওটা আনবে। কোনরকম চালাকি করবে না। ওটা হাতে পেলে তবে ছেড়ে দেব।'
শান্ত বলল, 'বললাম তো পাবে। ওকে ছেড়ে দাও।'
লোকটা বলল, 'আগে আমার জিনিষ চাই। নাহলে-'
লাইনটা কেটে গেল। ইচ্ছে করে কেটে দিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে বেশি কথা বলতে চায় না। রিসিভারটার দিকে কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল শান্ত। তারপর রেখে দিল।
ঘড়ি দেখল। ৫টা বাজতে এখনও বহু দেরী।
হোসেন ঘরে ঢুকছে। তার হাতে একটুকরো কাগজ। কার ভিলেজ জানিয়েছে সপ্তাদুয়েক আগে তারা একটা পাজেরো জীপ রং করেছে। সাদা থেকে সবুজ। মালিকের নাম তফাজ্জল হোসেন। বাড়ি বড় মগবাজার।
ঠিকানাটা দেখে হোসেনের দিকে ফিরল শান্ত, 'চলুন, ঘুরে আসি।'
নষ্ট করার মত সময় নেই ওদের হাতে।

ঠিকানা অনুযায়ী যে বাড়িটার সামনে হোসেন গাড়ি থামাল সেটা দেখেই বোঝা যায় বাড়িঅলা ধনী এবং সৌখিন দুইই। একেবারে গা ঘেসাঘেসি করে থাকা বাড়িগুলোর মধ্যেও সামনের দিকে যায়গা রাখার চেষ্টা করেছে। দোতলা বাড়ি। সবুজ এবং মেটে দুধরনের রঙ। একদিকে কিছু অংশ সবুজ প্লাষ্টিকের ছাদ দেয়া। বাইরে থেকেই গেটের ফাঁক দিয়ে বাগান দেখা যায়।
শান্ত নেমে গেটের কাছে গেল।
গেটে বাড়ির মালিকের নাম লেখা নেই। ঠিকানা লেখা। গেটের সামনে এক মুহূর্ত থেমে বাম দিকে কলিং বেলটা টিপল শান্ত। বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হল না। ছোট একটা ছেলে এগিয়ে আসছে দেখা গেল। লোহার গেট খুলে উঁকি দিল। শীতের দিনেও খালি গা, পড়নে হাফ প্যান্ট। বোঝা যায় কাজ করে এখানে।

‘তুমি এই বাসায় থাকো ?’
‘জ্বি।’
‘তোমার সাহেব বাসায় আছেন ?’
‘না, অপিসে।’
‘ও, আমার কাছে অফিসের ঠিকানা নেই। দিতে পারবে ?’
একটু যেন ভাবল ছেলেটা।
হাঁসিখুসি চেহারা। সবসময়ই যেন হাঁসছে। কোন বাড়িতে এই বয়সের কাজের ছেলে যখন হাঁসে তখন বোঝা যায় তার কর্তা ভালমানুষ। যত্ন নেয়।
ছেলেটা বলল, ‘একটু খাড়ান, আইতাছি।’
বলেই দ্রুত ছেলেটা চলে গেল ভেতরে।
বাড়ির ভেতরটা একবার দেখল শান্ত। আরেকটা গাড়ি থেমে আছে দেখা যাচ্ছে। বাড়ির মালিক ভদ্রলোক অফিসে, তারমানে আরো একটা গাড়ি আছে যেটা নিজে নিয়ে বেরিয়েছে।
সেটাই কি সবুজ জীপ ?
একটু পরেই ফিরে এল ছেলেটা। তার হাতে একটা নেমকার্ড। হেঁসে শান্তর দিকে বাড়িয়ে ধরল। শান্ত সেটা হাতে নিয়ে দেখল একনজর।
ছেলেটা হাসিমুখে চেয়ে আছে।
‘তোমাদের একটা সবুজ জীপ আছে না? আগে সাদা ছিল।’ জিজ্ঞেস করল তাকে।
‘আছিল, বেইচা দিছে।’ ঝকঝক করছে ছেলেটার সাদা দাঁত। কথা বলতে পছন্দ করছে।
‘ও, কে কিনেছে জানো ? তোমাদের পরিচিত ?’
ছেলেটা আবার হাঁসল দাঁত বের করে। এবারে বিচিত্র হাঁসি। বলল, ‘মোটা একটা ব্যাটা।’
হাত দিয়ে মোটা দেখাল সে। বোঝা গেল সেটাও একটা হাসির বিষয়। ক্রেতার শারীরিক বর্ননা ছাড়া আরকিছু তার জানা নেই।
‘ও, আচ্ছা ঠিক আছে।’
শান্ত এসে গাড়িতে উঠল। কার্ডটা হোসেনের হাতে দিল। হোসেন একনজর দেখে নিয়ে গাড়ি ঘুরাল সেদিকে।
মতিঝিলে অফিস। ঠিকানা দেখে অফিসের সামনে এসে থামাল গাড়ি। বেশ যায়গা আছে গাড়ি রাখার। শান্ত নেমে অফিসের ভেতরে ঢুকল।

সবুজ জীপের প্রাক্তন মালিক তফাজ্জল হোসেন গপ্পবাজ। শান্ত কথা শুরু করল তার পরিচয় দিয়ে। তার কার্ড বের করে দিল। তিনি পড়ে দেখলেও পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামালেন বলে মনে হল না।
শান্তর কার্ডটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে কথা চালিয়ে গেলেন, ‘খুব ভাল দাম পেলাম, বুঝলেন না। সাত বছর ব্যবহার করেছি তারপরও কেনা দামেই বিক্রি। আমিও কিনেছিলাম ব্যবহার করা গাড়ি। এক ফরেনারের কাছ থেকে। সে কিনেছিল এক ব্যবসায়ীর কাছে। এত হাতবদলের পরও কোন ট্রাবল নেই। একেবারে পানির মত চলে, বুঝলেন না। তেল একটু বেশি খায় তাহলেও খুব আরাম। নতুন গাড়ি নিয়ে বাইরে গেলেই চিন্তা হয়, কখন কে ধাক্কা মারে। রিক্সাঅলা ব্যাটারা তো রাস্তায় নামেই সেজন্য। একবার যদি দাগ পড়ে, বুঝলেন না, শত চেষ্টা করেও সেই দাগ ওঠেনা। কি দেশেই যে বাস করছি। আজকাল আবার গাড়ি ডাকাতিও হয়। এইতো সেদিন, আমার পাশের বাড়িতেই, তিনজন ঢুকে পিস্তল ধরে গাড়ি নিয়ে গেল। মাত্র কিনেছে সত্তুর লাখে। আমি ভাবি কোনদিন না আমার গাড়িটা-’
শান্ত বলল, ‘আপনার বাড়িতে ঢুকে সাহস পাবে না। আর প্রয়োজন মনে হলে একটা কুকুর রাখুন। চোরডাকাত আর কাউকে ভয় না পেলেও কুকুরকে ভয় পায়।’
তফাজ্জল বললেন, ‘ঠিক বলেছেন। কুকুর গন্ধ শুকেই বুঝে নেয় কে ভাল কে খারাপ। আর চোরডাকাতের মনে সবসময় ভয় থাকে। আমরা ওদের যত সাহসী মনে করি আসলে তা-না। ওরা আসলে খুব ভিতু। হা-হা-হা। কুকুর দেখলেই ওদের পিলে চমকে যায়। ওরা তো আর পিস্তল দেখে ডরায় না। অনেকে খেলনা পিস্তল নিয়েও পিস্তলবাজি করে। কি কান্ড দেখুন তো, আমরা ধরতে পারি না, কুকুর ধরে ফেলে।’
এভাবে সারাদিন কথা চালিয়ে গেলেও কাজের কথা পাওয়া যাবে না। সেদিকে যেতে চেষ্টা করল শান্ত। বলল, ‘যিনি কিনেছেন তিনি কি আপনার পরিচিত?’
তফাজ্জল বললেন, ‘আরে না-না। পরিচিত বলছেন কি? জীবনে দেখিনি। বাপের জন্মে অমন মোটা মানুষ দেখিনি। গ্যারেজে জানালাম গাড়ি বেচতে চাই, ওরাই ব্যবস্থা করে দিল। ইউরোপে কিসের যেন ব্যবসা করে। টাকা ওদের কাছে খুব সস্তা, বুঝলেন না। ডলারে হিসেব করে তো। কোন কথাই বলল না। শুধু বলল রঙটা কেমন হয়ে গেছে। বললাম তাহলে রঙ করে দিই। দিলাম রঙ। সাদার যায়গায় সবুজ। সাদা রঙের সমস্যা কি জানেন, একবার গেলে আর আগের মত হয় না। আগে তো জানা ছিল না, রঙ করতে গিয়ে দেখি বিপদ, পারমিশন ছাড়া নিজের গাড়িও রঙ করা যায় না। নিজের গাড়ি নিজে রঙ করব তাও করতে দেবে না। শেষে গ্যারেজের ওরাই কিভাবে কিভাবে সব করে দিল। দুই দিনে কাগজপত্র ঠিক করে ফেলল। আমি হলে তিন মাসেও হত কিনা সন্দেহ। একে ঘুস, ওকে কমিশন, তাকে বখশিশ। দেশটা একেবারে সেই-রথের মেলা হয়ে গেছে। টাকা থাকলে সব পাবেন। আমার কিছুই করতে হয়নি। গ্যারেজের ওরাও খুশি, সেও খুশি আমিও খুশি।’
শান্ত বলল, ‘উনি ঢাকায়ই থাকেন বোধহয় ?’
তফাজ্জল বললেন, ‘আ-, না-না, ঢাকায় না, ঢাকায় না। ঢাকার বাইরে। সেজন্য গাড়িটা ওর এত পছন্দ। একেবারে খালবিল পার হয়ে যেতে পারে। রীতিমত পঙ্খিরাজ, বুঝলেন না। আপনি যদি কদিন আগে আসতেন তাহলে-’
শান্ত হেঁসে ফেলল, ‘সত্যিই আমার খুব লোভ হচ্ছে দেখার। ওনার ঠিকানা জানেন নিশ্চয়ই ?’
তফাজ্জল বললেন, ‘অ্যাঁ, আমি ঠিক জানি না। আচ্ছা, জানার ব্যবস্থা করছি। রহিম, রহিম, সালামত কো বোলাও। চা বোলাও।’

অল্পবয়সী একটা ছেলে দৌড়ে ঢুকেই আবার বেরিয়ে গেল।
সালামত সম্ভবত তার ড্রাইভার। তার হাজির হতে সময় লাগলনা। এসে সালাম দিয়ে একপাশে দাঁড়াল।
তফাজ্জল বললেন, 'সালামত মিয়া, গাড়িটা যে কিনল তার ঠিকানা জানো ?'
সালামত একবার তাঁর দিকে একবার শান্তর দিকে তাকাল। কোন উত্তর দিল না।
তফাজ্জল বললেন, 'কি? ঠাটা পড়ল নাকি? কও না ক্যান? সাত বছর গাড়িডা চালাইল্যা এট্টু মায়া নাই? গাড়িডা কই নিছে?'
ড্রাইভার সম্ভবত এই ভাষায় কথাবলে।
সত্যিই তাই। একেবারে আঞ্চলিক ভাষায় উত্তর দিল ড্রাইভার। জানাল নতুন মালিক ড্রাইভার খোঁজ করায় সে পরিচিত একজনকে দিয়েছে। সে নিজে যায়নি সেখানে, কিন্তু কোনপথে যেতে হবে তা জানে। কাঁচপুর ব্রিজ পার হয়ে বামদিকে নেমে গেলে মাইলতিনেক। ফাঁকা যায়গায় একটাই বাড়ি। মিরধা বাড়ি বললে লোকে দেখিয়ে দেবে।
চা খেয়ে দেরী না করে বিদায় নিল শান্ত।

বনের মধ্যে হাঁটছে কমল। বনই বলা যায় একে। চারিদিকে আম, কাঠাল আর নাম না জানা আরো অনেক গাছ। নিচে ঝরা পাতার স'প। দেখেই বোঝা যায় এদিকে লোকজন আসে না। লম্বা লম্বা ঘাস আর আগাছা গজিয়েছে মাটিতে। মানুষ হাঁটাচলা করলে যেমন পায়েচলা পথ তৈরী হয় তা নেই বনের মধ্যে। তবে বড়বড় গাছগুলোর তলার দিকে সাদা রঙ করা। মনেহয় বহুদিন আগে রঙ করা হয়েছে।
শতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক দেখছে কমল। ধরা পরা চলবে না। এই লোকগুলোর আওতার বাইরে যেতে হবে। তাকে বাড়ি ফিরতে হবে। বাইরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজতে হবে। অন্তত বাস চলে এমন কোন রাস্তা। তাহলে বাড়ি ফেরা তার জন্য কোন ব্যাপারই না।
অথবা এমন কোন লোকালয়ে যেতে হবে যেখান থেকে ফোন করা যাবে। তার বাড়িতে, অথবা শান্তর মোবাইলে অথবা হোসেনের গাড়িতে। তার কাছে টাকা নেই, কিন্তু বিপদে পরলে কেউ কি ফোন করতে দেবে না ?
বড় বড় গাছপালার মধ্যে দিয়ে সুর্যের আলো মাটিতে পরেছে। চারিদিকে শুকনো পাতা বিছানো। এরই মধ্যে দিয়ে হেঁটে একসময় সে গাছপালার শেষ প্রানে- এসে দাঁড়াল। সামনে একটুকরো ঘেসো জমি, তারপর ছোট্ট একটা নদী। কুল কুল করে বয়ে চলেছে।
এই এতটুকু পানি। তাদের বাড়ির কাছের লেকের চেয়েও কম চওড়া। কমলের মনে হল সে হেঁটে পার হতে পারবে। নদী না বলে খালও বলা যেতে পারে। কিন্তু পানি একদিক থেকে আরেকদিকে যাচ্ছে।
কি নাম এই নদীর? ঢাকার কাছাকাছি কি কি নদী আছে এত ছোট? একমাত্র তুরাগ নদীর নামটাই মনে করতে পারল কমল।
কোন যায়গা এটা ?
সামনের দিকে তাকাল কমল। নদীর ওপারে দুরে জমিতে কাজ করছে কৃষক। সে চিৎকার করে ডাকলে ওরা শুনতে পাবে। আরো দুরে গাছপালা এবং গ্রাম দেখা যাচ্ছে। বামে ফসলের জমি। মাঝেমাঝে দুচারটা গাছ। গাছপালার আড়াল থেকে ধোঁয়া উঠছে। কোন কারখানা, অথবা ইটের ভাটা।
দাঁড়িয়ে চারিদিক ভাল করে দেখল কমল। ঢাকা থেকে কতদুর এই যায়গা ? দশ মাইল ? পনের মাইল ? আরো বেশী ?
পাখি ডাকছে চারিদিকে। বড় একটা গাছের নিচে বসল কমল। গাছের তলার দিকটা ছড়ানো। দেখল সেটা শিমুল গাছ। গাছের গায়ে বড় বড় কাঁটা। তবে গোড়ার দিকে, ও যেখানে হেলান দিয়ে বসেছে সেখানে কাঁটা নেই।
খুব ক্লান্তি লাগছে ওর। বসে জুতা খুলে ফেলল কমল। পায়ের পাতা টান করল। তারপর উঠে এগিয়ে এসে প্যান্ট গুটিয়ে খালি পায়ে হেঁটে নদীতে নেমে গেল।
একেবারে ঠান্ডা পানি। পায়ের নিচে বালুমাটি। হাঁটু পানিতে নেমে গেল কমল। ওর ভাঁজ করা প্যান্টের কিনারায় পানি লাগল। দাঁড়িয়ে নিচু হয়ে পানিতে হাত ডুবাল। দুহাত ভরে পানি নিয়ে মুখ ধুল। হাত ভিজিয়ে আসে- করে কপালের পাশে বোলাল। ওখানটায় ঘুষি মেরেছিল ঢ্যাঙা লোকটা। এখন পানি লেগে জ্বলছে। তবে কাটেনি। ভেজা হাত দিয়ে ঘাড় মুছল কমল, চুলের ভেতর আঙুল চালাল।
একটু ভাল লাগছে এখন। হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে পানির দিকে তাকিয়ে থাকল কমল। পরিস্কার টলটলে পানি বয়ে যাচ্ছে। রোদ একেবারে মাটি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। সেখানে ছোটছোট মাছ দেখা যাচ্ছে। ওর পায়ের আশেপাশে বালির কাছে ঘোরাফেরা করছে। ওকে দেখেও ভয় পাচ্ছে না।
কতক্ষন এভাবে দাঁড়িয়ে ছিল বলতে পারবে না কমল। ঠান্ডা পানি আর গরম রোদ মিলে খুব সুন্দর অনুভুতি তৈরী করেছিল। হঠাৎই গাড়ির শব্দ শুনতে পেল সে। ওর দৃষ্টি গেল বামদিকে। ওদিকে একটা মাটির রাস্তা। সেই রাস্তায় বেশ কিছুটা দুরে ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলেছে একটা গাড়ি।
আরে, এটা ওদেরই কালো ভ্যান। এসে গেছে! শান্ত এবং হোসেন, এসেছে তাকে উদ্ধার করতে।
দ্রুত এসে পাড়ে উঠল কমল। ডানদিকে ঘুরেই গাড়ির দিকে দৌড় দিল। বেশ দুরে গাড়িটা। বেশ জোরের সাথে চলছে। থামাতে হবে ওটা। দুহাত মাথার ওপর তুলে চিৎকার করতে করতে ছুটল কমল 'ভাইয়া, ভাইয়া- এদিকে, এই যে'।
কিন্তু ততক্ষনে বেশ এগিয়ে গেছে। গাড়ির কেউ দেখতে পেল না তাকে। তার চোখের সামনে থেকে সেটা গাছপালার আড়ালে চলে গেল।
একটু দাঁড়াল কমল। দৌড়ে গাড়িটাকে ধরতে পারবে না সে। বুঝে ঘুরেই দৌড়ে ফিরে এল গাছটার কাছে। তার জুতাজোড়া রয়েছে এখানে। বসে মোজা দিয়ে পা মুছে দ্রুত সেগুলো পড়ে ফেলল। তারপর দৌড় দিল আবার বনের ভেতরে। যে পথে এসেছে সে পথে আবার ফিরতে শুরু করল। কিছুক্ষন দৌড়ানোর পর গতি কমাল সে। হাঁটতে লাগল আসে- আসে-।
এখন আর ভয়ের কিছু নেই। সবকিছু ঠিকঠাক মত চলছে। ওর সবচেয়ে আপনজন একেবারে হাতের কাছে।
আবার ডানদিকে চোখ গেল ওর। ওদিকে গাছপালা কম। যেদিক দিয়ে হোসেনের গাড়ি গেছে সেই মাটির রাস্তা দিয়ে আসছে আরেকটা গাড়ি। এটা সবুজ একটা জীপ।
নিজেকে আড়াল করল ও। না জেনে অচেনা কারো সামনে পরা ঠিক হবেনা। কে আছে এই গাড়িতে কে জানে ?

গাছের আড়ালে থেকে সে লক্ষ্য করতে লাগল জীপটাকে। গাড়িতে কজন বসে আছে দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে সামনে ড্রাইভার একা, পিছনে একজন। মাটির রাস্তা দিয়ে সামনের দিকে কিছুদুর গিয়ে সেটা ডানদিকে ঘুরে গেল।
আরো সামনে এগোল কমল। গাছপালা এখানে বেশ ফাঁকাফাঁকা। কিছুটা দুরেই সে বাড়িটা দেখতে পেল। হলুদ রঙের দোতলা বাড়ি। এই বাড়িতেই তাকে আটকে রাখা হয়েছিল। সবুজ গাড়িটা সেই বাড়ির আড়ালে চলে গেল। এদিকে গেট নেই, তারমানে ওদিক দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হয়।
কালো গাড়িটা দেখা যাচ্ছে না কোথাও।
কমল জানে গাড়িটা আছে। কোথাও গাছপালার আড়ালে। ওরা জানে এটাই সেই বাড়ি। গাড়ি নিয়ে সোজাসুজি ওখানে যাবে না ওরা। কারো চোখে পরার মত কিছু করবে না।
আসে- আসে- হাঁটতে লাগল কমল বাড়িটার দিকে। ফাঁকা যায়গায় গেল না সে। কিছুদুর এসে, যেখান থেকে বাড়িটা দেখা যায় সেখানে একটা ঝোপের আড়ালে বসে লক্ষ্য রাখল বাড়িটার দিকে। যা কিছু ঘটার ওখানেই ঘটবে।
এখন কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
তবে বেশীক্ষন অপেক্ষা করতে হল না কাউকে দেখার জন্য। একটুপরই শান্তকে দেখা গেল বাড়িটার একেবারে কাছে। নিচু দেয়ালটার কাছে। তারপরই তার কাছাকাছি গাছপালার ভেতর থেকে মাথা তুলল হোসেন। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।
শান্ত হোসেনকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করল বাড়ীর সামনের দিকে। যেদিকে সবুজ জীপটা গেছে। হোসেন সেদিকে এগিয়ে গেল। শান্ত পিছনের দিকের কার্নিশ ধরে অনায়াসে দোতলা পর্যন্ত উঠে গেল। দেখতে পাচ্ছে কমল। তারপর তার দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল একসময়।
কমল সেখানেই একটা গাছের আড়ালে বসে পরল। গাছে পিঠ ঠেকিয়ে ঘাসের ওপর বসে অপেক্ষা করতে থাকল আর মাঝে মাঝেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল বাড়িটার দিকে।
কিছু একটা হচ্ছে সেখানে।

মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অবস্থায় ঢ্যাঙা লোকটা বসেছিল দোতলার বারান্দায়। চেয়ারে। কাছেই আরেকটা চেয়ারে আরেকজন। বসে থেকেই গাড়ির শব্দ শুনল দুজন। প্রস'তি নিচ্ছে কৈফিয়ত দেয়ার। একটু পরই মোটা এবং তার ড্রাইভারকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখল তারা। উঠোন পেরিয়ে এখন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে।
সিড়ের সোজা সামনে বসে রয়েছে ওরা। ওদেরকে এভাবে বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াল মোটা। মনেহচ্ছে সবকিছু স্বাভাবিক নেই।
'কি হয়েছে ?' জিজ্ঞেস করল সে।
লোকদুজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করল নিজেদের মধ্যে। কোন উত্তর দিল না কেউই।
গলা চড়াল মোটা। আবার জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ?'
এবারে দ্বীতিয় লোকটা মুখ খুলল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে উত্তর দিল তার কথার, 'হ্যার মাথায় বাড়ি দিয়া পালাইছে।'
'তার মানে ?' আপনাআপনিই যেন প্রশ্নটা বেরল মোটার মুখ থেকে।
কোন উত্তর এল না এবার। মাথা নিচু করল দুজনই।
ঘরের দিকে দৃষ্টি গেল মোটার। দরজা খোলা। ওখানেই বেঁধে রাখা হয়েছিল ছেলেটাকে। কি ঘটেছে বুঝে ফেলল মোটা। মুহুর্তে রেগে আগুন হল সে, 'একটা পিচ্চি এই বুড়ো ধারীকে মেরে পালাল ? এ্যাঁ। অপদার্থ কোথাকার। দুজনে বসে বসে আঙুল চুসছো । যাও খুঁজে আনো। অকর্মার ধাড়ি যত। খালি টাকা চেন, টাকা। সব টাকা ফেরত নেব। ষ্টুপিডের দল। যাও, দেখ কোথায় গেছে। বেশীদুর যেতে পারেনি, দেখ। ধরে আনো।'
রাগে ফোঁস ফোঁস করছে সে। দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল আবারো। কেউ উঠল না চেয়ার ছেড়ে।
মোটা আবার ধমকে উঠল, 'যাও।'
দ্বীতিয় লোকটা এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু কোথাও যাওয়ার লক্ষন তার মধ্যে দেখা গেল না। দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আসে- করে সে তার মত জানাল, 'গেরামের লোক ট্যার পাইলে মাইরা ফালাইব।'
মোটা লোকটা রাগে হতবাক হয়ে গেছে। কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না। বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে সে। তার বিশাল পেট ওঠানামা করছে।
সেই মুহুর্তে শান্ত আবির্ভূত হল বারান্দার বামদিক থেকে। কয়েকপা হেঁটে এসে থামল।
মোটা লোকটা চমকে ঘুরে তাকাল। শান্তকে দেখে তার রাগ পরিনত হল অবাক হওয়ায়, তারপর সেখানে দেখা গেল ভয়।
এরই নাম শান্ত।
ছবি দেখেছে সে।
গল্প শুনেছে।
আর দেখতে দেখতে যেন গন্ধ শুঁকে এসে হাজির হয়েছে এখানে। মুহুর্তের মর্ধেই।
ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মোটার চেহারা। দুহাত দুপাশে ঝুলে পড়েছে।
কয়েক মুহুর্ত।
যেন নড়তে ভুলে গেছে সবাই। তারপরই চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল ঢ্যাঙা লোকটা। দেয়াল ঘেসে দাঁড়াল সে।
দ্বীতিয় লোকটাও নড়ে উঠল। শান্তর দিকে চোখ রেখে পেছাতে লাগল। পিছনে কি আছে জানার চেষ্টাও করল না। তার পিঠে ধাক্কা মেরে থামাল হোসেন। বিপরীত দিক থেকে সকলের অজানে- ঢুকেছে সে।

পালানোর পথ নেই দেখে দ্রুত ঘুষি চালাল সে হোসেনকে লক্ষ্য করে। হোসেন মাথা সরাল। সাথে সাথে খপ করে ধরে ফেলল ওর গলার কাছে। পর মুহূর্তেই ওকে মাটি থেকে শুন্যে উঠিয়ে ফেলল হোসেন। সেটা যেন একটা পুতুল। শুন্যে ধরে রাখল কয়েকমুহূর্ত তারপর ছুড়ে মারল দেয়ালে। সেখানে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা । কোন নড়াচড়া নেই।
আসে- হেঁটে হোসেন গেল তার কাছে। কলার ধরে টেনে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসাল তাকে। ভয়ে ভয়ে চোখ মেলল লোকটা। হোসেন ঠাস করে একটা চড় মারল তার গালে।
শান্তর দিকটা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ ভেবে সেদিকে গেল ঢ্যাঙা লোকটা। তার হাতে এখন একটা ছুরি। ছুরি বাগিয়ে সে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। তার ডানপায়ে ব্যথা। কমলের রডের বাড়ি খেয়েছে সেই পায়ে। কোনমতে এগোচ্ছে শান্তর দিকে। এটাই একমাত্র পথ তার সামনে।
তারদিকে চোখ রেখে শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে শান্ত।
হঠাৎ করেই লোকটা ছুরি চালাল শান্তর গলা লক্ষ্য করে। বিদ্যুৎবেগে মাথা সরাল শান্ত। সেই সাথে তার একটা ঘুঁসি এসে লাগল লোকটার মুখে। কয়েক পা পিছিয়ে গেল লোকটা সেটা সামলাতে। আবার সামনে এগোল। ছুরিটা এখনও তার হাতে।
এবার শান্তর শরীরটা শুন্যে পাক খেল একটা। বাম পা আঘাত করল লোকটার চোয়ালে। দেয়ালের কাছে চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা। হাতের ছুরি মেঝেতে গড়িয়ে হোসেনের কাছে গিয়ে থামল।
শান্ত ধীরেসুসে' এগিয়ে গেল তার কাছে। লোকটার শখ মিটে গেছে। শান্ত তার ডানহাত হাত মুচড়ে ধরল।
'কমল কোথায় ?'
লোকটা ব্যথায় মুখ বিকৃত করল, কিন্তু কথা বলল না। আরেকটু চাপ দিল শান্ত।
এবার মুখ খুলল সে, 'পালাইছে। ওই বনের ভিতর।'
'খুন করেছে কে ?'
লোকটা ঢোক গিলল এবার। ভয়ার্ত চোখে তাকাল। শান্ত তার হাত ছেড়ে কলার ধরল। ধরে টেনে দাঁড় করাল। তারপর কিছু বুঝে ওটার আগেই মাথা ঠুকে দিল দেয়ালে।
আপাতত আর উঠবে না সে।

হাতের লোকটাকে ছেড়ে দিল হোসেন। সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল এদিকের পরিসি'তি দেখার জন্য। সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে ছিল মোটা লোকটা। এখন সেখানে নেই সে। নেমে উটোন পেরিয়ে গেছে।
পুরো বাড়িটা ঘিরে নিচু একটা দেয়াল। তার ওপরে মোটা লোকটা। দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করছে। হাস্যকরভাবে দেয়ালে পেট ঠেকিয়ে ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করছে।
উল্টে পড়ল লোকটা, তবে দেয়ালের বাইরেই। একটু পরই দেখা গেল দৌড়াচ্ছে বনের দিকে।
চারিদিকে একবার তাকাল হোসেন। ঢ্যাঙা লোকটা এখন চিৎ হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, শান্ত তার কাছে দাঁড়িয়ে। ড্রাইভারটা এতক্ষন হতভম্ব হয়ে দেখছিল সবকিছু। এখন দৌড়াচ্ছে গাড়ির দিকে।
শান্ত হোসেনকে ইঙ্গিত করে মোটা লোকটাকে দেখাল। আসে- আসে- সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল হোসেন। নেমে গেটের দিকে না গিয়ে হাতে ভর দিয়ে দেয়াল টপকাল। মোটা লোকটাকে দৌড়ে যেতে দেখা যাচ্ছে। সোজা সামনের দিকে যত দুরে যাওয়া যায় যাওয়ার চেষ্টা করছে সে।
ড্রাইভার নিজের প্রান বাঁচানোর চেষ্টা করছে। গাড়িতে উঠে পরেছে। ষ্টার্ট দিল সে। একবার এদের নাগালের বাইরে গেলে নাকে খত দেবে সে।
ষ্টার্ট দিয়ে সামনে তাকিয়ে ভুত দেখার মতই চমকে উঠল সে। শান্ত দাঁড়িয়ে একেবারে গাড়ির সামনে। দেখেই তার হাতপা কাঁপতে শুরু করল। ষ্টার্ট বন্ধ করে নেমে এল গাড়ি থেকে। দুই হাতে কান ধরল সে।
'আমার কোন দোষ নেই স্যার। আমি এসবের কিচ্ছু জানি না। আমাকে মারবেন না। প্লিজ।'

ঝোঁপের আড়াল থেকে উঁকি দিল কমল। ভেতরের ঘটনা সে দেখতে পায়নি, তবে বুঝেছে কিছু একটা হচ্ছে। শান্ত হোসেন দুজনই ঢুকেছে ওই বাড়িতে। কাউকেই দেখা যাচ্ছেনা এখান থেকে। সবুজ গাড়ি নিয়ে যারা ঢুকেছে তাদের কাউকেও না। যারা বাড়িতে ছিল তাদের কাউকেও দেখা যাচ্ছে না।
তারপরই সে দেখল মোটা লোকটাকে। বাড়ির বাইরে। মাটির রাস্তা ধরে দৌড়ে আসছে এদিকেই।
ভাল করে গা ঢাকল কমল। এমন হল কেন ?
আবার দেখার জন্য উঁকি দিতেই দেখল দৌড়ে আসা মোটার কিছুটা পিছনে হোসেন। তার ভঙ্গিতে এতটুকু ব্যস্ততা নেই। দৌড় না বলে একে জোরে হাঁটা বলা যেতে পারে।
এই তাহলে ব্যাপার !
হাসি ফুটল তার মুখে। মোটা লোকটার হাস্যকর দৌড় যেন এতক্ষনে উপভোগ করার সুযোগ পেল সে। ক্রমেই এগিয়ে আসছে মোটা। কমল আড়াল ছেড়ে বের হল। এখানে পায়ে হাঁটা মাটির পথ। গাড়িও চলে এদিক দিয়েই। মোটা এদিক দিয়েই যাবে। সে রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল কোমড়ে হাত দিয়ে।
মোটা লোকটা দৌড়াতে দৌড়াতেই তাকে দেখল। তারপর একই সাথে থামার চেষ্টা করল আর পিছনে হোসেনকে দেখার চেষ্টা করল। তাতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল রাস্তার ওপর। দুপা শুন্যে উঠে গেল পরার ধাক্কা সামলাতে।
জোরে হেসে উঠল কমল।
গতি কমিয়েছে হোসেন। হেঁটে হেঁটে তার কাছে এসে দাঁড়াল। মোটা কোনমতে উঠে বসল মাটির ওপর। হোসেন এসে ঠিক তার কাছে দাঁড়িয়েছে ততক্ষনে। হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করল সে।

হাঁফাতে হাঁফাতে চিঁ চিঁ গলায় সে কাকুতি জানাতে লাগল, 'আমি অনেক টাকা দেব। অনেক ডলার, অনেক পাউন্ড। যত চাও দেব। তোমাদের সারাজীবন কিছু করতে হবে না। আমার অনেক টাকা, অনেক-'
হোসেন তাকিয়েই আছে। কোন কিছু করার লক্ষন তার মধ্যে নেই। ঘুরে একবার কমলের দিকে চাইল মোটা। যেন কমল অনুমতি দিলে সে রক্ষা পাবে। আবার তাকাল হোসেনের দিকে। হোসেন নির্বিকার মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।
এবারে শান্তকে দেখা গেল। হোসেনের পিছন দিক থেকে দৌড়ে আসছে। কমলকে দেখে স্বসি- পেল সে।
'কিরে, ঠিক আসিস তো ?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল শান্ত।
'হান্ড্রেড পার্সেন্ট।' হেসে ফেলল কমলও।
শান্ত এসে দাঁড়াল ওদের কাছে। হোসেন মোটার জামার কলার ধরে টেনে দাঁড় করাল। তখনও শেষ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সে, 'মেরনা, মেরনা আমাকে- আমি-'

বাড়ি ফিরেছে ওরা। বসে আছে নিজেদের ঘরে। সন্ধ্যা হয়েছে একটু আগে। গভীর মনোযোগ দিয়ে টিভিতে খেলা দেখছে হোসেন। দুহাতে একটা কফির মগ ধরে রেখেছে মুখের কাছে।
টিভিতে বাস্কেটবল দেখাচ্ছে। খেলোয়ারদের সাথে তার স্বাসে'্যর মিল আছে বলেই হয়তো তার এত প্রিয়, কথাটা কয়েকবার মনে হয়েছে কমলের। অন্যদুজন এ খেলা দেখে না। কমল একবার শান্তকে তার অপছন্দের কথা বলায় শান্ত বলেছিল বাস্কেটবল আসলে খুব ভাল খেলা। খুবই পরিশ্রমের খেলা। বলেছিল, 'একবার লাফিয়ে শুন্যে উঠে বল ছোঁড়ার চেষ্টা করে দেখিস, তাহলেই টের পাবি কত শক্তি দরকার হয়। ছোটবেলা থেকে যারা বাস্কেটবল খেলে তারা লম্বা হয়।'
কমলের কখনো চেষ্টা করে দেখা হয়নি। ওদের বাড়িতে কোনদিকেই বাস্কেট লাগানোর মত যায়গা নেই।
হোসেনকে খেলা দেখতে দিয়ে কমল আর শান্ত বসে আছে কার্পেটে, সোফায় হেলান দিয়ে। শান্তর হাতে কফির মগ। কি যেন ভাবছে সে।
কমলের হাতে কাঠের বাক্স। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে। পুরো চব্বিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেছে জিনিষটার এবাড়িতে, কতকিছু ঘটে গেছে এই চব্বিশ ঘন্টায়, এখনও কমল দেখেনি ওর ভেতর কি। সে তারচেয়ে বেশী অবাক হয়েছে জিনিষটা যায়গাতেই আছে দেখে। এরই জন্য এতকিছু। ঘরের সমস্ত জিনিষ ওলোটপালট। পুরো দুঘন্টা লেগেছে সব আগের মত করতে। অথচ মাথা ঠান্ডা রেখে চারিদিকে একবার তাকালেই সেটা দেখতে পেত লোকটা। অনায়াসে পকেটে পুরে চম্পট দিতে পারত। তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনই হতনা।
শান্তকে সেই প্রশ্নটাই করল কমল। জিজ্ঞেস করল, 'এত সামনে থাকতে দেখতে পেল না কেন ?'
'উঁ ' কমলের দিকে ফিরল শান্ত।
অন্যকিছু ভাবছিল সে। একটু সময় নিল উত্তর দিতে। বলল, 'মানুষ ধরেই নেয় এধরনের জিনিষ কোথাও লুকানো থাকবে। ড্রয়ারে থাকবে, নয় আলমারীতে। একেবারে চোখের সামনে যে থাকবে সেটা ওর মাথায় আসেনি।'
ছিটকিনির মত কিছু দিয়ে বাক্সটা আটকানো। কমল সেটা খুলল। ভেতরে একটা পাথরের মুর্তি। প্রায় আড়াই ইঞ্চি লম্বা কুচকুচে কালো নারীমুর্তি। কমল সেটা বের করে হাতে নিল। ঘুরিয়ে দেখতে লাগল।
'বেশ ভারী।' মন্তব্য করল সে।
'কষ্টিপাথর। সোনার আঙটি ঘষে দেখে নিতে পারিশ।'
না ভেবেই বলেছে, দ্রুত একবার মনে করল কমল। এ বাড়িতে কারোই সোনার আংটি নেই। সম্ভবত সোনার কোনকিছুই নেই।
অন্য প্রসংগে গেল সে। বলল, 'অনেক দাম ?'
শান্ত হাসল, 'অন্তত একজন মানুষের জীবন গেছে এর জন্য। দামী না বলে উপায় কি ?'
কমল সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখতে লাগল। মনে হচ্ছে একজন মা এর মুর্তি। বেশ মোটাসোটা একজন মহিলা। অত্যন্ত খাটো এবং মোটা। খুব যে সুক্ষ্ম কাজ তা বলা যায় না। বরং ভোঁতা ভোঁতা দেখতে।
শান্ত ব্যাখ্যা করল কারনটা, 'দু'হাজার বছরের বেশী পুরনো। ঠিক দাম হিসেব করা কঠিন, তবে একবার ইউরোপে পৌছালে কয়েক লক্ষ ইউরো তো হবেই।'
'ওই লোক এটা পেয়েছে কোথায় ?' খুন হওয়া লোকটার দিকে ইঙ্গিত করল কমল।
শান্ত বলল, 'ওর পারিবারিক সম্পত্তি। আমাদের দেশে অনেকের বাড়িতেই এধরনের পুরনো জিনিষপত্র পাওয়া যাবে। অনেক সময় মাটি খুঁড়লে বের হয়, সেগুলো লুকিয়ে রেখে দেয়। সাধারনত হাতছাড়া করে না। অনেকের অনেক রকম বিশ্বাস থাকে জানিস তো। এগুলোকে সৌভাগ্যের চিহ্ন মনে করে।'
কমল জানতে চাইল, 'কি করবে এখন ?'
শান্ত বলল, 'মিউজিয়ামে দেব। লোকটাও তাই ঠিক করেছিল। ওর ভয় ছিল নিজে দিতে গেলে যদি চোর বলে কেউ ধরে। মোটা লোকটা অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল তখনই বুঝেছে এর অনেক দাম। লোভ করে বিক্রি করে দেয়নি এই যা।'
'বোকা না বুদ্ধিমান ?'
শান্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বলল, 'জানি না। দিলে অনেকগুলো টাকা পেত, জীবনটাও বাঁচত। আর আরো হাজার হাজার জিনিষের মত এটা সাজানো থাকত ইউরোপের কোন মিউজিয়ামে। লোকটা কি চিন্তা করেছে সে-ই জানে।'
'হুঁ, জীবন দিয়ে রক্ষা।' দার্শনিকের মত মন্তব্য করল কমল।

পার্কে দেখা লোকটা

সাত সদাই ডিপার্টমেন্ট ষ্টোর থেকে বের হল শান্ত আর কমল। দুজনের হাতেই ছোটবড় কাগজের ব্যাগ এবং প্যাকেট। কমল কাগজের ব্যাগগুলি বুকের সাথে চেপে ধরে আছে। শান্তর একহাতে ব্যাগ, আরেকহাতে হেলমেট। বেশ কিছুদিন একসাথে বাইরে বেরনোর সুযোগ হয়নি ওদের। সেটাই যেন পুরন করছে আজ। হাফ ডজন দোকান ঘোরা হয়ে গেছে। আশা করছে এটাই শেষ।

দোকানের সামনে কয়েকটি গাড়ী এলোমেলোভাবে থামানো। এটাই এই মার্কেটের পার্কিংএর যায়গা। গাড়িগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগোল দুজন। রাস্তার পাশে এসে দাঁড়াল। একটু এগিয়ে থমকে দাঁড়াল দুজন। এখানে তাদের মোটরসাইকেল রাখা ছিল-এখন নেই। দুজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করল। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজল শান্ত। আসলেই কোথাও নেই।

একটু দুরে খাকি পোষাক পরা একজন দাঁড়িয়ে আছে। মার্কেটের লোক। হাতে একটা লাঠি। কোন গাড়ী কিভাবে রাখবে দেখিয়ে দিচ্ছে। রাস্তার সামনে থেকে রিক্সা সরাচ্ছে। গাড়ি থাকলে আপত্তি নেই, রিক্সা যেন না থামে।

'এই-যে' বলে দৃষ্টি আকর্ষন করে হাতের ইশারায় তাকে ডাকল শান্ত। লোকটা তাকাল তার দিকে। টিয়াপাখির মত ঘাড় বাঁকানো ভঙ্গি দেখে কমলের মনে হল যেন যাচাই করছে শান্তকে। বোঝার চেষ্টা করছে সে কি বলতে পারে। তারপর হাসিমুখে এগিয়ে এল।

শান্ত তাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখানে একটা মোটরসাইকেল ছিল আমার, ওটা কোথায় ?'

মুহুর্তে মুখের হাসি মিলিয়ে গেল লোকটার। এদিক ওদিক তাকাল। দুরে একটা মোটরসাইকেল দাঁড় করানো। সাদা, বেঢপ সাইজের। সেদিকে তাকিয়ে থাকল।

শান্ত বিরক্ত হল তার হাবভাব দেখে। বিরক্তির সাথেই বলল, 'সবুজ রঙের, কাওয়াসাকি। মোটরসাইকেল।'

লোকটা ঘাড় বাঁকা করল আবার। আবারো টিয়াপাখির কথা মনে হল কমলের। যেন শান্তর কথা বুঝতে পারেনি, ভালভাবে বোঝার চেষ্টা করছে।

'হোন্ডা ?' শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারল সে।

'হ্যাঁ, হোন্ডা। এখানে ছিল। কোথায় ?'

'দেহি নাইক্যা।' প্রবলভাবে মাথা নেড়ে না বলল সে।

শান্ত কমলের দিকে তাকাল। কমল হাসছে। লোকটার হাবভাব দেখে না মোটরসাইকেল হারানোর জন্য বোঝা গেল না।

'এ্যাই, এ্যাই ব্যাটা-' বলে লোকটা লাঠি উঁচিয়ে ব্যস্তভাবে চলে গেল একটা রিক্সার দিকে।

'এখন ?' অবাক হয়ে কমলের দিকে ফিরল শান্ত।

'বললে যে কাজ নেই। কাজ বানিয়ে দিয়েছে। খুঁজে বের কর।' হাসতে হাসতে বলল কমল।

শান্ত হতাসভাবে কাঁধ নাড়ল। রাস্তার দিকে তাকাল।

'হুঁহ। এই গোয়েন্দার কর্ম না, শার্লক হোমস লাগবে। তাও যদি পারে।'

কমলের মুখ তখনও হাসিহাসি। এবার জোরেই হেঁসে ফেলল, 'গোয়েন্দার গাড়ি চুরি ?'

'গোয়েন্দা তো গোয়েন্দা, এরা পুলিশের গাড়িও চুরি করে। দেখিস না বড় করে পুলিশ লিখে রাখে-যেন চুরি না হয়। এখন যাব কিভাবে বল ? এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ হবে না।' বিরক্ত হয়ে বলল শান্ত।

'বাসে যাই। তারপর রিক্সায়। সোজা বাসায় যাব তো?'

'হ্যাঁ। আচ্ছা, চল একটু হাঁটি। বিষয়টা ভেবে নেই। আগে হোসেনকে জানাই। দেখি ও কোন ব্যবস্থা করতে পারে কিনা। ওকে তো আবার এদিকের লোকজন চেনে। টুকরো টুকরো না করে ফেললেই হয়।'

দুজনে হাঁটতে শুরু করল। মার্কেটের একটু দুরেই বেশ চওড়া ফুটপাথ। সেদিকেই গেল দুজন। ভিড়ে ধাক্কা এড়িয়ে কমল পাল্টা প্রশ্ন করল, 'টুকরো টুকরো মানে কি ?'

'টুকরো টুকরো মানে? একবার রেলগাড়ির একটা চাকা চুরি হয়েছিল। রেলগাড়ির চাকা কতবড় আর কত ভারী জানিস তো। গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেছে। সেই দাগ ধরে যখন সেখানে পৌছাল দেখে সেটা কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে। খুব ভাল লোহা। ভাল ছুরিকাঁচি বানানো যায়।'

'মোটরসাইকেল কেটে কি ছুরি-কাঁচি হবে ?' অবাক হল কমল।

শান্ত বলল, 'তা হবে না। খুলে একেকজনের কাছে একেকটা বিক্রি করলে ধরা পরবে না।'

কমল বলল, 'তারমানে দোলাইখালে খোঁজ নিতে হবে।'

শান্ত বিরক্ত হল, 'এত সহজেই হাল ছেড়ে দেব ভাবছিল কেন? এদের রীতিমত নেটওয়ার্ক থাকে, একজন কি করে সেটা আরেকজন জানে। দাঁড়া একটু, হোসেনকে জানিয়ে দেই।'

ওরা এসে ফাঁকা একটা যায়গায় দাঁড়াল। শান্ত পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে কল করল হোসেনকে। কমল একদিকের কথা শুনতে পেল শুধু।

'হোসেন, আমার মোটরসাইকেলটা চুরি হয়ে গেছে। খোঁজ লাগান তো।' কথাগুলি বলেই ফোন পকেটে রাখল শান্ত।

চারিদিকে তাকাল কমল। নকশাকরা ইট বিছানো ফুটপাথ। নতুন বসিয়েছে। আগে রাস্তার পাশে অনেক চায়ের দোকান, আঙুর আপেলের দোকান, জুতা পালিশঅলা এসব ছিল এখানে, সব সরিয়ে দিয়েছে। বেশ ফাঁকা, প্রসস' মনে হচ্ছে যায়গাটা। বেশ হাঁটা যায়।

দুজনে হাঁটতে শুরু করল ফুটপাথ দিয়ে।

আরো লোক হেঁটে যাচ্ছে তাদের পাশ দিয়ে। কেউ এদিক থেকে ওদিক, কেউ ওদিক থেকে এদিক। ব্যস্ততার সময় এখন। পিছন থেকে দ্রুত এগিয়ে এসে একজন ধাক্কা মারল কমলকে। কনুইয়ে ধাক্কা খেয়ে ওর হাত থেকে ব্যাগ ছিটকে পড়ল রাস্তায়। কমল ধাক্কা সামলে বিরক্ত হয়ে তাকাল ধাক্কামারা লোকটার দিকে। লোকটি কয়েক পা সামনে চলে গেছে ততক্ষনে, তারপরই দ্রুত ফিরে এসে ব্যাগ কুড়াতে লাগল।
'সরি, সরি, অত্যন্ত দুঃখিত।'
ক্ষমা চাইল লোকটা। কমল নিজেও ব্যাগ কুড়াতে শুরু করল। এগিয়ে এসেছে শান্তও।
লোকটার খুব তাড়াহুড়া। কমলের হাতে কুড়ানো ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত চলে গেল সামনে। এরই মধ্যে কমল লক্ষ্য করল লোকটাকে। মাঝবয়সী। মাথায় অর্ধেকের বেশী টাক। বিশেষ করে সামনের দিকে। মাথার লম্বা চুল পাকিয়ে এনে কিছুটা ঢাকার চেষ্টা করেছে। নির্ঘাৎ সেপ্র করেছে, ভাবল কমল। নাহলে চুলগুলো ওখানে ওভাবে থাকার কথা না। গোলগাল চেহারা। বোঝা যায় টাকাপয়সাঅলা এবং শিক্ষিতও। সম্ভবত খুব ব্যস্ততায় আছে। বামহাতে ভাঁজ করা খবরের কাগজ।
'ধার দিয়ে হাঁট।' পরামর্শ দিল শান্ত।
একে মোটরসাইকেল হারানোর চিন্তা, তারমধ্যে আবার রাস্তায় ধাক্কাধাক্কি।
কমল বিরক্তির মুখভঙ্গি করে বলল, 'লাভ নেই, যে ধাক্কা দেয়ার সে সেখানেও ধাক্কা দেবে।'
আপত্তি জানাল শান্ত। বলল, 'এই লোকটা বোধহয় সেই দলে না। তাহলে কিছু না বলেই চলে যেত। ফিরেও তাকাত না।'
কমল 'হুঁ' বলে আসে- আসে- হাঁটতে লাগল।
ধাক্কার কথাটা সে এখনো ভুলতে পারছে না। মনে মনে লোকটার আচরন বিশ্লেষন করছে। না, পোষাক-আষাক না, আচরনটাই আগে। লোকটা তাকে ধাক্কা দিল, বোধহয় তাল সামলাতে পারেনি। তারপর এসে মাফ চাইল, জিনিষ কুড়িয়ে দিল। তারপর আবার প্রায় দৌড়ে চলে গেল।
কোথায় যাচ্ছে লোকটা ?
যদি এত তাড়াই থাকে তাহলে হাঁটছে কেন ? দেখে মনেহয় টাকাপয়সা আছে, গাড়ি নিতে পারে। রাস্তায় হাত তুললেই ট্যাক্সি থামবে। ট্যাক্সির অভাব নেই এখন রাস্তায়। তাহলে কি পকেটে টাকা নেই ? পিক পকেট হয়েছে ? সেজন্যই হেঁটে যাচ্ছে এভাবে ?
তাই বা কেন ? পিক পকেট হলে তার মন খারাপ হওয়ার কথা। চিন্তা করতে করতে, ধীরে সুসে' হাঁটার কথা। মনে মনে ভাবার কথা ঠিক কিভাবে থাকলে সেটা এড়ানো যেত।
আরো যা যা দেখতে হয়, যাকিছু শিখেছে শান্তর কাছে সবই প্রয়োগ করল ও। শুধু পোষাক আষাক, চেহারাই নয়, কারো হাইট, আকৃতি, হাঁটার ভঙ্গি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সবকিছু। এগুলোই নাকি সবচেয়ে বেশী কাজে দেয়। এগুলো কেউ সহজে পাল্টাতে পারে না। রিড এ পারসন লাইক এ বুক বইটার যা কিছু মনে করতে পারল সবই প্রয়োগ করার চেষ্টা করল কমল।
চিন্তা করতে করতে হাঁটছে কমল। শান্তর দিকেও তাকাচ্ছে না। শান্ত কোন কথা বলছে না। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকাচ্ছে। কিছুদুর গেলেই রাস্তার বামদিকে রেলিং ঘেরা ছোট একটা পার্কের মত যায়গা। ছোট একটা মাঠ, বেশকিছু গাছপালা। রাস্তার দিকে লোহার ঘুরানো গেট। গেটের সামনে এসে থামল শান্ত। সেখানে ঢুকতে ইঙ্গিত করল। গেট দিয়ে সেখানে ঢুকে পরল দুজন। কাছেই একটা ফাঁকা সিমেন্টের বেঞ্চ। তার ওপর জিনিষপত্র রেখে বসল। কমল সোজা হয়ে বসে সোজা তাকিয়ে থাকল সামনের ঘাসে ঢাকা যায়গাটা পেরিয়ে দুরের গাছের দিকে। গাছতলায় বসে আছে দুজন। ওদের পিঠ দেখা যাচ্ছে। কিছুটা দুরে আরো দুজন।
'ঝালমুড়ি খাবি ?'
শান্তর প্রশ্নে যেন জেগে উঠল কমল। শান্তর দিকে তাকিয়ে থাকল এক মুহূর্ত। তারপর নির্লিপ্তভাবে সায় দিল।
'খাওয়া যায়।'
'বস, আমি নিয়ে আসি। গেটের বাইরে বিক্রী করছে।'
শান্ত উঠে ঝালমুড়ি কিনে আনতে গেল। কমল নড়েচড়ে বসে চারিদিকে দেখতে শুরু করল।
কয়েকজন লোক এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। আগের দেখা দুজন থেকে একটু দুরে আরেকটা গাছতলায় একজোড়া ছেলেমেয়ে বসে আছে। আরেকটু দুরে আরো দুজন। তারপর কমল লক্ষ্য করল, আরো। একটা ছোট ছেলে বাদাম ফেরি করছে। সে কমলদের বেঞ্চের মতই আরেকটি বেঞ্চে বসে থাকা একজন লোকের কাছে যেয়ে কিছু জিজ্ঞেস করল। লোকটা মাথা নেড়ে না বলল। ছেলেটা এগিয়ে গেল বসে থাকা ছেলেমেয়ে দুজনের দিকে। কমল তাকিয়ে থেকে দেখল ছেলেটাকে। ওদের কাছে যেতেই বসে থাকা ছেলেটা ধমক দিল। বাদামঅলা মুখ ব্যাজার করে ফিরে আসছিল। মেয়েটা ঘুরে কিছু বলল। সে থেমে তাকাল। মেয়েটা হেঁসে দুরে বসা অন্য দুজনের দিকে হাত দেখাল। এখানে বসেই কমল মেয়েটার সাদা দাঁত দেখতে পেল। বাদামঅলা ছেলেটা আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেল সেদিকে।
কমলের ডানদিকে কিচুটা দুরে একটা গাছ হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে। যেন সোনার মত হলুদ আলো ছড়াচ্ছে চারিদিকে।
কমল জানে ওটা কি গাছ। ওকে সোনালু বলে। কোন মাসে ফোটে এই ফুল ? মনে রাখতে হবে। লম্বা লম্বা ফুলের ঝুরি ঝুলে আছে নিচের দিকে। গাছতলায় একটা বেঞ্চ। কমল যেটাতে বসে আছে তারই মত। একজন লোক বসে আছে সেখানে। ভাল করে তার দিকে তাকাতেই সে চমকে উঠল।
সেই ধাক্কা দেওয়া লোক। সেই লাল-সাদা ছোট চেক সার্ট, সেই সামনের দিকে টাক। বসে আছে বেঞ্চে, একা একা।
কমল ভালভাবে লক্ষ্য করল লোকটাকে। এখান থেকে গোলাপি মনে হচ্ছে তার সার্ট। কালচে প্যান্ট। হাতে খবরের কাগজ। পড়ার ভান করছে, একদৃষ্টিতে দেখেই বুঝে গেল কমল।
কারো জন্য অপেক্ষা করছে।
একটু পরপরই বামহাতে লাগানো ঘড়ি দেখছে আর রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। কাগজ পড়ার সময় কেউ এত ঘন ঘন এদিক সেদিক তাকায় না। আর এইমাত্র হন্তদন্ত হয়ে যে লোকটা হাঁটছিল, তাকে ধাক্কা দিল হাঁটতে গিয়ে, তার পক্ষে এখনই বসে মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করা বেমানান। কাগজ এমনভাবে ধরে রেখেছে যে এখান থেকেই কমল নাম পড়তে পারছে। প্রথম আলো।

সরাসরি সেদিকে তাকাল না কমল, কিন্তু চোখ রাখল। মনে হচ্ছে কোন রহস্য রয়েছে এর মধ্যে।
শান্ত ফিরে এল দুহাতে দুঠোঙা ঝালমুড়ি নিয়ে। বসে একটা কমলকে দিল, আরেকটা থেকে নিজে খেতে শুরু করল। কমল একটু মুখে দিয়ে চাপা গলায় তাকে জানাল লোকটার কথা।
'সেই লোক।'
'দেখেছি।' নিরুত্তাপ কণ্ঠে জানাল শান্ত।
কমল অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল। রীড এ ম্যান লাইক এ বুক। শান্তকে পড়ার চেষ্টা করল যেন।
'হুঁ, সেজন্যই এখানে ঢুকেছ ?'
শান্ত ফিক করে হেসে ফেলল।
এটাও কমলের সামপ্রতিক আরেকটা ভাবনার বিষয়। কোনটা মুচকি হাসি, কোনটা দেঁতো হাসি, কোনটা ফিক হাসি, কোনটা ফেক হাসি, কোনটা খিলখিল হাসি, কোনটা প্রানখোলা হাসি, কোনটা কাষ্ঠ হাসি, কোনটা ছ্যাবলামো হাসি। অন্তত তেত্রিশ রকমের হাসির লিষ্ট তৈরী হয়ে গেছে কমলের। শান্ত বলেছে হাফ সেঞ্চুরী করতে। ফিক করে হাসির বৈশিষ্ট মোতাবেক মুহুর্তেই হাসি থেমে গেল শান্তর। নতুন হাসি যোগ হল না কমলের লিষ্টে তবে সে টাইমিংটা মনে রাখল। ঠিক কত সেকেন্ডে ফিক হাসি স্মিত হাসিতে পরিনত হয়।
শান্ত তখন বলছে, 'দেখি। কোন কাজ তো নেই।'
কমল উত্তর দিল, 'বেশী ঝাল দিয়েছে।'
তার যা দেখার সে দেখে নিয়েছে। আর কোন ঘটনা ঘটলে দেখতেই পাবে। আপাতত মরিচের টুকরো নিয়েই সে ব্যস্ত। সে মুড়ির ভেতর থেকে মরিচ বাছতে লাগল। সেগুলো তার হাত থেকে পড়তে লাগল ঘাসের ওপর। ভয় নেই, এতে যায়গার ক্ষতি হবে না, এগুলো অর্গানিক দ্রব্য- মনে মনে নিজেকে বুঝাল কমল।

একজন লোক। এগিয়ে যাচ্ছে বেঞ্চে বসা লোকটার দিকে। বসে থাকা লোকটার ঠিক সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ওর পিঠ দেখতে পাচ্ছে ওরা। লোকটার পড়নে জিন্সের প্যান্ট, গায়ে টিসার্ট। মোটা কাপড়ের। বেশ শক্তসমর্থ, স্বাস্থ্যবান। লম্বায় শান্তর সমান।
হাইট খুব গুরুত্বপুর্ন, মনে মনে আওড়াল কমল। কিছু একটা বিষয় রয়েছে। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। মনে রাখতে হবে সবকিছু।
বসে থাকা লোকটা কথা বলল। মুখ নড়ল, দাঁত দেখা গেল। এই লোকটাও মনেহয় কিছু বলল। বসে থাকা লোকটা কিছুএকটা দিল তার হাতে। সে প্রথমে প্যান্টের পকেটে ঢোকাতে চেষ্টা করল। না ঢোকায় সার্টের ভেতর ঢুকিয়ে দিল। কমল দেখে ফেলল-সেটা একটা লম্বা বাদামী খাম। ভেতরে ঢুকিয়ে বেল্টের ফাঁকে গুজে দিল। তারপর ঘুরে হাঁটা দিল। বসে থাকা লোকটা কিছু বলল। সে থেমে পিছন ফিরে কিছু বলল, তারপর হেঁটে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। লোকটা তাকিয়ে থাকল তার দিকে। খুবই দ্রুত যেন ঘটে গেল সবকিছু।
কমল এর মধ্যে যতটা সম্ভব দেখেছে তাকে। কালো, লম্বাটে চেহারা। চোয়ালের হাড় উচু। শুয়াপোকার মত গোঁফ। তারচে বড় কথা, নাকের পাশে একটা লম্বা কাটা দাগ। সিনেমায় নাটকে গুন্ডাদের এরকম দাগ থাকে। একে দেখলে গুন্ডা বলেই মনে হয়। ভদ্রতার লেশমাত্র নেই চেহারায়। আরেকবার দেখলে চিনতে ভুল হবে না।
বসে থেকে তার চলে যাওয়া দেখল লোকটা। তারপর আসে- করে উঠে দাঁড়াল। ধীরপায়ে হাঁটতে লাগল সে মাথা নিচু করে। হতাস ভঙ্গিতে হাঁটা, মুহুর্তে চিনে ফেলল কমল। ওর কাগজটা পড়ে থাকল সেখানেই, উঠিয়ে নিল না।
গুন্ডামত লোকটা চোখের আড়ালে যেতেই উঠে পড়ল শান্ত। ব্যাগ গোছাতে লাগল। কমলও উঠে দ্রুত ব্যাগগুলি তুলে নিল। লোকটার খবরের কাগজের মত সেও আধখাওয়া ঝালমুড়ির প্যাকেটটা রেখে দিল বেঞ্চে, ঘুরে দেখল না। লোকটা গেটের কাছে চলে গেছে। সেদিকে পা বাড়াল দুজন। সেখানে পিছন থেকে ডাকল শান্ত।
'এক্সকিউজ মি।'
লোকটা থামল। ঘুরে তাকাল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।
'এটা কি আপনার ?'
শান্তর হাতে কিছুক্ষন আগে কেনা চামড়ার মানিব্যাগ। এখনও দাম লেখা সবুজ রঙের ষ্টিকার লাগানো তাতে। লোকটা সেদিকে তাকাল একবার, তারপর শান্তর মুখের দিকে। কমল দেখল তার মুখ বিষন্ন। মাথা নেড়ে না বলল লোকটা। তারপর যাওয়ার জন্য পা বাড়াল।
শান্ত সে সুযোগ দিল না।
'ও, একটু আগে ওর সাথে ধাক্কা লেগেছিল আপনার।' কমলকে হাত দিয়ে দেখাল সে, 'ভাবলাম তখন হয়ত পড়েছে। আপনি খুব ব্যস্ত ছিলেন বোধহয় ?'
লোকটা কোন উত্তর দিল না। গম্ভীরভাবে তাকিয়ে যেন বোঝার চেষ্টা করছে শান্তর মতলব কি। যাকিছু বাকি আছে তা কি একে দিতে হবে ? শান্ত নিজে থেকেই হাত বাড়িয়ে দিল।
'আমার নাম শান্ত। শান্তনু হক।'
এভাবে কেউ হাত বাড়ালে উত্তর না দেয়া অভদ্রতা। যেন সেকারনেই হাত বাড়াল লোকটা। কমল তার মুখে স্মিতহাসি আর কাষ্ঠহাসির সমন্বয় দেখতে পেল।
এগুলোও কি লিষ্টে ঢুকানো যায় ? তাহলে হাফ সেঞ্চুরি কেন, পুরো সেঞ্চুরি করা যেতে পারে।
'আমি একটু আধটু গোয়েন্দাগীরি করি।'
আলাপ পারল শান্ত।
'আপনি লেখেন ? আপনার নাম দেখেছি মনে হচ্ছে কাগজে।'

ও, লোকটা খোঁজখবরও রাখে। শান্তর লেখা পড়েছে এবং মনেও রেখেছে। নামসহ। মুহূর্তে তাকে ভালমানুষের দলে ফেলল কমল। ওই গুন্ডা লোকটা নিশ্চয়ই তার কোন ক্ষতি করছে বা করেছে। একে সাহায্য করতে হবে। দুজনের কথোপথন মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করল সে। এখান থেকেই হয়ত বোঝা যাবে লোকটার সমস্যা কোথায়।
শান্ত বলল, 'জ্বী, লিখি। প্রায় নিয়মিত। ঐ লোকটা বোধহয় কিছু নিতে এসেছিল আপনার কাছে ?'
লোকটা মাথা নিচু করল। গেটের কোনার দিকে তাকিয়ে আছে। কমল অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। এখনই, এখনই জানা যাবে বিষয় কি। আগ্রহ সবসময় লুকিয়ে রাখতে হয়। কোনদিকে তাকাবে সে ? মাটির দিকে, যেন লোকটি তার আগ্রহের কথা না জানতে পারে, নাকি লোকটার দিকে, তার মুখভঙ্গি পড়ার জন্য ? ঠিক করতে পারল না কমল।
'ওরা বলেছে, কারো সাথে যেন আলাপ না করি।' সময় নিয়ে, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানাল লোকটা।
উত্তরে শান্ত হেসে বিষয়টি হাল্কা করার চেষ্টা করল। এটা বন্ধুত্বের হাসি, মনে মনে বলল কমল।
শান্ত বলল, 'সে, জিনিষ হাতে পাওয়ার আগে। এখন যত দ্রুত সম্ভব এখান থেকে পালাবে। সাইকোলজী বলে, এখন ওদের কেউ আশেপাশে নেই।'
লোকটা কোন উত্তর না দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। রাস্তায় কেউ আছে কিনা দেখছে ? কমল একবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল। দেখার মত কিছু নেই ওদিকে।
শান্ত কিছুক্ষন অপেক্ষা করে পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল, 'এটা আমার কার্ড। এখানে ফোন নাম্বার, ঠিকানা আছে। যদি প্রয়োজন মনে করেন, জানাবেন। আমার গুন্ডাপান্ডা ধরার কিছু অভিজ্ঞতা আছে।'
লোকটা হাত পেতে কার্ডটা নিল। ভালভাবে পড়ল। কমলের মনে হল চশমা ব্যবহার করে। খালিচোখে পড়তে কষ্ট হয়। কার্ডটা সার্টের বুক পকেটে রেখে দিল। সার্টটা বেশ দামী, মনে মনে বলল কমল। মাথা নেড়ে অসহায়ের মত হেঁসে পা বাড়াল রাস্তার দিকে।
অসহায়ের মত হাসি। এর নাম কি ?
লোকটার পথের দিকে তাকিয়ে থাকল দুজন। ফুটপাথে হাঁটছে সে। যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। অন্য লোকের মধ্যে একসময় হারিয়ে গেল লোকটা। ওরাও পায়ে পায়ে রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল। কমলের দিকে ঘুরল শান্ত।
'চল ট্যাক্সি নিয়ে যাই। এত জিনিষ নিয়ে বাসে ওঠা যাবে না।'
রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে একটা খালি হলুদ ট্যাক্সি দেখে হাত তুলল শান্ত।
বিকেলে পাঁচটা বাজার কয়েক মিনিট আগে ফোন করল লোকটা। দেখা করতে চায় শান্তর সাথে। তাকে ছটায় আসতে বলল শান্ত।

এখন সন্ধ্যে হয় বেশ দেরিতে। ছটায় কমল আর শান্ত যখন বাইরের ঘরে বসে লোকটার অপেক্ষা করছিল তখনও বাইরে রোদ রয়েছে। দরজা দিয়ে কিছুটা রোদ ঘরেও ঢুকেছে। কিছুক্ষন আগে কমল দেখেছিল সোফার মাথায়। এখন সেটা উঠে গেছে বুকসেলফের মাথায়। আর কিছুক্ষন পর দেখাই যাবে না।
'লোকটাকে কি মনে হয় তোর ?' কমলকে প্রশ্ন করল শান্ত।
কমল রোদের চিন্তা বাদ দিয়ে শান্তর দিকে ফিরল।
অনেক কিছুই মনে হয়েছে তার। তারমধ্যে থেকে বেছে বেছে সেগুলি বললে ভুলের সম্ভাবনা কম সেগুলিই উল্লেখ করল, 'শিক্ষিত, ভদ্রলোক। কেউ ব্লাকমেল করছে। পুলিশে জানিয়ে ভরসা পাচ্ছে না। স্থায়ী শত্রুবলে মনে হয় না। টাকা পয়সার ব্যাপার।'
শান্ত কথা বলল না দেখে আবার যোগ করল কমল, 'পাঁচশ টাকার নোটের একটা বান্ডিল হলে প্যাকেটটা অমন হবে। তারমানে পঞ্চাশ হাজার টাকা।'
'আর ?'
'আর-, এই লোক বিষয়টা গোপন রাখতে চায়। পুলিশে জানায়নি। তোমাকে বলতে আপত্তি জানিয়েছে। মনেহয় ভিতু ধরনের লোক। সহসা সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।'
'আর ?'
'আর-, তোমার লেখা পড়েছে। তারমানে পড়ালেখা করে। খবরের কাগজ খুটিয়ে খুটিয়ে পড়ে। মনেহয় চশমা চোখে দেয়, যদিও সেসময় ছিল না। পকেটেও ছিল না।'
'আর ?'
'পোষাকের বিষয়ে সচেতন। দামী পোষাক পড়ে, চুলের ষ্টাইল করে। এরা সাধারনত নিজের কাজে তত মনোযোগ দেয় না।'
'তাই নাকি ?'
বলে অদ্ভুত ধরনের হাসি হাসল। এতে প্রশংসা এবং অবাক হওয়া দুই প্রকাশ পায়। কমলের লিষ্টে আরেকটা যোগ হল। কমলের বিশ্লেষনশক্তি বাড়ছে দ্রুতই। বাইরে গাড়ির শব্দ শোনা গেল এই সময়। একটা গাড়ি এসে থামল গেটের পাশে।
'এসে গেল বোধহয়।' মন্তব্য করল শান্ত।
হোসেন ভেতরে ছিল। এসে দুমগ কফি দিয়ে গেল ওদের সামনে। তার হাতে নিজের জন্য আরেকটা। গাড়ির শব্দ শুনেছে সেও। নিজের মগটা হাতে নিয়েই বাইরে গেল হোসেন।
বড় গেটটা খোলার শব্দ হল। কমল শব্দ শুনেই বুঝল গাড়ি ঢুকল না ভেতরে। রাস্তার পাশে রেখেছে। একটু পরই ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন। এখন পোষাক পাল্টেছেন। কোট-প্যান্ট পড়নে। মনেহয় অফিস থেকে ফিরছেন। শান্ত উঠে সামনে এগিয়ে হাত বাড়াল হ্যান্ডশেক করার জন্য।
'আসুন, আসুন। সমস্যা হয়নি তো বাসা খুঁজতে?' হেঁসে জিজ্ঞেস করল শান্ত।

'না-না। কোন অসুবিধা হয়নি।'
কমল লক্ষ্য করল এখন ভদ্রলোককে বেশ সতেজ দেখাচ্ছে। অন্তত সকালের মত না মোটেই।
শান্ত বসল সোফায়। ভদ্রলোক বসলেন তার কাছাকাছি আরেকটাতে। কমল নড়েচড়ে বসল তার যায়গায়। তার বলা কথাগুলো কতটা ঠিক জানতে হবে তাকে।
'কি খাবেন ?' জিজ্ঞেস করল শান্ত।
'কিছু না, কিছু না।'
'কফি ? আমরা আগেই শুরু করেছি।'
'তা খাওয়া যায়। যদি সমস্যা না থাকে।'
হোসেন ঘরে ঢুকেছে। শুনেই সে ভেতরে চলে গেল হাতে তার কফির মগ নিয়ে। ভদ্রলোক পকেট থেকে ছোট চামড়ার কার্ড হোল্ডার বের করলেন। একটা কার্ড বের করে এগিয়ে দিলেন শান্তর দিকে।
'আমার নাম ফয়সাল আহমেদ। আমার ষ্টিলের ব্যবসা।'
শান্ত একঝলক দেখল কার্ডটা। ঝকঝকে রঙিন কার্ড। দেখে কার্ডটা নামিয়ে রাখল সামনের ছোট টেবিলে।
ভদ্রলোক কমলের দিকে তাকিয়ে যেন ইতস্তত করলেন। শান্ত কমলের দিকে তাকাতেই সে উঠে বারান্দায় গেল হাতে নিজের মগ নিয়ে। এ লোক এমনকিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করবে যা তাকেও শোনাতে চায়না। তার একটা কথা অন্তত ঠিক। বিষয়টা একেবারেই গোপনীয়।
কমল উঠে যাওয়ায় আর দেরী করলেন না ভদ্রলোক। সরাসরি কাজের কথায় গেলেন। বললেন, 'আমার কিছু ডকুমেন্ট হাতছাড়া হয়ে গেছে। টাকার হিসেবে খুব গুরুত্বপুর্ন না। ভুল লোকের হাতে পরলে আমার- মানে, আমার মান্তসন্মানের প্রশ্ন।'
ভুল লোকের হাতে ইতিমধ্যেই চলে গেছে, শান্ত জানে। নাহলে তার এ অবস্থা হত না। সে অপেক্ষা করছে আরো কিছু শোনার। উৎসুক দৃষ্টি।
ফয়সাল নিজে থেকেই বাকি কথা বলতে শুরু করলেন, 'আমার কাছে দুলাখ টাকা চেয়েছিল। কথা ছিল টাকা পেয়েই ওগুলো ফেরত দেবে। এখন মনে হচ্ছে সে সম্ভাবনা কম। মনে হচ্ছে আবার টাকা চেয়ে বসবে।'
'মনেহয় আপনার পরিচিতদের কেউ।' শান্তভাবে মন্তব্য করল শান্ত।
'একেবারে নিশ্চিত না হলেও সেরকমই ধারনা করছি। আমার সন্দেহ আমার প্রাক্তন ম্যানেজার। টাকার হিসেব গড়মিল করায় বিদেয় করেছিলাম ওকে। খুব বিশ্বাস করতাম।'
কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা খাম বের করে টেবিলে রাখলেন ফয়সাল নামের ভদ্রলোক। বললেন, 'এখানে ওর পরিচিতি আছে। অফিসে ছিল।'
হোসেন একটা কাপ রেখে গেল সামনের টেবিলে। দুজনই অপেক্ষা করল কিছুক্ষন। সে যাবার পর শান্ত খাম খুলে কাগজ বের করল। কয়েকটি ছবি এবং কিছু টাইপ করা কাগজ। শান্ত কাগজগুলির ভাঁজ না খুলেই একনজর দেখে আবার খামে ঢুকাল। ফয়সাল চায়ে চুমুক দিলেন।
শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কাগজগুলো ফেরত চান ?'
ফয়সাল বললেন, 'ফেরত পেলে হবে, নষ্ট করে ফেললেও হবে। হাতে পেলে আমি নিজেই নষ্ট করে ফেলব।'
শান্ত বলল, 'কিছু মনে করবেন না, আমি কাজের জন্য কিছু পারিশ্রমিক নেই।'
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এ্যাডভান্স ?'
সাথেসাথে আস্বস্ত করল শান্ত, 'কিছু এ্যাডভান্স নেই। বাকিটা কাজ শেষ হলে। অবশ্য আপনার যদি প্রস'তি না থাকে সেটা অন্য কথা।'
তিনি বললেন, 'এখন সামান্য এ্যাডভান্স করতে পারব। নাহলে আগামীকাল। হঠাৎ করে আমার বেশকিছু খরচ হয়ে গেছে।'
শান্ত সে কথায় খুব গুরুত্ব দিল না। যা জানানোর জানানো হয়ে গেছে। একটু নড়েচড়ে বসে কাজের কথায় গেল। জিজ্ঞেস করল, 'কয়েকটা বিষয় একটু ডিটেল জানা দরকার। আপনি যদি বলেন্ত বিষয়টা শুরু হল কিভাবে ?'
ফয়সাল মনেমনে গুছিয়ে নিলেন তার কথাগুলি। তারপর বলতে শুরু করলেন, 'দিন দশেক আগে একটা ফোন পেলাম। নিজের পরিচয় না দিয়ে একজন বলল আমার ডকুমেন্টগুলো ওর হাতে, যদি দুলক্ষ টাকা দেই তাহলে ফেরত দেবে। আমি প্রথমে গা করিনি। পরদিন একটা খামে ওটার ফটোকপি পাঠাল। আবার ফোন করল। আমার সাথেসাথে টাকা দেয়ার অবস্থা ছিল না। দেড়লাখ দিয়েছি। পরে বলল পার্কে আরো পঞ্চাশ হাজার দিলে হাতেহাতে ওগুলো দিয়ে দেবে। টাকা নিয়ে বলল পরে জানাবে।'
এই পঞ্চাশ হাজার দেওয়ার ঘটনাই ওরা দেখে ফেলেছে, মনে হল শান্তর। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা যোগাযোগ করে কিভাবে ?'
'ফোনে।'
'অফিসে না বাসায় ?'
'অফিসে।'
'যোগাযোগ কি একজনই করে ?'
'হ্যাঁ। গলা চিনি না। ম্যানেজার না, অন্য কেউ। যে লোকটা পার্কে টাকা নিয়েছে, মনেহয় তার গলাও না।'
'এখানে যে ঠিকানা আছে সেটা কি ম্যানেজারের নিজের বাড়ী ?'
'হ্যাঁ, তবে সেখানে নিজে থাকে না খোঁজ নিয়েছি। ভাড়াটে থাকে। ওর কেমন আত্নীয়।'
'আপনার সাথে তার শেষ সরাসরি যোগাযোগ হয়েছে কতদিন আগে ?'
'সপ্তাদুই হবে। যখন ওকে বিদেয় করি। তারপর দেখা করতে চেয়েছিল, আমি রাজী হইনি।'
'হিসেবে গড়মিলের কথা বলেছেন, বিদেয় করার সেটাই কি একমাত্র কারন ? মানে, সুযোগ পেলে অনেকেই হিসেবে গড়মিল করে, ব্লাকমেলের বিষয়টা অন্যরকম।'

ইতস্তত করলেন ফয়সাল। তারপর এখানে কথা গোপন করে লাভ হবে না বুঝেই যেন মুখ খুললেন, 'অফিসের অনেক টাকার হিসেবে গড়মিল করেছিলেন। পরোক্ষভাবে হলেও উনি স্বীকার করেছেন সেকথা। এরপর- আরকিছু করার থাকে না।'
শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'হিসেবে গড়মিলের বাইরে অন্য কোনভাবে কি ক্ষতিকর কিছু করেছিলেন ? আপনার বা আপনার কোম্পানীর?'
একটু ইতস্তত ভাব দেখা গেল ফয়সালের মুখে। আমতা আমতা করে বললেন, 'আমার- মনে পরছে না। উনি একেবারে কোম্পানীর শুরু থেকেই একসাথে কাজ করেছেন।'
'হুঁ, আপনার ডকুমেন্টগুলো ছিল কোথায় ?'
'অফিসে। আমার রুমে, ক্যাবিনেটের ভেতর। ওরা জানানোর পর দেখেছি ওগুলো নেই।'
'সেখান থেকে হাতানো বোধহয় সহজ।'
'এখন তো তাই মনে হচ্ছে। অফিসের কিছু কাগজপত্র থাকে সেখানে, সেগুলো অন্যদের দেখা প্রয়োজন হয়। সেকারনেই রেসট্রিকশন নেই।'
'উনি আর আপনি, এদুজনই কি ক্যাবিনেট ব্যবহার করেন ?'
ফয়সাল আহমেদ বললেন, 'প্রয়োজন হলে একাউন্ট্যান্ট কাগজপত্র রাখে, বের করে। আমার অফিসে সবই খোলামেলা।'
শান্ত আবারো ম্যানেজারের প্রসংগে গেল। 'ডকুমেন্টটা প্রাক্তন ম্যানেজারই নিয়েছেন এটা নিশ্চিত হচ্ছেন কিভাবে ? আপনার একাউন্ট্যান্ট, অথবা অন্য কেউ নিতে পারে। সে সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই ?'
অবাক হলেন ফয়সাল। সোজা তাকিয়ে থাকলেন শান্তর দিকে।
শান্ত বলল, 'ম্যানেজার নিশ্চয়ই বলেনি সে নিয়েছে, আপনি ধরে নিচ্ছেন। অন্য কেউ সেটা করতে পারে। যদি কেউ জানে ওটা আপনার কাছে দামি-'
'আমি- অন্য কারো সম্ভাবনা দেখছি না-' আমতা আমতা করল ফয়সাল।
শান্ত বলল, 'আপনার রুমে যাতায়াত করে, ক্যাবিনেট থেকে জিনিষ বের করতে পারে এমন মানুষ নিশ্চয়ই আরো আছে ? একাউন্ট্যান্ট ছাড়াও।'
'তা আছে। কিন্তু, সবাই খুব বিশ্বাসী-' নিজের মত ছাড়তে চাইলেন না ফয়সাল।
শান্ত বলল, 'আপনার যিনি ম্যানেজার ছিলেন তাকেও একসময় বিশ্বাস করতেন। সব বিশ্বাসে সবসময় ঠিক ফল পাওয়া যায় না। সে যদি নিজে ওটা নেয়ার কথা স্বীকার না করে তাহলে খোঁজ নেয়া দরকার অন্য কারো সেটা করার সম্ভাবনা আছে কিনা।'
যতটা সম্ভব ব্যাখ্যা করল শান্ত। লোকটার কথা শুনে মনেহয় সে সরল সোজা। নিজে ঘোরপ্যাচের মধ্যে যায়না, অন্যের কাছেও সেটাই আশা করে।
ম্যানেজার সম্পর্কে তার সন্দেহ আসলেই ঠিক কিনা যাচাই করা দরকার। যে লোক হিসেব কারচুপির কথা স্বীকার করে তার ব্লাকমেলিং এর মত অপরাধ করা বেমানান। অরপাধীদেরও অপরাদের নিজের নিজের ধরন থাকে।
ফয়সাল বেশি সময় নষ্ট করলেন না। বিষয়টা শান্তর ওপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'বেশ-, আপনি কিভাবে এগোতে চান ?'
শান্ত বলল, 'আমি আপনার অফিস দেখতে চাই। যেখান থেকে ওটা হারিয়েছে। হয়ত কারো কারো সাথে কথা বলা প্রয়োজন হতে পারে।'
'বেশ।' সম্মতি দিল সে।
শান্ত প্রস্তাব করল, 'আগামীকাল সকালে যদি যাই-, অবশ্য আপনার সাথে যোগাযোগ করেই যাব।'
'অসুবিধে নেই।'
কমলকে রেখে একাই যেতে হবে, ধারনা করল শান্ত। তারপর অন্য কাজের কথায় গেল, 'আপনার ডকুমেন্ট ঠিক কোনটা আমি চিনব কিভাবে ?'
'এখানে ফটোকপি আছে। ওটা সত্যিই ওদের হাতে আছে সেটা নিশ্চিত করার জন্য পাঠিয়েছিল।' তার দেয়া খামটার দিকে ইঙ্গিত করলেন ফয়সাল।
শান্ত বলল, 'আর একটা প্রশ্ন। এটা কার হাতে গেলে আপনার সমস্যা ?'
ফয়সাল মাথা নিচু করলেন। এর উত্তর কিভাবে দেবেন সেটাই যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, 'পাবলিসিটি হোক সেটা চাইনা। আমার পরিবারের জন্য সেটা বিব্রতকর। ওটা একটা ব্যক্তিগত দলিল। ভ্যালিডিটি নেই, কারোই কাজে আসবে না।'
শান্ত এবিষয়ে আর কথা বাড়াল না। বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি খোঁজ নিই। আপনাকে ফোন করে কাজের অবস্থা জানাব। ওরা যোগাযোগ করলে সাথে সাথে জানাবেন, তাতে কাজের সুবিধে হবে। আর জানানোর মত কিছু মনে পড়লে জানাবেন।'
'আচ্ছা, আমি আসি তাহলে।'
সরাসরি যাওয়ার কথা পাড়লেন তিনি। কথার ফাঁকে ফাঁকে খাওয়া শেষ হয়েছে। উঠে হ্যান্ডশেক করে বাইরে গেলেন তিনি।
কমল দাঁড়িয়েছিল রাস্তায়। গাড়িটি চিনে রাখা দরকার, প্রয়োজন হতে পারে। ক্রাইসলার। আমেরিকান গাড়ি, তারমানে অনেক দাম। এতটাকা যার থাকে তারজন্য পঞ্চাশ হাজার দেয়া বোধহয় অস্বাভাবিক না। মুল বিষয় টাকার না অন্যকিছুর, সিদ্ধান্ত নিল কমল।
গাড়ির ড্রাইভার নেই, নিজেই চালান।
ভদ্রলোক গেটের বাইরে পা রাখতেই কমল তারদিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ করে ভেতরে ঢুকল। ঘরে ঢুকে এগিয়ে গেল শান্তর দিকে।
'আমার ধারনা ঠিক ?' প্রশ্ন করল শান্তকে।
শান্ত বলল, 'তাইতো মনে হচ্ছে। খুব সহজ কেস। চোরের ঠিকানা, ছবি, সব দিয়ে গেছে। সেই চোর ধরতে হবে। মানে- চোরাই জিনিষ উদ্ধার করতে হবে।'
সোফায় হেলান দিল কমল। নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, 'বেশী সহজ মনে হচ্ছে। কোন ঘাপলা নেই তো ?'
'তোর কি মনে হয় ?'

এটা স্বাভাবিক প্রশ্ন। কমল ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেল। এখনো সে জানেনা লোকটার সাথে কি কি আলাপ হয়েছে শান্তর। কোন মন্তব্য করতে হলে অবশ্যই সবকিছু জানতে হবে। আর শান্তকেই উদ্দ্যোগ নিয়ে জানাতে হবে। আপাতত তেমন লক্ষন দেখা যাচ্ছেনা।
হোসেনের দিকে তাকাল শান্ত। ফয়সাল বাইরে যেতেই সে এসে ঢুকেছে ঘরে। এসে বসেছে টিভির সামনে।
শান্ত গলা উচু করে বলল, 'হোসেন, এখানে একজন লোকের ছবি আর ঠিকানা আছে। লোকটাকে কোথায় পাওয়া যাবে খোঁজ নিতে হবে। আর এই লোকের অফিসের ফোনটাও ট্যাপ করতে হবে।'
হোসেন সাথে সাথে উঠে এসে খামটা হাতে নিল। সাথে ফয়সালের কার্ডটাও। খাম খুলতে খুলতে এগিয়ে গেল তার ঘরের দিকে। কমল হোসেনের ঘরকে বলে রিসার্চ সেন্টার। রাজ্যের যন্ত্রপাতি ভরা।
কমল খালি মগ নিয়ে উঠে গেল। মগটা ধুয়ে ভেতরে রেখে এসে বসল শান্তর কাছে।
'ঠিকানাটা মনে হয় কাজে আসবে না। তবে লোকটাকে খুঁজে বের করা যাবে। কি বলিস ?' সামনের সোফায় পা তুলে একটু হেলান দিল শান্ত।
'তোমার এজেন্টদের কাছে ছবি দিয়ে দাও। মানে হোসেন ভাইয়ের এজেন্ট আরকি। পেয়ে যাবে।' নির্লিপ্তভাবে বলল কমল।
'হুঁ। সেই লোকটাকে মনে আছে তোর ? পার্কে টাকা নিল যে।'
'হ্যাঁ।'
'আবার দেখলে চিনবি ?'
'সম্ভাবনা শতকরা একশ ভাগ। অবশ্য ওটা যদি তার ছদ্মবেশ না হয়। অতবড় কাটাদাগ নিয়ে কেউ লুকাতে পারে না।'
'ইম্পর্ট্যান্ট ক্যারাক্টার। মনে রাখিস। আবার দেখা হতে পারে।'

ফয়সালের গাড়ির শব্দ মিলিয়ে গেছে কয়েক মিনিট হয়েছে। শান্ত চোখ বন্ধ করে সোফায় বসে আছে। কমল দুরে বসেও চোখ রেখেছে টিভির দিকে। ওদেরকে সচকিত করে মোটরসাইকেলের হর্ন বাজল গেটের কাছে। ওদের পরিচিত শব্দ। সাথেসাথে দুজনেই উঠে দ্রুত বাইরে গেল। ফয়সাল যাওয়ার পর গেট বন্ধ করে দিয়েছে হোসেন। দুজনেই হেঁটে গেল গেটের কাছে।
গেটের বাইরে একজন যুবক। রোগাপাতলা। বয়স বড়জোর কুড়ি। একে আগেও দেখেছে কমল। হোসেনের সাথে দেখা করতে এসেছে। তারকাছে শান্তর হারানো মোটরসাইকেল। শান্তকে দেখে হাসল।
সাফল্যের হাসি, ভাবল কমল। শান্ত গেট খুলে দেয়ায় যুবকটি মোটরসাইকেল ঠেলে ভেতরে ঢুকল। ষ্ট্যান্ড করে রাখল ভেতরে। তারপর সন্তুষ্টির স্বরে বলল, 'দ্যাখেন ছার, সব ঠিকঠাক আছে নাকি।'
শান্ত এগিয়ে গেল মোটরসাইকেলের দিকে, 'মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। পেলে কোথায় ?'
যুবকটি হাত কচলাচ্ছে তখন। হাসতে হাসতে বলল, 'আর কইয়েন না ছার। চোর বাটপার যে কত বাড়ছে। আপনে কয়ডা ধরবেন ?'
'ধর নি চোরকে ?'
'কইল জীবনে আর এইকাম করব না। হাতে পায়ে ধরল। চিনতে পারে নাই তো।'
'আচ্ছা।' ওর কথা বলার ভঙ্গি দেখে নিজেও হেসে ফেলল শান্ত। হারানো জিনিষ ফেরত পেলে মনটা ভাল হয়ে যায় সাথেসাথে। বলল, 'খরচাপাতি করতে হয়েছে নাকি ? তোমাকে কত দিতে হবে ?'
যুবকটি নিজের জিভ কাটল নিজের দাঁতে।
'ছি ছি ছি, আপনে এই কথা কইলেন ছার। হোসেন ভাই জানলে এমন পটকান দিব।'
শান্ত আর কমল দুজনেই হেঁসে ফেলল জোরে। হোসেনের একেবারে অনুগত শিষ্য। হোসেন এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দায়, সেদিকে তাকাল যুবক। হোসেনের মুখে কি হাসি ? এই হাসির নামকরন করা বোধহয় কমলের সাধ্যের বাইরে। হোসেনকে দেখে যুবকের হাসি আরো বিসতৃত হল। গলা উচু করে বলল, 'স্লামালেকুম বস। জিনিষ দিয়া গেলাম। কোন ক্ষতি হয় নাই।'
তারপর শান্তর দিকে ঘুরল, 'কোন কাম থাকলে জানাইবেন ছার। হোসেন ভাইরে কইলে সাথে সাথে দেখা পাইবেন।'
শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, নাম কি যেন তোমার ?'
'জ্বে, মতিন । আব্দুল মতিন।
'কি কর ?' জিজ্ঞেস করল শান্ত।
মতিন মাথা চুলকাতে লাগল। কাঁচুমাচু করল মুখটা।
'অন্যায় কাম করি না ছার। আগে করতাম। একবার পাবলিকের হাতে পরছিলাম, হোসেন ভাই বাঁচাইছে। তহন থিকা ছাইড়া দিছি। কসম করছি বসের কাছে।'
'আচ্ছা ঠিক আছে। দরকার হলে খবর দেব।'
'জ্বে ছার, স্লামালেকুম।'
আরেকবার হোসেনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে সে বাইরে চলে গেল। শান্ত গেট বন্ধ করল। তারপর এগিয়ে এসে মোটর সাইকেলটা দেখতে লাগল ভাল করে।
দেখে মনে হচ্ছে সবকিছু ঠিকঠাকই আছে। মনেহয় সময় পায়নি কিছু করার। একবার চালিয়ে দেখতে হবে অন্যকিছু করেছে কিনা।

পরদিন সকালে বাইরে যাওয়ার প্রস'তি নিচ্ছিল শান্ত। মোজা পরা পা জুতায় ঢুকিয়ে পাশেই টিভির সামনে সোফায় বসে থাকা কমলের দিকে ফিরল সে, 'অফিসে পাবিনা। ফয়সাল সাহেবের অফিসে যাব, আরো দুয়েকটা যায়গায় খোঁজ নেব। কোন দরকার হলে মোবাইলে ফোন করিশ।'
সরাসরি নির্দেশ। কমল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।
জুতার ফিতা বাধা শেষ করে সোজা হল শান্ত। উঠে দাঁড়াল। কমল দেখল সে টেবিলের কাছে গিয়ে কিছুএকটা নিয়ে পকেটে ঢুকাল, তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বসে থেকেই গাড়ী বের হওয়ার, তারপর গেট বন্ধ করার, তারপর গাড়ির চলে যাওয়ার শব্দ শুনল কমল।
চুপচাপ বসে থাকল সে কিছুক্ষন।
তারপর একসময় উঠে বুকসেলফের কাছে গেল। বই বাছতে লাগল। বই পড়তে ইচ্ছে করছে না এখন। টিভি দেখতেও না। একটা ছবিঅলা গাড়ির ক্যাটালগ বের করে এসে সোফায় হেলান দিয়ে বসল। পাতা উল্টাতে লাগল। টিভিটা চলছে এখনও ওর সামনে।
ওর মনোযোগ টিভি বা বই কোনদিকেই নেই। একটা রহস্যের তদন্ত চলছে অথচ এতে তার অন্তর্ভুক্তি নেই। এমনটা সাধারনত হয় না। সে সবসময় সাথে থাকে, খোঁজ খবর করে। শান্তর অনেক কাজ সহজ করে দেয়। শান্ত তার পরিচয় দেয় এসিষ্ট্যান্ট হিসেবে।
এই কেসটা শান্ত একা দেখছে। নিশ্চয়ই ওই লোক বলে দিয়েছে।
শান্তর গন্তব্য কি ভাবতে চেষ্টা করল সে।
ফয়সাল সাহেবের অফিসে যাবে সেটা জানাই। প্রথমে সেখানে যাবে সেটা ঠিক আছে, তারপর কয়েকটা যায়গা। সেটা কি ?
লোকটার দেয়া ঠিকানায় খোঁজ নেবে। আরো ঠিকানা বের করবে। খোঁজ নেবে সেসব যায়গায়ও। কোথায় সে থাকে, কি কাজ করে, কার সাথে যোগাযোগ রাখে এইসব।
ঠিকানা পাবে কোথায় ?
নিশ্চয়ই ফয়সাল সাহেবের অফিসে লোকজনের সাথে কথা বলে বের করবে। সেখানে এমন কেউ আছে যে তার অবস্থান জানে। হয়তো অবৈধ কাজেও একসাথে থাকে।
কিন্তু তাতে অন্য সমস্যাও তো হতে পারে ? সে যদি লোকটাকে সতর্ক করে দেয় ? সে যদি অবৈধ কাজের সাথেই থাকে তাহলে সরাসরি সেটা স্বীকার করবে কেন ? নিজের অপরাধ ঢাকার চেষ্টা করবে। কেউ যদি সত্য গোপন করে তাহলে তথ্যপ্রমান দিয়ে সেটা বের করা বহু পরিশ্রমের কাজ। আর এখানে তথ্যপ্রমানও তেমন নেই।
চিন্তা করে কোন সিদ্ধানে- পৌছাতে পারল না কমল। কেসটার ধরন সে জেনে নিয়েছে মোটামুটি। কাজ কোনপথে এগোবে এখনও ধরতে পারছেনা। সন্দেহজনক আসামী ফয়সালের প্রাক্তন ম্যানেজার, সহযোগী গালকাটা লোকটা। ম্যানেজার অপরাধী এটা নিশ্চিত না হলেও গালকাটা লোকটা এতে জড়িত এটা নিশ্চিত। তারা নিজের চোখে দেখেছে তাকে টাকা নিতে।
খোঁজ বের করতে হবে গালকাটা লোকটার।
কিভাবে ? প্রাক্তন ম্যানেজারের সুত্র ধরে ?
দুটা ঠিকানা সে জানে, ফয়সাল সাহেবের অফিসের ঠিকানা, কারওয়ান বাজার। কার্ডে লেখা আছে। তার বাসা অবশ্য পরিবাগ, সে ঠিকানাও আছে, ফোন নাম্বার আছে। বাড়ির ফোন নাম্বারের কোন ভুমিকা এখানে নেই। তার বাড়ির ভুমিকাই নেই। ওরা যোগাযোগ করে তার অফিসে।
দ্বিতীয় সুত্র হচ্ছে ম্যানেজারের ঠিকানা-বনানীতে। এটাও ফয়সালের দেয়া কাগজে লেখা আছে। এই ঠিকানা ভুয়া বলে জানিয়েছে ফয়সাল নিজেই। মানে ঠিকানা ঠিকই আছে সে সেখানে থাকেনা, কোন একসময় থাকত।
আচ্ছা সেখানে গেলেও তো হয় ? যাওয়ার সময় নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে ঠিকানা দিয়ে গেছে। বর্তমানে সেখানে যারা আছে তাদের কাছে, কিংবা ধারেকাছে দোকানে। কিংবা দেয়ালে ঠিকানা লেখা কাগজ লাগিয়ে রাখা। কেউ খোঁজ করতে এলে যেন তাকে বের করতে পারে। সবাই তো সেটাই করে।
না-তো, সেখানে যে থাকে সে ম্যানেজারের কেমন আত্মীয়। তারমানে তাকে জিজ্ঞেস করলে বর্তমান ঠিকানা জানা যাবে। যদি ঠিকভাবে জিজ্ঞেস করা যায়।
কিছুক্ষন দোনমনা করে একসময় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কমল। তারও কিছু করা দরকার। পকেটে কিছু টাকা নিয়ে বের হল বাড়ি থেকে।

হাঁটতে হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে বাসষ্টান্ডে দাঁড়াল। তারপর একটা বাস এসে থামতেই উঠে পড়ল। বনানী যেতে হলে আগে ফার্মগেট যেতে হবে, তারপর এয়ারপোর্ট কিংবা উত্তরার বাসে উঠতে হবে। বাসে গেলে কম খরচে যাওয়া যায়।
বনানী চেয়ারম্যানবাড়ি নামের বাসষ্টান্ডে নেমে ডানদিকে বনানীতে ঢুকে যখন আশেপাশের বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে হাঁটছিল কমল তখন কড়া রোদ। এদিকের নাম্বারগুলো উল্টাপাল্টা। তবে ভাগ্যভাল সব বাড়িতেই নাম্বার লেখা।
সাতচল্লিশ নম্বর বাড়ির সামনে এসে দেখল গেটের আশেপাশে কেউ নেই। গেট ভেতর থেকে বন্ধ। কলিং বেল নেই।
কারো দেখা পাওয়ার আশায় দাঁড়িয়ে থাকল কমল।
রাস্তা দিয়ে দুচারজন হেঁটে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে রিক্সা যাচ্ছে। এখানে মুল রাস্তায় রিক্সা চলে না বলে যাদের প্রয়োজন তারা এদিক দিয়ে ঘুরে যায়। একজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে এমনভাবে তাকাল যে কমলের মনে হল জিজ্ঞেস করে বসবে সে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন। তারপর কিছু না বলেই আবার গেটের ভেতর ঢুকে গেল। একবার ঘুরে তাকিয়ে দেখল রাস্তার বিপরীত দিকের বাড়ির দোতলায় একজন মহিলা দাঁড়িয়ে চেয়ে আছেন তার দিকে।
কোন বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কি অপরাধ ? সবাই এভাবে চেয়ে আছে কেন ? নিজেকেই বোকাবোকা মনে হচ্ছে।
এভাবে চুপ করে থাকার মানে হয়না।
সে হাত দিয়ে গেটে শব্দ করল। এমনই লোহার গেট যে শব্দও হয়না তাতে। আঙুল দিয়ে জোরে টোকা মারায় আঙুলে ব্যথা পেল সে। কোনমতে গেটের ভেতরে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করল উচু হয়ে।

তবে বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হলনা। বোঝা গেল শব্দ গেছে ভেতরে। একজন লোক হয়ত কাছাকাছি কোথাও ছিল, শব্দ শুনে এগিয়ে আসছে। যে লোক গেট খুলল সে বেশ মোটা। নাদুসনুদুস গড়ন। লুঙ্গি পড়নে, খালি গা। নাসপাতির মত ভুড়ি দেখা যাচ্ছে।
'এটা আমজাদ সাহেবের বাসা?' সে কিছু বলার আগেই প্রশ্ন করল কমল।
লোকটি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। কমল দেখল লোকটির গা বেয়ে ঘাম পরছে। গরমের দিন এখন। মনে হয় কোন কাজ করছিল। তবে দেখে কাজের লোক মনে হয় না। দেখে রীতিমত ভদ্রলোক বলেই মনে হল। কিছুক্ষন যেন কমলকেই পরীক্ষা করল সে। তারপর উল্টে তাকেই প্রশ্ন করল, 'তাকে কি দরকার ?'
বিপদে পরল কমল। কিছু একটা বলতে হবে। তবে আশার কথা শুনতে পেয়েছে সে এই লোকের প্রশ্নে, এই লোক একথায় চিনেছে সে যার খোঁজ করছে তাকে।
সে বলল, 'উনি আমার মামার বন্ধু। মামা বলল উনার সাথে দেখা করে বাসায় যেতে।'
দ্রুত চিন্তা করছে কমল। কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হবে। বলল, 'মামা আমেরিকায় থাকে তো, কদিনের জন্য এসেছে, আবার চলে যাবে। বলল কি দরকার।'
লোকটি অবিশ্বাস করল না তার কথা। অন্তত কমলের পোষাকআষাক চেহারা কথাবার্তায় বড় ঘরের ছেলে বলেই মনে হয়। সে এধরনের কথা বলে কোন ভাওতাবাজি করবে মনে করার কোন কারনই নেই। সরাসরি কাজের কথাতেই গেল সে।
'উনি এখানে থাকেন না।'
একটা মিথ্যে বললে তাকে সমর্থন করার জন্য অসংখ্য মিথ্যে বলতে হয়। কমলকে সেটাই করতে হল, 'ও, এখানেই থাকতেন আগে। আমি কয়েকবার এসেছি মামার সাথে। উনি কি এখন অন্য বাসায় থাকেন ?'
'হ্যাঁ।'
কমল বলল, 'আমাকে ঠিকানা দিতে পারেন ? মামা কি যেন দেবেন উনাকে।'
বলে কমল ভাবল এভাবেই আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হয়। কিছু পাওয়ার কথা শুনলে সকলেরই আগ্রহ বাড়ে।
লোকটা কি যেন ভাবল। সময় নিল কিছুক্ষন উত্তর দিতে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কাগজ কলম আছে ?'
জানা কথা নেই, তবুও পকেট হাতড়াল কমল। মনেমনে বলল কাগজ কলম আনা উচিত ছিল। একটা কলম, ছোট একটা নোটবুক। গোয়েন্দাগীরি করতে এসব প্রয়োজন হয়।
মুখে বলল, 'না, আনতে ভুলে গেছি।'
লোকটা খুব অবাক হল না তাতে। এটাই হয় সবসময়। আজকাল কেউই পকেটে করে কাগজকলম নিয়ে ঘোরেনা। বলল, 'একটু দাঁড়াও, আমি লিখে দিচ্ছি।'
কমল মাথা নেড়ে হাসল। লোকটা ঘুরে চলে গেল ভেতরে। নিজের সফলতায় খুশী হয়ে উঠল কমল। একেবারে সরাসরি সাফল্য। এতটা সে নিজেও আশা করেনি।

ফয়সাল সাহেবের ষ্টীলের ব্যবসা হলেও তার অফিস দেখে সেটা বোঝা কষ্টকর। অফিসে লোহালক্কর বা এইজাতিয় কোন জিনিষ নেই। সুন্দরভাবে সাজানো গোছানো চার রুমের অফিস। বোঝা যায় এখানে যাকিছু কাজ হয় তা শুধুই কাগজে কলমে। আসবাবপত্র, কার্পেট, জানালার পর্দা দেখে মনেহয় অফিসটাও নতুন। আগে অন্য কোথাও ছিল, সিফট করে এখানে এনেছে। তখনই সবকিছু পাল্টেছে।
ফোনে সময় ঠিক করে অফিসে এসে শান্ত ফয়সাল সাহেবের ঘরে বসে চা খেল। ফয়সালের সাথে আলাপ করে অনেকটাই নিরাশ হতে হয়েছে তাকে। তার ইচ্ছে ছিল অফিসের লোকজনকে জিজ্ঞেস করে সেই প্রাক্তন ম্যানেজার সম্পর্কে যতটা জানা যায় জেনে নেয়া। দেখা গেল ফয়সাল সাহেবের অনেক কিছুতেই আপত্তি। অফিস থেকে কোন জিনিষ হারিয়েছে সেটাও তিনি সবাইকে জানাতে চান না। তার রুমের ক্যাবিনেট থেকে কিছু হারিয়েছে সেটাও প্রচার করতে চান না।
কারনটা বোধগম্য। বাধ্য হয়ে তার কথা মেনে নিতে হল শান্তকে।
তার ঘরে ষ্টিলের ক্যাবিনেট দেখল। মুল চাবি ছাড়া খোলার উপায় নেই। যে নিয়েছে সে মুল চাবি দিয়েই খুলেছে, তারমানে পরিচিতদের কেউ। এমন কেউ যার ক্যবিনেটে হাত দেয়ার যোগ্যতা রয়েছে। তিনি না থাকলে বা বিশেষ প্রয়োজন না থাকলে ফয়সাল সাহেবের রুমের দরজা লক করা থাকে।
ক্যাবিনেটে ব্যাংকের কাগজপত্র এবং অন্যান্য দলিলপত্র থাকে। ব্যবসার হিসাবের খাতাপত্র সম্ভবত একাউন্ট্যান্টের কাছে। তিনি নিজে ব্যবসার সবকিছু দেখেন বলে মনে হল না। মনে হল ঠিকমত ব্যবসা বোঝেনও না। ব্যবসা শুরু করেন তার বাবা। তিনি মারা যাওয়ায় উত্তরাধিকারসুত্রে মালিকানা এবং দায়িত্ব তার উপর বর্তেছে।
ক্যাবিনেটের চাবি একটা থাকে তার কাছে, একটা ম্যানেজারের কাছে, আরেকটা তার বাড়িতে। বর্তমানে ম্যানেজারের কাজ যে করছে তাকে দিয়েই শুরু করতে চাইল শান্ত।
ফয়সাল বললেন, 'এখন যে ম্যানেজার সে আগে একাউন্টস দেখাশোনা করত। পুরনো লোক। বাবার আমল থেকে আছে। সে-ই টাকাপয়সার গড়মিল দেখতে পায়। প্রথমে পনের লক্ষ টাকার গড়মিল চোখে পরে। এরপর যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায় সেটা আরো অনেক বেশি। তখনই ম্যানেজারকে বিদেয় করে ওকে সব দেখতে বলি।'
শান্ত বলল, 'ম্যানেজারের সাথে আমি কথা বলে দেখি। যদি কোন সুত্র পাওয়া যায়।'
তারপর যোগ করল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, সে হয়ত আপনার সামনে স্বাচ্ছন্দবোধ নাও করতে পারে। এই ডকুমেন্টের বিষয়ে আলাপ করব না এটা নিশ্চিত থাকতে পারেন।'

ফয়সাল আপত্তি করলেন না তাতে। তার রুমেই ম্যানেজারকে ডেকে নিজে বাইরে গেলেন।
বর্তমান ম্যানেজার, আবদুস সালাম বয়সী। পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। লম্বা, রোগা। মাথায় অধিকাংশ চুল সাদা। চোখে সতর্ক ভাব। সাবধানে বসলেন শান্তর সামনে।
শান্ত বলল, 'আপনি অনেকদিন থেকে এখানে আছেন বোধহয়।'
তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'
শান্ত বলল, 'আপনার আগে যিনি আপনার যায়গায় ছিলেন, আমজাদ সাহেব, ওনাকে আমার প্রয়োজন ছিল। ফয়সাল সাহেব বললেন উনি এখানে কাজ করছেন না-'
সামাদ চেয়ে থাকলেন। কোন উত্তর দিলেন না।
শান্ত আবার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি কোন সাহায্য করতে পারেন ? কিভাবে ওনার খোঁজ পেতে পারি ?'
সামাদ বললেন, 'অফিসে ঠিকানা আছে। ওনার নিজের বাড়ি।'
শান্ত বুঝল এ লোক হয় খোঁজ রাখেনা, অথবা তথ্য জানলেও সাবধানে এড়িয়ে যেতে চায়। ফয়সাল সাহেব জানিয়েছেন সেই বাড়িতে সে থাকে না।
সে বলল, 'আপনার সাথে যোগাযোগ নেই ?'
সামাদ বললেন, 'না।'
শান্ত বলল, 'ওনার সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা প্রয়োজন আমার। যারা ওনাকে চেনেন তারা হয়ত জানাতে পারবেন। আপনি তো উনাকে অনেকদিন থেকে চেনেন ?
তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।'
শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'উনি মানুষ হিসেবে কেমন ?'
এবারে উত্তর না দিয়ে চেয়ে থাকলেন সামাদ।
শান্ত বলল, 'ফয়সাল সাহেব আমাকে বলেছেন উনি কি কারনে এখান থেকে গেছেন। উনি হয়ত আপনার ওপর খুব সন্তুষ্ট নন। ওনার বিষয়টা আপনিই ধরে দিয়েছিলেন্ত'
এবারেও কোন উত্তর পাওয়া গেল না। তবে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।
শান্ত বলল, 'আমার বিষয়টা জানা জরুরী। উনি এমন কিছু করছেন যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আপনার ওপর যদি কোন রাগ থেকে থাকে তাহলে আপনারও ক্ষতি করতে পারে।'
সামাদ বললেন, 'আমার সাথে যোগাযোগ নেই।'
শান্ত প্রশ্ন করল, 'আপনি ঠিক কতদিন ধরে এখানে আছেন।'
তিনি বললেন, 'কোম্পানী শুরুর বছর দুই পর থেকে।'
শান্ত বলল, 'আর উনি ?'
সামাদ বললেন, কোম্পানীর শুরু থেকে। ওনার হাত দিয়েই কোম্পানী এই পর্যন্ত এসেছে।'
তার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল শান্ত। ম্যানেজারের পক্ষে না বিপক্ষে? এখনো বোঝা যাচ্ছে না। অন্য প্রসংগে গেল সে, 'অফিসের কারো কারো সাথে নিশ্চয়ই ওনার ঘনিষ্ঠতা ছিল। এমন কেউ থাকতে পারেন যার সাথে উনার যোগাযোগ আছে এখনও।'
সামাদ বললেন, 'আমার জানা নেই। পিওন কাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখা যায়। ও ওনার বাড়ির বাজার করে দিত। অন্যান্য কাজ করে দিত।'
'আচ্ছা। অন্য কেউ -'
তিনি বললেন, 'মনে হয় না। উনি মানুষের সাথে বেশি মিশতেন না।'
শান্ত বলল, 'ওনার কাছে নিশ্চয়ই লোকজন আসত। অফিসের কাজের বাইরে কারো কথা কি মনে পরছে ?'
সামাদ বললেন, 'তেমন না। ওনার এক শ্যালক এসেছে কয়েকবার। উনি তাকেও পছন্দ করতেন না।'
শান্ত বলল, 'তারপরও আসতেন ?'
সামাদ বললেন, 'হ্যাঁ।'
শান্ত বলল, 'তার সেই শ্যালক কি করেন ?'
সামাদ বললেন, 'জানি না। তবে ভালমানুষ না। গুন্ডা ধরনের। মুখে কাটা দাগ আছে। কথাবার্তা রুক্ষ, অভদ্র। সবসময় অভদ্র শব্দ ব্যবহার করেন। উনি টাকাপয়সার গড়মিল করলেও ব্যবহারে ভদ্র ছিলেন। অভদ্র কথা সহ্য করতেন না।'
'তারপরও যাতায়াত ছিল-' কথার সুর ধরিয়ে দিল শান্ত।
সামাদকে এখন বেশ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। আগের সেই সতর্কভাব এখন নেই।
তিনি বললেন, 'মনেহয় টাকা পয়সার ব্যাপার। কয়েকবারই সে আসার আগে টাকা উঠিয়ে রাখতে হয়েছে।'
শান্ত প্রশ্ন করল, 'তার সম্পর্কে আর কিছু বলতে পারেন ? কি করে, কোথায় থাকে এইসব।'
সামাদ বললেন, 'নাম জানি না। ডিওএইচএস এর কাছে কোথায় যেন বাড়ি আছে। সেখানে থাকে।'
'আচ্ছা।' বলে থামল শান্ত। তারপর বলল, 'আমজাদ সাহেব যখন চলে যান, তারপর কি উনি এসেছিলেন কখনো ?'
সামাদ বললেন, 'উনি যেদিন চলে যান সেদিন এসেছিলেন।'
শান্ত বলল, 'আপনি তখন ছিলেন নিশ্চয়ই।'
সামাদ বললেন, 'হ্যাঁ। স্যার আমাকে বলেছিলেন ওনার সাথে শেষ কথা বলতে। উনি নিজে দেখা করতে চাইছিলেন না। কদিনের জন্য ছুটি নিয়েছিলেন।'

সামাদকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার কাজে যেতে বলে পিওন কাদেরের সাথে দেখা করতে চাইল শান্ত। পাওয়া তথ্যগুরোকে আরেকবার ঝালাই করে নিল মনেমনে। বর্তমান ম্যানেজারের কথা অনুযায়ী মুখে কাটা দাগঅলা লোকটাই যে পার্কে টাকা নেয়া লোক, প্রাক্তন ম্যানেজারের শ্যালক সেটা ধারনা করা যায়। ফয়সাল সাহেবের অনুমানও ঠিক। তার প্রাক্তন ম্যানেজার যে কোনভাবেই হোক জড়িত এরসাথে।

কাদেরের কাছে এমন কোন তথ্য পাওয়া গেল না যা কাজে আসতে পারে। সে ম্যানেজারের কাছে টাকা নিয়ে কেনাকাটা করে আমজাদ সাহেবের বাসায় পৌছে দিত। কি কিনতে হবে এবিষয় ছাড়া আমজাদ সাহেবের সাথে কোন আলাপই তার হয়নি কখনো। আমজাদ সাহেবের বাড়িতে কারো সাথে কখনো আলাপ হয়নি তার। বাড়িতে কে থাকে তাও জানে না।
তবে তারকাছে আরেকটা বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গেল আমজাদ সাহেবের। মাঝেমাঝে সেখানেও বাজার পৌছে দিতে হত তাকে। ঠিকানাটা লিখে নিল শান্ত।
কয়েকটা বিষয় শান্তকে নতুনভাবে ভাবতে বাধ্য করল।
বর্তমান ম্যানেজার কোনভাবেই প্রাক্তন ম্যানেজারের দোষ ধরেননি। একমাত্র তার হিসেবে গড়মিলের কথা বাদ দিয়ে। সাধারনত মানুষ অন্যের দোষ দেখতে পায় সহজেই, ইনি আমজাদ সাহেবের কোন খুত ধরলেন না কেন ?
আমজাদ সাহেবের ব্যক্তিত্ব ?
হতে পারে। তিনি শুরু থেকে এই প্রতিষ্ঠানে জড়িত। তার হাত ধরেই কোম্পানী এখানে উঠে এসেছে। কোম্পানীর সকলেই সেটা স্বীকার করে মনে হচ্ছে। তারপরও তিনি টাকার কারচুপি করলেন কেন ?
এজন্যই চাকরি যাওয়ার বিষয়ে ফয়সাল তার মুখোমুখি হননি।
তিনি ফয়সালের দেখা করতে চেয়েছিলেন। কেন ? তার কাজের কোন ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন কোম্পানীর মালিককে ?
তিনি কি অনুতপ্ত হয়েছিলেন ?
ফয়সাল সাহেব তারসাথে দেখা করলেন না কেন ? সংকোচ ? পিতার সময় থেকে কাজ করা লোকের সাথে সরাসরি অপ্রীতিকর বিষয়ে আলাপ করতে চাননি ?
নিজের শ্যালককে তিনি পছন্দ করতেন না আমজাদ সাহেব। সেটা এমন পর্যায়ের যে অফিসের লোকও জানে। তারপরও সে আসত। এসে টাকা নিয়ে যেত। তিনি টাকা দিতেন কেন ? কোন কারনে বাধ্য হতেন টাকা দিতে ?
আমজাদ সাহেবের সাথে দেখা করতে হবে, ঠিক করল শান্ত।

'আমজাদ সাহেব বাসায় আছেন ?'
ঠিকানা অনুযায়ী আমজাদ সাহেবের আজিমপুরের বাড়ি খুঁজে বের করে গেটে পৌছে সরাসরি জিজ্ঞেস করল কমল।
গেট খুলে দেয়া লোকটা কমলকে দেখল একবার। বড়লোকের বাড়িতে এধরনের দুএকজন মানুষ থাকে যারা বাজার করা থেকে শুরু করে ফাইফরমাস খাটার কাজ করে। বিশেষভাবে খুঁজে খুঁজেই যেন এদের বের করা হয়। এককথা দশবার বললে বুঝতে পারে, তার পড়িমড়ি করে দৌড় দেয় সেটা করতে। তবে সবসময়ই বিশ্বস্ত।
এ লোকটাও তেমনই। নিতান্তই গোবেচারা ধরনের চেহারা। তার ওপরে মনে হচ্ছে মন খারাপ। মনে হয় কারো ধমক খেয়েছে সবেমাত্র।
লোকটা কথা না বলে এমনভাবে গেটটা ফাঁক করে ধরল যেন কমল ঢুকতে পারে। কমল ঢুকল। কয়েক পা ভেতরে এসে একপাশে দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে তাকাল।
পুরনো তিনতলা বাড়ি। সোজা সামনের দিকে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। এখনকার দিনে পুরো তিনতলা জুড়ে কেউ থাকেনা। খুব বেশি একটা ফ্লোরে থাকে, বাকিটা ভাড়া দেয়। তারমানে অন্য দুই ফ্লোরে অন্য লোকজন থাকে।
লোকটা গেট বন্ধ করেছে। ঘুরে চলে যাচ্ছে। এখানেই কমল দাঁড়িয়ে আছে সেটা যেন তার মনেই নেই। তাকে থামাল কমল।
জিজ্ঞেস করল, 'উনি কয়তলায় থাকেন ?'
লোকটা থামল, ঘুরে দাঁড়াল, তারপর হাত দিয়ে দেখাল। তিনতলা। তারপরই একদিকে চলে গেল। সামনের ফাঁকা যায়গাটা পেরিয়ে বিল্ডিং এবং দেয়ালের মাঝখানে ঢুকে গেল।
বাধ্য হয়ে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল কমল। সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠে ওকে হতাশ হতে হল। দরজায় তালা ঝুলছে।
দাঁড়িয়ে বিষয়টা আরেকবার ঝালাই করল কমল। লোকটাকে সে জিজ্ঞেস করেছে আমজাদ সাহেব আছে কিনা। লোকটা মৌন সম্মতি জানিয়ে গেট খুলে ধরেছে। কোন তলায় থাকে জিজ্ঞেস করায় তিনতলা দেখিয়ে দিয়েছে।
সে কি জানে না বাসায় কেউ নেই ?
নিশ্চয়ই আমজাদ সাহেব একা থাকেন না। তার পরিবার রয়েছে। তারা কোথায় ?
অনেক দরজায় কর্তার নাম লেখা থাকে। এখানে নেই।
কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখা যাক। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় নামল কমল। তিনতলা আমজাদ সাহেবের হলে এখানে নিশ্চয়ই তার ভাড়াটিয়া থাকে। তারা বলতে পারবে কিছু।
দোতলার দরজা সামান্য ফাঁক করা। কলিং বেল দেখে টিপল। সাথেসাথে অল্প বয়সী একটা ছেলে এসে দাঁড়াল দরজায়। হাফপ্যান্ট হাঁটুর নিচে নেমে গেছে। কমলকে দেখে হেঁসে ফেলল।
কমল জিজ্ঞেস করল, 'তিনতলার ভদ্রলোক, আমজাদ সাহেব কি ঢাকার বাইরে গেছেন ?'
ছেলেটি বলল, 'সকালে ছিল।'
আর কথা বাড়াল না কমল। ঘুরেই নামতে শুরু করল। নেমে বাইরে এসে দাঁড়াল। তিনতলায় যিনি থাকেন তার নাম আমজাদ সাহেব এটা নিশ্চিত হওয়া গেল। সকালে বাসায় ছিলেন, তারমানে কোথাও গেছেন। হয়ত ফিরবেন আবার।

এটাই কি সেই আমজাদ সাহেব ?
ভুল হওয়ার কোন কারন নেই। তার বাসার ঠিকানা দিয়ে গেছেন ফয়সাল সাহেব। সেখান থেকেই এই ঠিকানা পেয়েছে সে। কমল বাইরে এসে রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করল। কিছুদুর গিয়ে থামল।
দেখা যাক। ইনিই সেই লোক কিনা নিশ্চিত হওয়া যাবে অপেক্ষা করলে। তার ছবি দেখেছে কমল। আরেকবার দেখলে চিনতে পারবে। এ তথ্যটুকুও কাজে লাগবে গোয়েন্দার। এখন কাজ ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করা।

কমল যেখানে দাঁড়াল সেখান থেকে বাড়ির গেটটা দেখা যায়। বেশ বেলা হয়েছে। রোদ কড়া হয়ে উঠেছে। সরাসরি রোদে দাঁড়ানো যায় না। বড় একটা বিজ্ঞাপনের ছায়া পরেছে ফুটপাথে। সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তা দেখতে শুরু করল কমল।
ভীড় খুব একটা নেই। অল্প কিছু গাড়ি চলছে। হেঁটেচলা লোকও কম। দুপুর বেলা। নিতান্ত প্রয়োজন না থাকলে কেউ এদিক দিয়ে চলে না। তাছাড়া এই এলাকায় দোকানপাট, অফিসটফিসও খুব একটা নেই। ভীড় কম হওয়ার সেটাই মূল কারন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেটাই ভাবতে লাগল কমল।
রাস্তার ওদিকে একটি ছোট ছেলে সাইকেল চালাচ্ছে। নিজের বাড়ির সীমানার ভেতরেই। নিশ্চয়ই অন্যদের চোখ এড়িয়ে। নাহলে এই রোদে বের হতে দিত না। ওর স্বাস্থ্য চেহারা সেটাই বলে দেয়। বাড়ি ফিরে অন্য কাজ না থাকলে সাইকেলটা বের করতে হবে, মনে মনে ঠিক করল কমল।
দুএকজন লোক হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। ওর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল একজন। ওকে অনুসরন করে তাকাল কমল। হাঁটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে জানে না কোথায় যাবে। তবুও যাচ্ছে একদিকে। বোধহয় যেদিকে চোখ যায় সেদিকে যাওয়া একেই বলে। আরেকজন আসছে ওদিক থেকে। এর হাঁটার ভঙ্গি বেশ সবল। তার মুখের দিকে তাকাল কমল। আর-
বুকের মধ্যে ধক করে উঠল ওর।
সেই লোক! পার্কে টাকা নেয়া সেই লোক!
কোন ভূল হয়নি। সেই চেহারা, সেই হাইট, সেই স্বাস্থ্য, সেই পোষাক। হেঁটে আসছে। কোনদিকে তাকাচ্ছে না। দ্রুত হাঁটছে। কমলকে লক্ষ না করেই তার পাশ দিয়ে হেঁটে তাকে ছাড়িয়ে গেল। এখন ?
বাড়িটার দিকে একবার তাকাল কমল। এটা সেই ম্যানেজারের বাড়ি। ম্যানেজারের সাথে সম্পর্ক আছে এই লোকের। হয়ত তার কাছেই এসেছিল সে। সেও গিয়ে দেখেছে বাড়িতে নেই। দেখে ফিরে যাচ্ছে।
ম্যানেজার হয়ত ফিরবে দুপুরে। আর এই লোক চলে যাচ্ছে। একেই তো খোঁজা হচ্ছে। এরই ঠিকানা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর পিছনে গেলেই জানা যাবে সেটা।
কিন্তু কিভাবে?
চলে যাচ্ছে লোকটা। ওইতো, একটা থেমে থাকা গাড়িতে উঠছে সে। তাহলে ?
ওকে ফলো করতে হবে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কমল। যেভাবেই হোক। ট্যাক্সি নিয়ে হলেও। জানতে হবে ওর ঠিকানা।
ওর গাড়িটা ষ্টার্ট দিয়েছে।
রাস্তার ধারে এসে দাঁড়াল কমল। হলুদ রঙের একটা ট্যাক্সি এগিয়ে আসছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খালি। হাত তুলল সে। ড্রাইভার মনে হয় দেখেনি। কমল চিৎকার করে উঠল, 'এইযে, ট্যাক্সি।'
ড্রাইভার দেখেছে। কিন্তু থামল না। গতিও কমাল না। চলে গেল।
আরেকটা আসছে। এটাও খালি। রাস্তায় নেমে পড়ল কমল। থামাতেই হবে একে। কয়েক পা ভেতরে যেতে হাত তুলল, 'এই যে-।'
এটাও চলে গেল হুঁস করে। ওটার পিছনে তাকাল কমল। অভিযোগ করতে হবে। পরিস্কার করে অভিযোগের নাম্বার লেখা আছে গাড়িতে। তারপরও-,
কেন যে ওদের লাইসেন্স দেয় রাস্তায় বের হওয়ার। ও শুনেছে রাস্তায় ট্যাক্সি নামালে তা যাত্রীর কথামত চালাতে হয়। এরা কি জানে না সেই নিয়ম ?
দুরে সেই লোকটার গাড়ি মিলিয়ে যাচ্ছে। আবার ঘুরল কমল। এবার রাস্তার মধ্যে গিয়ে হলেও থামাবে সে। রাস্তার আরো ভেতরে যেয়ে হাত তুলল সে। তাকেই লাফ দিয়ে সরে আসতে হল ফুটপাথের দিকে। টাল সামলে রেগে ফিরে তাকাল কমল। চলে যাচ্ছে এটাও। পেয়েছে কি এরা ?
নিঃশব্দে একটা গাড়ি এসে থেমেছে কমলের কাছে।
কমল ঘুরে তাকাল সেদিকে। একেবারেই ছোট্ট একটা গাড়ি। সাদাটে রঙ। আলো ছড়ানো সাদা। সুন্দর দেখতে। ড্রাইভারের দিকে তাকাল কমল। মেয়ে। অবাক হয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কমলের দিকে।
কমল বিরক্ত হল খুবই। লোকটা হাতছাড়া হয়ে গেল, আর এদিকে এই ড্রাইভার, মানে চালক, এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন মনে করেছে সে আত্মহত্যা করতে গেছে।
নাকি বুঝেছে তার খুব প্রয়োজন ?
ভালভাবে তাকাল কমল। বয়স বড়জোর কুড়ি হবে। মুখে এতক্ষন বিরক্তি ছিল, সেটা নেই এখন। অপলক তাকিয়ে আছে কমলের দিকে। একে অবাক হওয়া বলা যায়।
ফুটপাতে উঠে দাঁড়াল কমল। মেয়েটা ডানদিক দিয়ে মাথা বের করল।
'কোথায় যাবে ?' কমলকে প্রশ্ন করল গাড়ির চালক।
দুরে রাস্তার দিকে তাকাল কমল। সোজা রাস্তা। এখনও গেলে পাওয়া যাবে গাড়িটাকে।
সে বলল, 'ও-ই, একটা গাড়ির পিছনে।'
হাত দিয়ে সামনের দিক দেখাল সে। মেয়েটা কমলের হাত অনুসরন করে তাকাল দুরে রাস্তার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'কে আছে গাড়িতে ?'

একটু সামনে এগোল কমল। এ-কি নিয়ে যাবে তাকে ?
এগিয়ে এসে যতটা সম্ভব স্বাভাবিকভাবে বলল কমল, 'একজন লোক। কোথায় যায় জানা দরকার।'
মেয়েটা এখনও বুঝে উঠতে পারেনি বিষয়টা। চেয়ে আছে কমলের দিকে। তবে বেশি সময় নষ্ট করল না। আরেকবার সামনের দিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। বামহাতে পাশের দরজাটা খুলল। বলল, 'ওঠো।'
কমল দ্রুত এসে বসল সামনের সিটে। দরজা টানল। কমলের দ্রুততা সঞ্চারিত হল মেয়েটার মধ্যেও। সাথেসাথে হুঁস করে গাড়ি ছাড়ল। কমলের মনে হল ট্যাক্সী ড্রাইভারের চেয়েও জোরে।
'দেখতে পেলেই জানাবে কোন গাড়ি।' হুইল ঘুরাতে ঘুরাতে বলল মেয়েটি।
দক্ষ হাত। একসিডেন্ট করবে না। নিশ্চিত হল কমল। দেখতে দেখতে কয়েকটা গাড়িকে ওভারটেক করে এগিয়ে গেল সামনে। কালো গাড়িটা দেখতে পেয়েছে কমল। হাত দিয়ে দেখাল সে, 'ওই কালো গাড়ি।'
সে বলল, 'আচ্ছা।'
আরো গতি বাড়ল গাড়ির। সোজা এগিয়ে যাচ্ছে গাড়িটার দিকে। প্রমাদ গুনল কমল। ধাক্কা মারবে নাকি ?
দ্রুত সাবধান করল কমল, 'সাবধানে। একটু দুর থেকে। কোন সন্দেহ না করে। ওটা কোথায় যায় দেখতে হবে শুধু।'
গাড়ির গতি কমল একটু। কমলের দিকে একবার প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটা।
কমল কারন ব্যাখ্যা করল। বলল, 'লোকটা যেন টের না পায়। দুর থেকে ফলো করতে হবে।'
আগের চেয়ে বেশি অবাক হওয়া চেহারা দেখল কমল। মেয়েটার মুখ এমনই যে কোন অভিব্যক্তি লুকানো সম্ভব না। গলার স্বরেও সেটা প্রকাশ পেল। একটু যেন হাসলও। বলল, 'কি করেছে ওই লোক ?'
কমল বলল, 'একটা অপরাধী দলের সদস্য। ওর আস্তানা কোথায় জানা দরকার।'
গাড়ি চালাতে চালাতেই একবার কমলের দিকে তাকাল সে। এবারে হাসি নয়, শুধুই অবাক হওয়া। হাসির প্রথম অর্ধেক।
জিজ্ঞেস করল, 'গোয়েন্দার নাম কি ?'
কমল বলল, 'শান্তনু হক।'
অবাক কণ্ঠ শোনা গেল আবারো, 'সে-তো বড় মানুষ।'
বাহ, তাকেও চেনে, ভাবল কমল। মেয়েটা তখন বলছে, 'তোমার বয়স বারো-তেরোর বেশী হবে না। নাকি ছদ্মবেশে আছো ?'
খোঁচা মারছে, বুঝতে সময় লাগল না কমলের। সে পাত্তা দিল না তাতে। সেও খোঁচা মারতে জানে ভালই। খোঁচা মারার চেয়ে তার কাজ ঠিকমত হওয়ার প্রয়োজন বেশি। দেখতে ছোট হলে কি হবে, সে রীতিমত গোয়েন্দাগীরি করছে। এই মেয়েটাকে জানিয়ে দেয়া দরকার সেটা।
নিজের পরিচয় দিল কমল, 'আমি এসিষ্ট্যান্ট। আমার নাম কমল।'
'হুঁ।'
গাড়িটা এখন একই গতিতে চলছে। বেশ ধীরে। সামনের গাড়ি হারানোর ভয় নেই। মনে হচ্ছে সামনের গাড়ি টের পায়নি তাকে ফলো করা হচ্ছে।
কিছু যেন ভাবছে মেয়েটা, তাকে দেখে মনে হল কমলের।
'আচ্ছা . . আমি কে তাহলে ? এসিষ্ট্যান্টের এসিষ্ট্যান্ট ?' একসময় প্রশ্ন করল মেয়েটা।
হুঁ, বুঝেছে তাহলে। এখানে তার মতামতই আগে। কাজ হবে তার ইচ্ছেতেই।
শর্ত জুড়ে দিল কমল। বলল, 'যদি ধরা না পরে ঠিকমত ফলো করতে পারেন।'
'আ-চ্ছা।'
চ্যালেঞ্জ গ্রহন করল যেন মেয়েটা।
আজকের দিনটা সবদিক থেকেই ভাল যাচ্ছে, মনেমনে বলল কমল। খুব সহজেই আমজাদের ঠিকানা পেয়ে গেল, তারপর রাস্তায় দেখা পেয়ে গেল গুন্ডা লোকটার। একটু পর তার ঠিকানাও জানা হয়ে যাবে।
মাঝখানে এই মেয়েটা। এমনভাবে কথা বলছে যেন কতদিনের পরিচিত। সে কি করতে যাচ্ছে বুঝে গেছে। বোঝা যাচ্ছে নিজের আগ্রহে ফলো করবে গাড়িটাকে। ট্যাক্সি নিলেও এভাবে কাজ হত না।
অতি উৎসাহে কাজে গড়মিল না করলেই হয়। সে তাকিয়ে থাকল রাস্তায় সামনের কালো গাড়িটার দিকে।

ক্রমেই ফাঁকা রাস্তার দিকে যাচ্ছে সামনের গাড়ি। গতি কমে আসছে। দুটো গাড়ীর দুরত্বও সেই সাথে বাড়াতে থাকল মেয়েটা। তবে চোখের আড়াল করছে না মুহুর্তের জন্যও। যেন এক মজার খেলা খেলছে। বিজয় সরনী হয়ে এয়ারপোর্ট রোড দিয়ে, ক্যান্টনমেন্টের জাহাঙ্গির গেটের সামনে দিয়ে কিছুটা যেয়ে বামদিকে ঢুকে পরল সামনের গাড়ি। কিছুক্ষন আগে এই মুল রাস্তা দিয়েই উল্টোদিকে গেছে কমল।
এটা পুরোপুরি আবাসিক এলাকা। রাস্তা দিয়ে বেশ ভেতরের দিকে যাচ্ছে গাড়িটা। কয়েকবার মোড় ঘুরল।
একসময় গতি কমতে শুরু করল সামনের গাড়ির। কোনাকুনিভাবে থামল দেয়াল ঘেরা পুরনো একটা বাড়ীর সামনে। হর্ন বাজাল সেখান থেকে। বেশ কিছুটা পিছনে কমলদের গাড়ি। গতি কমাল মেয়েটা।
'সোজা চলে যান। থামবেন না।' নির্দেশ দিল কমল।
গাড়ীটা না থেমে স্বাভাবিক গতিতে সামনে চলে গেল। বাড়ীটার গেট খুলছে তখন। কমল লক্ষ করল মেয়েটাও একবার তাকায়নি গাড়ি বা গেটের দিকে। নিজেই বুঝেছে সন্দেহ করতে পারে এমন কিছু করা যাবে না।

বেশ কিছুটা সামনে মোড়ে তাদের গাড়ি থামল। মেয়েটা সত্যিই ভাল গাড়ি চালায়, আরেকবার মনে করল কমল তাকে গাড়ি ঘুরাতে দেখে। আয়নার দিকে চেয়ে এত অবলীলায় গাড়ি ঘুরাতে একমাত্র হোসেনকেই দেখেছে সে। কতটা ঘুরানোর জন্য কোনদিকে কতটুকু যেতে হবে দ্বিতীয়বার ভাবা প্রয়োজন হল না।
গাড়ি ঘুরিয়ে আবার ফেরত আসতে লাগল বাড়িটার দিকে। ততক্ষনে গেট আবার বন্ধ হয়ে গেছে। লোহার গেটে কোন ফাঁক নেই, এমনভাবে বানানো যে একদিক থেকে আরেকদিক দেখা যায় না।
মেয়েটা বাড়ীর গেটের সামনে এসে গাড়ির গতি কমাল। বাড়িটা এখন বামদিকে। তারপক্ষে দেখা সহজ। উঁকি মেরে দেখল কমল। বড় করে নাম্বার লেখা আছে গেটের পাশে, বাড়ির বা মালিকের নাম লেখা নেই।
আবার চলতে শুরু করল গাড়ী। বেশ কিছুটা দুরে এসে মোড় ঘুরে রাস্তার পাশে ফাঁকা যায়গা দেখে গাড়ি থামাল মেয়েটা। ষ্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে ফিরল কমলের দিকে।
'এখন ?' কমল নিজে থেকে কিছু বলছে না দেখে একসময় জিজ্ঞেস করল তাকে।
কমল বলল, 'কাজ শেষ। গোয়েন্দার কাছে রিপোর্ট করতে হবে। আপনার ফোন আছে ?'
'ওই যে।'
সামনে রাখা মোবাইল ফোন দেখাল মেয়েটা।
ড্যাসবোর্ডের ওপর কাপড়ের তৈরী পুতুল মাপের সোফা। তার ওপর বসে রয়েছে মোবাইল ফোন। সিটবেল্টের মত বেল্ট দিয়ে আটকানো। অনেক দামী সেট নিশ্চয়ই। কমল ফোন তুলে শান্তর নাম্বার টিপতে শুরু করল। মেয়েটা অপলক তাকিয়ে আছে তারদিকে।
ইচ্ছে করে নিজের ভারিক্কি চাল বজায় রাখল কমল। নিজেকে পরিচয় দিয়েছে গোয়েন্দার এসিষ্ট্যান্ট হিসেবে। ছেলেমানুষী করলে শুধু তার না, গোয়েন্দারও বদনাম।
দুবার রিং বাজতেই ওপাশ থেকে ফোন অন হল। কমল বলল, 'হ্যালো, আমি কমল।'
কমল দেখতে পেল মেয়েটা খুব মনোযোগ দিয়ে, ভ্রু কুঁকে তাকিয়ে আছে। যেন ওপাশের কথাও শোনার চেষ্টা করছে।
'হ্যাঁ, তুই কোথায় ?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ শান্তর।
কমল বলল, 'ওই যে গুন্ডা লোকটা, সেদিন পার্কে টাকা নিল, ওর পিছনে পিছনে। একটা বাড়িতে ঢুকেছে। মহাখালীর কাছে।'
শান্ত বলল, 'পরে চিনতে পারবি বাড়িটা?'
কমল বলল,'হ্যাঁ।'
শান্ত বলল, 'তাহলে বাসায় চলে যা।'
কমল বলল, 'আচ্ছা।'

ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকল কমল। শান্ত অপেক্ষা করছে যদি সে আরো কিছু বলে। একটুপর কমল নিজেই অফ করে দিল ফোনটা। যেখানে রাখা ছিল সেখানে বসিয়ে রাখল আগের মত করে। মেয়েটার দিকে ফিরল।
সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। অপেক্ষা করছে।
'ব্যাক টু দা প্যাভিলিয়ন।' তাকে জানাল কমল।
'ধরবে না ?'
'কাকে ?' অবাক হল কমল। তারপরই বুঝতে পারল প্রশ্নটা। বলল, 'ও, একে ধরে লাভ নেই। মাথাকে বের করতে হবে।'
সে বলল, 'কান টানলে মাথা পাওয়া যায়।'
মেয়েটা কম যায়না কথায়।
'অনেক সময় টানলে কান ছিড়ে যায়।' বলল কমল।
একে বুঝিয়ে দেয়া দরকার সেও কথা বলতে জানে। তাছাড়া এটা গুরুত্বপুর্ন একটা কাজ। ইচ্ছে করলেই সব কাজ সবাই করতে পারে না।
মেয়েটা মেনে নিল তার কথা। আর কথা বাড়াল না এবিষয়ে। বলল, 'হুঁ, মাথা ধরার সময় আমাকে ডাকবে।'
এবার রীতিমত অবাক হল কমল। এ আবার কেমন আবদার? তাকে ডাকতে হবে কেন ? তাকে পাওয়াই বা যাবে কোথায় ?
জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় পাব আপনাকে ?'
সে বলল, 'বা-রে, ফোন করবে। ফোন নাম্বার তো আছে।'
কমলের হাসি পেল তার কথা বলার ধরন দেখে। বয়সের সাথে একেবারেই মানায় না। ছ'সাত বছরের কেউ এভাবে কথা বললে মানানসই হত।
সে মাথা নেড়ে হেঁসে বলল, 'আমার কাছে, নেই।'
সে আগের মত একই ভঙ্গিতে বলল, 'গোয়েন্দার কাছে আছে। গোয়েন্দার নাম্বারও আমার এখানে আছে।' হাতদিয়ে নিজের মোবাইল ফোনটা দেখাল সে, 'আমাকে ফাঁকি দেয়া এত সহজ না। আমার নাম লুবনা।'

কমল আরেকবার দেখল সোফায় বসে থাকা মোবাইল ফোনটা। বোকার মত হাসল। তাইতো। এখান থেকে শান্তর নাম্বারে ফোন করেছে সে। এখানে রয়েছে শান্তর নাম্বার, শান্তর ফোনে রয়েছে এটার নাম্বার।
লুবনা নামের মেয়েটা এবার কমলের দিকে তাকিয়ে হেঁসে বলল, 'চল, এবার বাড়ি চিনে আসি। না জানালে সেখানেও হামলা করব। কোনদিক দিয়ে ?'
চারিদিকে দৃষ্টি বোলাল কমল। এদিকটায় এত ভেতরে সে ঢোকেনি কখনো। কোনদিক দিয়ে মুল রাস্তায় যাওয়া যাবে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।
'মেন রোডে গেলে দেখাতে পারব।' বলল সে।

মনে হল মেয়েটা রাস্তাঘাট ভালই চেনে। অথবা ধারনা আছে কোনদিকে গেছে মুল রাস্তায় যাওয়া যাবে। সে অনায়াসে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় এসে পরল। বের হল মহাখালি রেলগেটের কাছে। কমলকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেরি না করে চলে গেল।

শান্ত বাড়ি ফিরল বেশ রাতে। অন্যান্য কাজ সেরে কাজের অগ্রগতির হিসেব করতে বসল কমলের সাথে। কমলের অভিযানের কথা সবই শুনল। তারপর প্রশ্ন করল তাকে, 'তাহলে, কি হল শেষ পর্যন্ত?'
অবাক হল কমল। এটা কেমন প্রশ্ন ? এ্যাসিষ্ট্যান্ট হিসেবে যা করার তা সে করেছে। বরং বেশীই করেছে। রীতিমত যাকে খোঁজা হচ্ছে তার ঠিকানা বের করে এনেছে সে। আবার তাকেই প্রশ্ন ? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকল শান্তর দিকে।
শান্ত বলল, 'সব রাস্তা যাচ্ছে তোর দেখা সেই বাড়ির দিকে।'
এটা অর্ধেক কথা, মনেমনে বলল কমল। গুন্ডামতন লোকটা ওই বাড়িতে গেছে, হয়ত থাকেও সেখানে, কিন্তু তার এই তথ্যটুকুর ওপর নির্ভর করে নিশ্চয়ই গোয়েন্দা সিদ্ধান্ত নেয়নি। এমন কাজ সে করে না।
ওপক্ষ একেবারে চুপ করে আছে দেখে তাকেই কথা শুরু করতে হল। বলল, 'অপারেশনটা তাহলে ওই বাড়িতে ?'
একটু চিন্তা করল শান্ত। তারপর বলল, 'আর কোন যায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। আমজাদ সাহেবের শ্যালক ওই বাড়িতে থাকে। এই বিষয় পুরোটাই দেখাশোনা করছে সে। কাজেই ধরে নিতে পারি কাগজটাও আছে ওরই কাছে। ওই বাড়িতেই থাকার সম্ভাবনা।'
কমল বলল, 'আর আমজাদ সাহেব ? উনি বাড়িতে নেই কেন ?'
শান্ত বলল, 'উনি হাসপাতালে ভর্তি হয়ে আছেন। আমি দেখা করেছি তার সাথে। আমার মনেহয় তাকে এই বিষয় থেকে বাদ দেয়া যেতে পারে। কোনভাবে তাকে ট্রাপে ফেলেছে ওই লোক। অফিসের টাকা কারচুপি, ক্যাবিনেট থেকে দলিল সরানোর কাজ সে করেছে বাধ্য হয়ে। এখন সেই মানষিক চাপ সহ্য করতে পারছেনা। আমার মনেহয় তাকে তাকে রেহাই দেয়াই ভালো।'
অসুস' শুনলে তার ওপর রাগ রাখা যায় না। তাকে রেহাই দিল কমল। বলল, 'বেশ।'
শান্ত বলল, 'তারমানে তোর কথাই ঠিক। অভিযান ওই বাড়িতেই।'
কমল বলল, 'কিভাবে ?'
শান্ত বলল, 'সরাসরি অভিযানে একটু সমস্যা আছে। খুঁজে বের করতে হবে কাগজ। অতবড় বাড়ি থেকে কাগজ খুঁজে বের করা সহজ হবে না। সারাবাড়ী তন্নতন্ন করে খুঁজলেও কাজ হবে কিনা ঠিক নেই।'
বলে থামল সে। কমল কিছু না বলায় আবার তাকেই বলতে হল, 'আমজাদ সাহেবকে পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে একটা কাজ অন্তত করানো যেতে পারে। তার সাহায্য নিয়ে একটা টোপ ফেলা যায়। অনেক বেশি টাকা একবারে দেয়ার লোভ দেখানো যায় ওকে। শর্ত-মুল কাগজগুলো দিতে হবে।'
কমল বলল, 'দেবে কাগজগুলো ? যদি জানে ওটা হাতে রাখলেই টাকা পাওয়া যায় তাহলে তো সেটাই করবে ।'
শান্ত বলল, 'এর মাথায় তত বুদ্ধি আছে বলে মনে হয় না। থাকলে দুলাখ না চেয়ে বিশ লাখ চাইত। বেশি টাকার কথা শুনলে এর মাথা বিগড়ে যাবে। আর ফেরত দেয়া দরকারও নেই। খোঁজ পড়লেই কাগজগুলো বের করবে। অন্তত দেয়ার চিন্তাভাবনা করবে। সেটাই দরকার। তখন সুযোগ বুঝে হামলা। যদি দিতে চায়, কাগজ নিয়ে বাইরে গেলে হোসেন সেটা আদায় করবে।'
কমল বলল, 'ঠিক।'
শান্ত বলল, 'আগামীকাল ঠিক দুপুর বারোটা। বারোটায় বারোটা বাজিয়ে দেব।'
কমল বলল, 'তাহলে প্লানটা কি দাড়াচ্ছে ?'
শান্ত বলল, 'ওকে বলব কাগজগুলো নিয়ে এক যায়গায় যেতে। ধর সেই আগের পার্কে। হোসেন সেখানে অপেক্ষা করবে। নিয়ে গেলে হোসেন আদায় করবে। না নিয়ে গেলে- সেই সময়ে বাড়িতে ঢুকব। ওই বাড়িতে।'
'দি আইডিয়া।'

বাড়ি আবার চিনতে কষ্ট হল না কমলের। পরদিন বারোটার আগেই মোটরসাইকেলে শান্তর পিছনে বসে পৌছে গেল সেখানে। বাড়ির সামনে এসে মোটরসাইকেলের গতি কমাল শান্ত। ঠিক গেটের কাছে এসে নাম্বারটা আরেকবার দেখল কমল, সেটাই। বাড়ির গেট বন্ধ। শান্ত কিছুটা সামনে গিয়ে থামল। বাড়ির দেয়ালের পাশেই। যায়গাটা ফাঁকা, কয়েকটা বড় ঝাউগাছ রয়েছে। নিচে সবুজ ঘাস। পাকারাস্তা আর বাড়ির মাঝখানে বেশ কিছুটা যায়গা ফাঁকা।
দুজনেই নামল। সাইকেল ষ্ট্যান্ড করে রাখল শান্ত।
এটা এখনো পুরোপুরি আবাসিক এলাকা, আরেকবার মনেহল কমলের। এবং বেশ পুরনো। বাড়িগুলো বেশ দুরে দুরে, অনেকটা করে যায়গা নিয়ে। রাস্তায় একজন লোকও নেই। এই গরমের ভরদুপুরে বাইরে আসবেই বা কে? তাদের জন্য ভালই- দেয়াল টপকে ঢুকে গেলেও মনে হয় কেউ দেখবে না।
ঘড়ি দেখল শান্ত। বলল, 'আর ১৫ মিনিট। সাড়ে বারোটায় ওখানে পৌছালে এরমধ্যেই বের হবে।'
চারিদিক ভাল করে দেখল শান্ত। এক যায়গায় একটা মাটির ঢিপি। কোন একসময় কোন কারনে মাটি খুঁড়ে সেখানে জমা করেছে কেউ। তারপর হয়ত ভূলে গেছে সমান করতে। এখন ঘাস গজিয়েছে সেখানে। বেশ উচু যায়গাটা। তার ওপর দাঁড়িয়ে বাড়ির ভেতরে তাকাল শান্ত।

গেট থেকে বেশ দুরে মুল বাড়ি। পুরনো দোতলা। সম্ভবত এই এলাকার প্রথমদিকের বাড়ি সেকারনেই বেশী উচু হয়নি। ভেতরে যায়গাও প্রচুর। অধিকাংশ যায়গাই ফাঁকা। বড় বড় কিছু গাছ। কয়েকটা ফুলগাছের ঝোপ। গাড়িবারান্দার সামনে ইট দিয়ে গোল করে ঘেরা। সেখানে ছোটছোট ফুলগাছ। চারিদিক ঘিরে বাঁধানো রাস্তা, এসেছে গেট পর্যন্ত।
আবার ঘড়ি দেখল শান্ত। কমল দাঁড়িয়ে আছে মোটর সাইকেলে হেলান দিয়ে। ওর দিকে তাকাল সে। বলল, 'ভেতরে ঢুকে যাই। মনে হয় যাবার জন্য তৈরী হয়ে বসে আছে। যদি হাতে পেয়েই যাই। এদিকে লোকজন নেই, কেউ দেখতে পাবে না। তুই বসে থাক। চারিদিকে দেখ। তেমন কিছু হলে হর্ন বাজাবি।'
মাথা নেড়ে সায় দিল কমল। হেলমেটটা মোটর সাইকেলের হ্যান্ডেলের সাথে আটকে শান্ত ভেতরে ঢোকার সুবিধামত যায়গা বাছতে লাগল।
একটা গাছ উঠে গেছে একেবারে দেয়ার ঘেঁষে। ভেতরের দিকে আরেকবার তাকিয়ে কেউ নেই দেখে দ্রুত উঠে পরল তাতে। দেয়াল টপকে ঢুকে গেল।
কমল দাঁড়িয়ে থেকে চারিদিকে তাকাল। এখন পর্যন্ত একজন মানুষকেও সে দেখতে পায়নি কোথাও। এটা ধনী লোকদের এলাকা, মনে মনে বলল কমল। উঠে বসল ষ্টান্ড করা বাইকটার ওপর। গেটের দিকে, রাস্তার দিকে নজর রাখল।
ওপাশে ঝপ করে নেমেই একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল শান্ত। দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করল কোন লোকজন দেখা যায় কি-না।
কেউ নেই।
বাড়ির জানালাগুলোর দিকে লক্ষ্য করল। প্রানের কোন লক্ষন নেই। লোকটা সম্ভবত একাই থাকে। অথবা দলের অন্য লোকজন। অন্তত পরিবার থাকেনা সেটা নিশ্চিত। পরিবার থাকলে সেখানে মেলে দেয়া জামাকাপড় দেখা যায়। এই বাড়িতে কোথাও কোনরকম জামাকাপড় দেখা যাচ্ছে না।
কিছুক্ষন অপেক্ষা করে সাবধানে গাছ আড়াল করে বাড়ির দিকে এগোতে লাগল। বাড়ির পাশের দিকে চলে এল দ্রুত। এদিকে জানালা নেই। কেউ ভেতরে থাকলেও দেখতে পাবে না। একেবারে মুল বাড়িটার দেয়ালের পাশে এসে গেল সে।

বাইরে বসে আছে কমল। কোথাও কোন শব্দ নেই। কিছুই ঘটছে না কোথাও। বাতাসে ওর মাথার ওপর ঝাউগাছের পাতাগুলো সামান্য নড়ছে। সেগুলোও এমন বেয়াড়া যে বাতাসকে রীতিমত শক্তিপ্রয়োগ করে নাড়াতে হচ্ছে। এছাড়া এমন কিছু নেই যা নিয়ে ব্যস্ত থাকা যায়।
কমল লক্ষ্যও করল না কখন একজন লোক এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে। সে সিটের ওপর একহাঁটু ভাঁজ করে বসে আনমনে তাকিয়ে আছে গেটের পাশে একটা ছোট গাছের দিকে। ভাবছে আর কতদিন ওটা ওখানে টিকে থাকবে। একেবারে কাছে এসে লোকটা কথা বলার পর সে চমকে তাকাল।
'কি করছ ?'
চেয়ে দেখল কমল। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।
বয়স কত হবে ? ত্রিশ পয়ত্রিশ হবে মনে হয়। কেমন বোকাবোকা চেহারা। পড়নের পোষাকগুলো দামী। বোঝা যায় টাকাপয়সা আছে। বামকানে একটু সাদা দুল লাগানো। ষ্টাইল করা চুল। সবকিছু তার চেহারার বোকাটে ভাব আরো প্রকট করে তুলেছে।
হতভম্ভ হয়ে কয়েক মুহুর্ত সে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। তারপরই মনে পড়ল লোকটা তাকে প্রশ্ন করেছে। উত্তর না দিলে তাকে সন্দেহ করবে।
এর মনোযোগ অন্যদিকে রাখতে হবে। কিছুতেই যেন জানতে না পারে, টের না পায় ওরা কি করছে এখানে।
'ও, ব-বসে আছি।' জোর করে মুখে নতুন একধরনের হাসি আনল কমল।
লোকটার দৃষ্টি এখন মোটরসাইকেলের দিকে। মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। সত্যিই সুন্দর দেখতে সাইকেলটা। গাঢ় এবং হাল্কা সবুজ রঙ মেশানো। কারো মোটরসাইকেলের শখ থাকলে পছন্দ হবে।
লোকটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সাইকেল। আর কমল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল লোকটাকে।
'খুব সুন্দর গাড়ী।' অবশেষ দেখা শেষ করল লোকটা, 'কোথায় গেছে ?'
'কে ?'
'এটার ড্রাইভার।'
'ও, ওই বাড়িতে।' হাত তুলে বিপরীত দিকের একটা বাড়ি দেখাল কমল। লোকটা তার হাত অনুসরন করে তাকাল। ভ্রু কোঁচকাল তার। আবার তাকাল কমলের দিকে।
'কোন বাড়ি ?'
'ওই বাড়ি।'
এবার হাত না তুলেই বলল কমল। কে জানে কোথায় কোন বিপদ অপেক্ষা করছে।
'কোনটা ?'
একেবারে নাছোরবান্দা লোক। কমলের আর উপায় থাকল না। বলল, 'ওই সাদা-সবুজ বাড়ি।'
লোকটা অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। এতটা অবাক বোধহয় কেউ হয় না। বলল, 'ওটা তো আমাদের বাড়ি।'
প্রমাদ গুনল কমল। এইরে! বিপদ এড়ানো গেল না বোধহয়।
'তাই বুঝি?' মুখে হাসি আনার চেষ্টা করল কমল, 'এখানেই কোন বাড়িতে যে ঢুকল। বলল বন্ধুর বাড়ি।'
'নাম কি ?'
'শান্ত।'

অন্য নাম বলা উচিত ছিল, বলার সাথেসাথেই মনে করল কমল। কিন্তু লোকটা যে প্রতিক্রিয়া দেখাল তাতে আরকিছু ভাবার সুযোগ মিলল না।
'শান্ত ? শান্ত এসেছে ? এখানে বসে আছ কেন ? চল চল, ভেতরে চল ।'
একেবারে সাদর আমন্ত্রন। তার হাত ধরতে এগিয়ে এল সামনের দিকে।
কমল থতমত খেল তার কথা শুনে। দ্রুত একবার বিষয়টা ঝালাই করে নিল মনে মনে। নিশ্চয়ই ভেবেছে তার পরিচিত কেউ, যার নাম শান্ত।
যতটা সম্ভব স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করল কমল। বলল, 'আপনি আছেন কিনা দেখতে গেছে মনে হয়। দেখুন না কোথায় গেল ?'
লোকটা বলল, 'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। আগে ওকে বের করি। আহ, শান্ত, এভাবে না জানিয়ে এসে গেল . .'

লোকটা ঘুরে দ্রুত হেঁটে সাদা-সবুজ বাড়ির দিকে এগোল। কমল অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। লোকটার হাঁটার ভঙ্গিটাই হাস্যকর। সিনেমায় কৌতুকাভিনেতা এভাবে হাঁটে।
আসলে এভাবে হাঁটে না, এডিটিংএর সময় গতি বাড়িয়ে এটা করা হয়, জানে কমল।
একসময় সাদা-সবুজ বাড়ির গেট দিয়ে ঢুকে চোখের আড়ালে চলে গেল লোকটা।
এইসময় বাড়ির ভেতর থেকে কাঁচ ভাঙার ঝনঝন শব্দ শোনা গেল। চমকে ঘুরে তাকাল কমল। লাফ দিয়ে মোটর সাইকেলের ওপর উঠে দাঁড়াল। মাথা উঁচু করে দেয়ালের ওপর দিয়ে ভেতরে দেখার চেষ্টা করল।
কেউ নেই। ফাঁকা বাড়িটা দেখা গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপরই গুন্ডামতন লোকটা আবির্ভূত হল। দ্রুত বেরিয়ে এল ভেতর থেকে। তার হাতে ছোট একটা ব্রিফকেস। দৌড়ে গেটের দিকে এগিয়ে আসছে। একটু পরই তার পিছনে শান্তকে দেখা গেল। শান্ত দ্রুত এগিয়ে যাছে লোকটার দিকে।
আরেকজন লোক হঠাৎ করেই আবির্ভূত হল আড়াল থেকে।একটা লম্বা রড হাতে এসে দুজনের মাঝখানে দাঁড়াল। শান্তকে বাধা দিচ্ছে সে। দাঁড়াল শান্ত। ওর হাতের রড বেশ লম্বা। গুন্ডা লোকটা দৌড়ে গেটের দিকে এগিয়ে আসছে।
লাফ দিয়ে নামল কমল। দৌড়ে গেটের কাছে যেয়ে দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। কিছু একটা করতে হবে। কিছুতেই পালাতে দেবে না সে লোকটাকে।
লোহার গেট খোলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই লোকটা বেরিয়ে এল। রাস্তায় বের হয়েই ছুটতে শুরু করল সে। দ্রুত একটা দৌড় দিয়ে ঝাঁপ দিল কমল। লোকটার দুহাঁটুর কাছে জড়িয়ে ধরল। দড়াম করে আছড়ে পড়ল লোকটা। হাতের ব্রিফকেসটা ছুটে গেল কয়েক হাত দুরে। কমল লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একছুটে এসে তুলে নিল ব্রিফকেসটা। ঘুরিয়ে ছুড়ে মারল বাড়িটার দিকে। শান্ত আছে ওদিকেই। বাড়ির ভেতর গেল না সেটা, মোটরসাইকেলের কাছাকাছি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ল।

ভেতরের লোকটা রডটা বাড়িয়ে আছে। এগোচ্ছে একটু একটু করে। সুযোগ খুঁজছে আঘাত করার। হাতে কিছু থাকলে তার হাত লম্বা হয়ে যায়, যতটা সম্ভব কাছে থাকতে হয়, শান্তর মার্শাল আর্টের শিক্ষা। যেন কোনমনেই সে সেটা ব্যবহারের জন্য যায়গা না পায়। লোকটা দেখা গেল মার্শাল আর্ট কেন, কোন আর্ট নিয়েই মাথা ঘামায় না। সিনেমার লাঠিয়ালের মত সে একসময় রডটা মাথার ওপর তুলল মারার জন্য। শান্তর মাথায় বসাবে সেটা।
ভুলটা করল সেখানেই। ওটা নামার আগেই শান্ত নড়ে উঠল। তার বাম-পা আঘাত করল লোকটার বুকে। রডটা পড়ে গেল তার হাত থেকে। লোকটা কয়েক পা পিছিয়ে গেল টাল সামলাতে।
যথেষ্ট শক্তি রয়েছে শরীরে। সামলে নিল আঘাতটা। ভালভাবে দাঁড়ানোর আগেই আরেকটা কিক লাগল চোয়ালে। এবার চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা। আবার ওঠার চেষ্টা করছে। শান্ত দ্রুত এসে নিচু হয়ে ঘুষি মারল ওর মাথায়।
এবার নিশ্চুপ হয়ে গেল লোকটা। কাছে এসে একমুহূর্ত তাকিয়ে থেকে কলার ধরে মাথাটা উচু করল তার। কোন নড়াচড়া নেই দেখে ছেড়ে দিল। আর কিছু দরকার হবে না।

বাইরে লোকটা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে। বুঝে উঠতে পারছে না কি ঘটছে এখানে। কমলের দিকে রেগে তাকিয়ে সে ব্রিফকেসটার দিকে এগোল। ছুটে এসে জোড়াপায়ে ওর বুকের ওপর ফ্লাইং কিক করল কমল। পরে গেল দুজনেই, দুদিকে। দুজনই দ্রুত উঠে দাঁড়াল। একেবারে হতবাক হয়ে গেছে লোকটা। ভাবতেও পারেনি কমলের মত এতটুকু একটা ছেলে এভাবে আক্রমন করতে পারে তাকে।
প্রস'তি নিয়ে তাঁড়িয়েছে কমলও। কোনমতেই সে ব্রিফকেসটা নিয়ে লোকটাকে পালিয়ে যেতে দেবে না। শান্ত আসা পর্যন্ত আটকে রাখতে হবে একে।
কমল বক্সারের ভঙ্গিতে দাঁড়াল লোকটার সামনে। শক্তিতে সে পারবে না এর সাথে। গতি দিয়ে কাজ সারতে হবে। লোকটা সামনে এগোতে দ্রুত একটা লাথি মারল লোকটার পায়ে। হাঁটুর নিচে। এখানে মারলে ঠেকানো যায়না।
আরো রেগে গেল লোকটা। কমলের মত একটা পিচ্চি এভাবে নাজেহাল করছে তাকে। ঘুসি পাকিয়ে সে তেড়ে গেল সামনে।
লোকটার আওতার বাইরে থাকতে হবে, জানে কমল। লাফিয়ে সরে গেল তার নাগালের বাইরে। কিন্তু লোকটা সোজা এগিয়ে এল ওর দিকে। একেবারে কাছে আসতে সে করার কিছু না পেয়ে ঘুসি চালাল। লোকটা ঘুসি চালাল তার চেয়েও দ্রুত। তার হাত লম্বা। বুকে ঘুসি খেয়ে পরে গেল কমল।
কোনমতে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আবার মারল লোকটা। এবার মুখে। আবার পরে গেল কমল। চোখে অন্ধকার দেখল ও। এখন ওর ওঠার শক্তি নেই। দেখতেও পাচ্ছে না কিছু। ঘুরে, হাতে-পায়ে ভর দিয়ে লোকটা থেকে দুরে যেতে চেষ্টা করল সে। যেন সাঁতার কাঁটছে সে। কয়েক হাত গেল সে কোনমতে। তারপরেই কার যেন একজোড়া পায়ের সাথে ওর হাত ঠেকল। কষ্ট করে চোখ মেলল সে।
শান্ত এসে দাঁড়িয়েছে।

শান্ত ওর বাহুর কাছে ধরে টেনে বসাল। একটা গাছে হেলান দিয়ে দিল ওকে। তাতে মাথা ঠেকিয়ে কোনমতে বসে থাকল কমল। ও দেখতে পাচ্ছে দুজনকে।
শান্ত আর লোকটা এখন মুখোমুখি।
লোকটার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। একেও হারিয়ে দেবে এক ঘুসিতে। এগিয়ে এসে ঘুসি চালাল শান্তর মাথার দিকে। শান্ত মাথা নিচু করে সাথে সাথে ঘুসি মারল ওর মুখে। প্রায় শুন্যে উঠে পিছনে আছড়ে পড়ল সে।
অবাক হয়ে উঠে বসল সে। অবাক হয়ে দেখল শান্তকে। শান্তর মত রোগা মানুষের ঘুসিতে এত জোর থাকে কিভাবে ?
উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে। ওঠার আগেই শান্ত এগিয়ে এসে লাথি মারল ওর বুকের একপাশে। লোকটা চিত হয়ে শুয়ে পড়ল।
শান্ত এসে ওর কলার ধরে টান দিল। টেনে কিছুটা উচু করল ওকে। তারপরই আরেকহাত দিয়ে বেল্টের কাছে ধরল। এক ঝটকা টানে উঠিয়ে ফেলল কাঁধের ওপর। তারপরই ধড়াম করে আছড়ে ফেলল শক্ত মাটিতে। রেসলিংয়ে যেমন পাওয়ারস্লাম এর অভিনয় দেখায়, তেমনি একটা আছাড় মারল। লোকটা অভিনয় করছে না, সত্যিসত্যিই ওর নড়াচড়ার শক্তি নেই। চিত হয়ে মাটিতে শুয়ে কমলের চেয়েও কষ্ট করে চেয়ে রয়েছে।
কমলের কাছে এসে দাঁড়াল শান্ত। কমল বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। এখনও ভাল করে চোখ খুলতে পারছে না। শান্ত পাঁজাকোলা করে তুলে নিল তাকে। মোটর সাইকেলে এনে বসাল। বসে দুহাত দিয়ে সিট চেপে ধরল কমল।
শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'বসে থাকতে পারবি ?'
'হুঁ।'
কমল মাথা নেড়ে কোনমতে বলল। শান্ত ওকে বসিয়ে এগিয়ে গেল পরে থাকা ব্রিফকেসটার কাছে। এই ব্রিফকেসের মধ্যে রয়েছে ফয়সালের কাগজ। খুলে একবার দেখে কাগজগুলো বের করে জ্যাকেটের মধ্যে গুঁজে নিল। তারপর এসে বসল মোটর সাইকেলে। হেলমেট মাথায় দিয়ে ষ্টার্ট দিল। কমল দুহাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। চলতে শুরু করল বাইক।
কমলের সাথে কথা বলা লোকটা দৌড়ে বের হল এই সময়। ওর ঠিক সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল শান্ত। লোকটা থমকে দাঁড়াল রাস্তার পাশে। দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে। তারপর ঘুরে তাকাল রাস্তায় পরে থাকা লোকটার দিকে।
'এটা কেমন হল?' তার দৃষ্টির অর্থ বোধহয় এটাই।

বাড়িতে সোফায় হেলান দিয়ে আধশোয়া হয়ে আছে কমল। ওর বামদিকে গালে চোখের কাছে কালসিটে পড়ে গেছে। এমনিতে ব্যথা নেই, তবে হাত দিলেই ব্যথা বোঝা যায়। চোখের নিচের হাড়ে ব্যথা জমে রয়েছে।
কাছেই বসে আছে শান্ত। হোসেন এসে একটা মগ দিয়ে গেল কমলের হাতে। ও সেটা নিয়ে মুখে তুলল। হোসেন বসল কাছেই একটা সোফায়।
কোনমতে শান্তর পিছনে মোটরসাইকেলে বসে ছিল কমল। বাড়ি পৌছেছে ঠিকমতই, তারপরই চোখে অন্ধকার দেখেছে সে। ব্যথার ওষুধ খেয়ে, ঘন্টাকয়েক ঘুমিয়ে এখন ঝরঝরে মনে হচ্ছে তার শরীরটাকে।
'তোকে ওভাবে নিয়ে যাওয়া ঠিক হয়নি।' একসময় চিন্তিতভাবে বলল শান্ত।
'আমি না থাকলে কাগজগুলো নিয়ে পালাত।' যুক্তি দেখাল কমল।
শান্ত বলল, 'তা ঠিক। তোকে আরো শক্তসমর্থ হতে হবে। খারাপ লোকেরা এই ভাষাটাই সবচেয়ে ভাল বোঝে।'
'লোকটা কি ধরা পরেছে ?' মগ থেকে গলায় তরল ঢেলে মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কমল।
শান্ত বাইরে থেকে বাড়ি ফিরেছে এইমাত্র। কোথায় কোথায় গিয়েছিল এখনো জানে না কমল। কাগজগুলি আনার পর আর কি কি ঘটেছে তাও জানে না সে। লোকটা আছাড় খেয়ে মাটিতে পরেছিল এটুকুই জানা আছে তার।
শান্ত বলল, 'হ্যাঁ। ওর নামে আরো পুলিশ কেস আছে। সহজে ছাড়া পাবে না।'
'ওই ম্যানেজার, আমজাদ, তার খবর কি ?' জিজ্ঞেস করল কমল।
'ওকে বাদ দিয়ে হিসেব করাই ভাল। সে আসলে ভদ্রলোক, পরিসি'তি ওকে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করেছে। এই লোকটা যদি ওর নাম জড়ায় তাহলেই শুধু সমস্যায় পরতে পারে। তাহলেও- মনেহয় ফয়সাল ঝামেলা মিটিয়ে ফেলবে।'
কমল জিজ্ঞেস করল, 'দলিলটা কিসের দেখেছ ?'
অবাক হল শান্ত। বলল, 'না। দেখব কেন ? কেউ যদি বলে সেটা ব্যক্তিগত তাহলে কি দেখা উচিত ? ফয়সাল লোকটা জেনুইন ভদ্রলোক। তোকে দেখতে আসবে বলেছে।'
'হুঁ।'
তারমানে খুশি হয়েছে শান্তর কাজে। নিশ্চয়ই তার পেমেন্ট দিয়ে দিয়েছে। আরো কিছু শখের জিনিষ কেনা যাবে।
শান্তর মোবাইল ফোনটা বাজছে। ফোনটা পকেটে। বের করে একবার দেখল তারপর ফোন ধরল।
'হ্যালো, শান্ত বলছি।'
ওপাশ থেকে উত্তর শুনে অবাক হয়ে ফোনটা কমলের দিকে বাড়িয়ে দিল।
'তোর ফোন।'
অবাক হল কমলও। তার ফোন ? শান্তর নাম্বারে তারকাছে ফোন করবে কে ?
ফোনটা হাতে নিয়ে সেও দেখল। ফোনবুকে এন্ট্রি নেই। অপরিচিত নাম্বারের মোবাইল থেকে ফোন করেছে কেউ। ফোন কানে লাগাল কমল।
'হ্যালো।'

উত্তরে ওপাশ থেকে লুবনার কথা শোনা গেল, ‘হ্যালো, কমল ? আমি লুবনা। চিনতে পারছ ?’
চিনতে এতটুকু সময় লাগল না কমলের। সেই গাড়িটালক।
কমল বলল, ‘হ্যাঁ। কেমন আছেন ?’
‘ভাল। লোকটাকে ধরতে যাবে কখন ?’ সরাসরি কাজের কথায় গেল লুবনা।
‘কোন লোকটা ?’ অবাক হওয়ার ভান করল কমল।
কোন লোক বুঝতে অসুবিধে হয়নি তার। মনে আছে, বলেছিল ধরার সময় তাকে ফোন করতে।
লুবনা বলল, ‘বা-রে। সেই লোক। কাল যাকে ফলো করলে, বাড়ি চিনে আসলে।’
কমল বলল, ‘ও, সে কাজ শেষ। লোকটা এখন থানায়। পুলিশের হাতে।’
লুবনা অবাক, ‘এ্যাঁ, আমাকে না জানিয়ে ? বলেছি না আমাকে নিয়ে যাবে।’
ওর অবাক হওয়া চেহারা কেমন হবে যেন দেখতে পেল কমল। ওই চেহারা ভোলার না। সে সিরিয়াস হল। বলল, ‘কি করব বলুন। আমার হাড় নড়িয়ে দিয়েছে। এখনো ব্যথা করছে। গেলে আপনারও হত।’
লুবনা বলল, ‘এহ্, এত সহজ ? আমি কারাতে জানি। ব্ল্যাক বেল্ট। মেরে তক্তা বানিয়ে দেব।’
শব্দ করে হেসে ফেলল কমল। বলল, ‘আচ্ছা, সামনের বার নিয়ে যাব তাহলে।’
‘মনে থাকে যেন।’
‘হ্যাঁ, থাকবে।’
হাসতে হাসতে ফোনটা শান্তর দিকে বাড়িয়ে দিল কমল। তার মনেহল শান্ত এর কিছুই জানে না।

সকালবেলা শান্ত এবং হোসেন বাইরে যাবার পর একাই বাড়িতে ছিল কমল। লম্বা সোফায় আধশোয়া হয়ে তার সবসময়ের সঙ্গি এনসাইক্লোপিডিয়ার পাতা উল্টে যাচ্ছিল। এভাবে একটু একটু করে দেখতে দেখতে পুরোটাই পড়া গয়ে গেছে ওর। এখন আবার দেখছে। যখন সময় পায় তখনই খুলে পাতা উল্টায় সে এই বইয়ের। অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি সাথে সহজভাবে বর্ননা। ছবি দেখেই জানা যায় কত কিছু।
বাংলায় এমন বই থাকলে বেশ হত, ভাবছিল কমল। ওর চিন্তায় ছেদ পরল তখনই। টেলিফোনটা বাজল। কমল শুয়ে থেকেই সেদিকে তাকাল একবার। আবার বাজল। বইটা রেখে উঠে ফোন ধরল।
'হ্যালো।'
ওপাশ থেকে কর্কশ একটা কণ্ঠ শোনা গেল উত্তরে। 'শান্তনু হক ?'
'উনি বাসায় নেই। কোন মেসেজ থাকলে আমাকে জানাতে পারেন।' একেবারে মুখস্ত করা উত্তর কমলের।
ওপাশের লোকটা শান্ত আছে কি নেই তা নিয়ে খুব মাথা ঘামাল না বোধহয়। কিংবা কমল ধরায় তার যেন তার ভালই হয়েছে। রীতিমত কড়া গলায় সে বলল, 'হুঁহ, তাকে বলবে রহমান সন্স কোম্পানীর নামে রিপোর্ট লেখা বন্ধ করতে। আবার যদি লেখা দেখি তাহলে মাথা ভেঙে দেব।'
'কি ?' চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কমল।
'লেখা বন্ধ করতে বলবে।' এবার আরো জোর গলায়।
বিষয় বুঝতে সময় লাগল না কমলের। এই কোম্পানী নকল জিনিষ বানায়। বিভিন্ন নামকরা কোম্পানীর কসমেটিক এবং এইজাতিয় জিনিষ। বিদেশী কোম্পানীর প্যাকেটে বিক্রি করে। শান্ত বেশ কিছুদিন ধরে নিয়মিত লিখছে এদের সম্পর্কে। এতেই আতে ঘাঁ লেগেছে। বোধহয় বিক্রি কমে গেছে।
লোকটাকে আরেকটু বাজিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল তার।
'কি বললেন ? শুনতে পাচ্ছি না।' বলল সে।
'আবার লিখলে মাথা ভেঙে দেব।'
'এ্যাঁ!'
'মাথা, ভেঙে দেব।'
'কি বললেন ?'
'বললাম মাথা ভেঙে দেব।' অপরদিকের লোকের এককথা।
'কার মাথা ?'
'সাংবাদিকের।'
'ও, টেলিফোনে ?'
'বলেছি মাথা ভেঙে দেব। ঠিক আছে ?'
'হ্যাঁ, ঠিক আছে। হেলমেট পরে থাকতে বলব।'
নিজেই ফোনটা রেখে দিল কমল। এধরনের ফোন প্রায়ই তাকে রিসিভ করতে হয়। কারো স্বার্থে ঘাঁ লাগলেই উঠেপরে লাগে। লম্ফঝম্ফ করে। তারপর ডান্ডা খেলে ঠান্ডা হয়।
এসে সোফায় বসে বইটা আবার হাতে নিল সে। খুলল। সেভাবেই বসে থেকে কিছুক্ষন ভাবল। কি করবে সে ? চুপ করে বসে থাকবে, নাকি শান্তকে ফোন করে জানাবে ? বইটা রেখে এসে ফোন তুলল সে। শান্তকে জানিয়ে রাখা দরকার। সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। শান্ত এই বিষয় নিয়ে কাজ করছে, এই তথ্যও কাজে আসতে পারে।
শান্তর মোবাইলের নাম্বার টিপে কল করল। সাথে সাথেই ওপাশ থেকে উত্তর পাওয়া গেল।
'হ্যাঁ, বল।'
'ওই যে, তুমি ভেজাল নিয়ে রিপোর্ট লিখছ, ওরা ফোন করেছিল। বলল তোমার মাথা ভেঙে দেবে।' বিরক্তি মেশানো কণ্ঠে জানিয়ে দিল কমল।
'আচ্ছা। ভয় পাসনি তো ?' হেঁসে ফেলল শান্ত ওর বলার ভঙ্গি দেখে।
'না। বলেছি তুমি হেলমেট মাথায় দিয়ে থাকবে।'
'গুড। খেয়াল রাখিস, কেউ বাড়িতে না ঢুকে পরে।'
'ঠিক আছে।'
ফোন রেখে দিল কমল। বোঝা যাচ্ছে শান্ত ব্যস্ত। কথা বাড়াল না।
আবার ফেরত এসে বইটা হাতে নিয়ে এক সোফায় বসে আরেকটাতে পা তুলে দিল। বই খুলে ছবি দেখতে থাকল।
ভাল লাগছে না আর পড়তে। একটু পর বইটা রেখে দিল বন্ধ করে। উঠে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর উঠে হেঁটে বাইরে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। ওর সামনে ডানদিকে গাছপালা, বামদিকে গেট পর্যন্ত ফাঁকা রাস্তা। অলসভাবে গাছপালার দিকে তাকাল কমল। বাতাস নেই তেমন। গাছের পাতা নড়ছে না। কয়েকটা পাখি ডাকছে গাছে বসে। একটা কাঠঠোকরা অনবরত ঠকঠক করছে। আর কোন শব্দ নেই কোথাও। বাইরে রাস্তায় কোন লোক দেখা যাচ্ছে না। এদিকে লোকজন তেমন চলাফেরা করে না। এই রাস্তা দিয়ে অন্য বাড়িতে যাওয়া যায় না। একেবারে শেষ মাথায় ওদের বাড়ি।

ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাতে বাজাতে একটা সাইকেল এসে থামল গেটের ঠিক সামনে। সাইকেল থেকে খাকি পোষাক পরা একজন নামল। হাতে খাকি রঙের বড় ঝোলা। পোষ্টঅফিসের লোক। কমল তাকিয়েই ছিল, তারপরও নেমে সাইকেল ষ্ট্যান্ড করে রেখে গেট থেকে কমলকে জোরে ডাকল।
'চিঠি।'
কমল বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে গেল গেটের কাছে।
ডাকপিয়ন দেখতে খুব ভাল লাগে কমলের। সবসময় মনে হয় কিছুএকটা নতুন জিনিষ দিয়ে যাবে। আর দেশবিদেশের নানারকম টিকিট লাগানো খাম। টিকিটগুলো খুলে খাতায় আটকে রাখে কমল। তিনটা খাতা ভরে গেছে ডাকটিকিট দিয়ে, এবার চতুর্থটায় লাগাচ্ছে।
লোকটা গেটের ফাঁক দিয়ে একগোছা চিঠি তার হাতে ধরিয়ে দিল। আগেই আলাদা করে রাখা।
'ক্যামন আছ ?' কমলের দিকে তাকিয়ে হেঁসে জিজ্ঞেস করল পিয়ন।
'ভাল, আপনি ভাল আছেন ?'
বলে অবাক হল কমল। প্রতিদিনই এই একই পিয়ন চিঠি দিয়ে যায় ওর হাতে। অল্পবয়সী, লম্বা। রীতিমত ঢ্যাঙা। কই আগে কখনো এভাবে আগ বাড়িয়ে তাকে কিছু বলেনি তো! অন্যদিন এসে কোন কথাই বলেনা। কমলের হাতে চিঠি দিয়েই ঘুরে চলে যায়।
'হ্যাঁ।' কমলের কথার উত্তর দিল সে। তারপর হেঁসে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার কি বাইরে ?'
কমল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি কমলের। যদি কিছু বলার থাকে নিজে থেকেই বলবে। যেচে আলাপ যত কম করা যায় ততই ভাল, সবসময় মনে রাখার চেষ্টা করছে কমল।
ডাকপিওন বলল, 'যাই ?'
যেন অনুমতি চাইল কমলের কাছে। কি আশ্চর্য্য!
কমল হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি দিল। লোকটা কমলের দিকে তাকিয়ে আবারও হাসল। কমল জোর করে তার অবাক হওয়া চেহারা লুকাল। চেয়ে থাকল তার দিকে।
হাসতে হাসতেই লোকটা সাইকেল ঘুরিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে চলে গেল। অকারনেই বেল বাজাল একবার। তার যাওয়া দেখল কমল।
মানুষ কখন যে কি আচরন করে ?
হাতে চিঠিগুলো আরেকবার দেখল কমল। কোন প্যাকেট নেই আজ, সবগুলোই চিঠি। একটা একটা করে প্রেরকের ঠিকানা দেখতে দেখতে ঘরের দিকে পা বাড়াল সে।
ঘরে ঢুকে সোফায় বসল কমল। ওর বামহাতে বড় সাদা একটা খাম আলাদা করা, বাকিগুলি ডানহাতে। ডানহাতের খামগুলি ছোট টেবিলে রেখে সাদা খামটা উল্টেপাল্টে দেখল। নতুনত্ব আছে এটাতে। খুব সুন্দর সাদা খাম। দামি কাগজে তৈরী। প্রেরকের নাম ঠিকানা লেখা নেই। প্রাপকের যায়গায় শান্তর নাম এবং ঠিকানা কম্পিউটারে প্রিন্ট করা।
আলোর দিকে ধরে কমল বোঝার চেষ্টা করল ভেতরে কি আছে। সাধারনত সুভেচ্ছা কার্ড পাঠানো হয় এধরনের খামে। এটাতে কি আছে বোঝা গেল না। অন্তত কার্ড নেই, নরম।
এখানে আসা যে কোন চিঠি খুলে দেখার অনুমতি তার রয়েছে। এই চিঠিটা খুব ভালভাবে আঠা দিয়ে আটকানো। উঠে শান্তর টেবিল থেকে ছোট একটা কাঁচি এনে খামের একদিক কেটে ফেলল। ভেতর থেকে টেনে বের করল ভাঁজ করা সাদা কাগজ।
প্যাডের কয়েকটা ছোট সাদা কাগজ, মাঝখানে একভাঁজ দেয়া। কাগজগুলো একটা একটা করে তুলে দেখতে লাগল কমল। প্রথমটা পুরোপুরি সাদা, কিছুই নেই, পরেরটাও তাই, তৃতীয়টার মাঝখানে কলম দিয়ে একটা মাথার খুলি আঁকা। তার নিচ বড় বড় করে লেখা '১৬ তারিখ, রাত ১২-০০।'
এর নিচে আরো দুটা কাগজ। সেগুলোও সাদা। কাগজগুলো টেবিলে রেখে সেদিকে তাকিয়ে থাকল কমল।
কোন ধরনের ঠাট্টা এটা ?
পরিস্কার করে শান্তর নাম ঠিকানা লেখা। ভুল লোকের চিঠি তার হাতে এসে পরেনি। তাহলে ? খুলির ছবি কেন ?
কে এভাবে চিঠি পাঠাতে যাবে শান্তকে ?
ভাল করে ছবিটা দেখল কমল। ড্রয়িং কলম দিয়ে আঁকা। যে এঁকেছে তার হাত ভাল। প্রায় গোলাকার মাথা, সামনে দুদিকে গোল বলের মত চোখ। হাসি হাসি মুখ, মানে দাঁত। খুলির দাঁত সবসময় দেখা যায় বলে সবসময়ই হাসছে মনে হয়, কোথায় যেন পড়েছে কমল। নাকটা তিনকোনা। দুপাশে দুটো কানও রয়েছে। গোল, ঘন্টার মত।
খুলির কি কান থাকে? কমল কখনও এমন ছবি দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। থাকার কথা না। কান তো হাড় দিয়ে তৈরী হয় না। খুলিতে শুধু হাড়ই থাকে।
আর মাথায় চুল? মাত্র দুটা। দেখলে প্রথমেই টিভি এন্টেনার কথাই মনে হয়। যেভাবে বিদ্যুতের প্রতিক দেখানো হয় সেভাবে আঁকা। এটা কি খুলি? না-কি অন্যকিছু?
ভেবে পেল না কমল।

ভেবে পেল না চিঠির প্রাপকও। দুপুরে বাড়ি ফিরে চিঠিটা দেখে শান্ত চেয়ে থাকল ছবিটার দিকে। কোন কথা বলল না বেশ কিছুক্ষন। তারপর যেন নিজেকেই শোনাল, '১৬ তারিখ, রাত ১২টা। আজ ১৩ তারিখ, তার মানে মাঝখানে পুরো দু'দিন। তারপর আরো কয়েক ঘন্টা।'
'তোমার কি মনে হয় চিঠিটা সত্যি?' জিজ্ঞেস করল কমল। আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে রয়েছে সে।

‘সামনে যখন আছে, সত্যি না বলে উপায় কি ?’
‘সেকথা বলছি না। চিঠির বক্তব্যের কথা বলছি।’ বিরক্ত হল কমল কথা ঘুরানোয়, ‘ওই সময় কি কিছু ঘটবে ?’
‘তোর কি মনে হয় ?’
উল্টে তাকেই প্রশ্ন। এটাই গোয়েন্দার স্বভাব।
‘মনে হয় কেউ ঠাট্টা করেছে।’ নিজের মত জানাল কমল।
‘হুঁ।’
সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে চুপ করে গেল শান্ত।
কিন্তু তা করলে তো চলবে না। কমলের জানতে হবে এর রহস্য। নিজে থেকেই নিজের মত জানাল সে।
‘আবার কেউ হুমকিও দিতে পারে।’
শান্ত বলল, ‘তাও পারে। আজই তো কে যেন মাথা ভেঙে দেয়ার কথা বলেছে। এরকম খুলি বানিয়ে দেবে বোধ হয়।’
কমল ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকল উত্তর শুনে। অমন ঘন্টার মত কান, অমন এন্টেনার মত চুল, কেমন লাগবে শান্তকে ? খুব একটা ভাল বলে মনে হয় না।
‘আমরা কি চুপ করে বসে থাকব ?’ জানতে চাইল কমল।
‘কি করবি ?’
‘জানা দরকার এটা পাঠিয়েছে কে ? কেন পাঠিয়েছে ?’
‘আচ্ছা, আগে লেখক তারপর চিঠি, নাকি আগে চিঠি তারপর লেখক ?’
‘লিখলে তারপরই তো চিঠি-’
‘ঠিক, আমাদের হাতে আছে চিঠি। এটা থেকেই তো লেখকের কাছে যেতে হবে। না-কি ?’
‘লেখিকাও হতে পারে।’ সুযোগ পেয়ে মন্তব্য করতে ছাড়ল না কমল।
‘আচ্ছা, হল। লেখক না হয় লেখিকা। শুরু কর চিঠিটা দিয়ে। এখানে অসঙ্গতি কি কি আছে দেখ।’
কমল ভাবল। ছবিটা আরেকবার দেখল। খামটা হাতে নিয়ে দেখল। ঠিকানার দিকে তাকাল।
‘কারো নাম ঠিকানা নেই। মানে- প্রেরকের।’
‘স্বাভাবিক। নিজের নাম ঠিকানা ছবি পাঠিয়ে কেউ এধরনের চিঠি পাঠায় না। এই চিঠিটা তো তোর হাতেই দিয়ে গেছে ?’
‘হ্যাঁ।’
‘কে ?’
‘ডাকপিয়ন।’
‘ডাকপিয়ন চিঠি পায় কোথায় ?’
‘পোষ্টঅফিসে।’
‘তাহলে এই চিঠিতে ডাকটিকিট, পোষ্টঅফিসের সিল এগুলো থাকার কথা। নেই কেন ?’
কমল কয়েক মুহূর্ত কোন কথা খুঁজে পেল না। সত্যিই তার লক্ষ্য করা উচিত ছিল। এক বড় বোকামি সে করল কিভাবে ?
ডাকটিকিট, ডাকঘরের সিল না থাকার কারন একটাই হতে পারে, এই চিঠি আদৌ ডাকঘরে যায়নি। অন্য কোনভাবে চিঠিটা ডাকপিয়নের হাতে গেছে।
‘ঘুষ-টুস দিয়ে নয়তো অন্যভাবে ডাকপিয়নের কাছে গছিয়ে দিয়েছে।’
‘ডাকপিয়ন তো আমাদের পরিচিত ?’ জিজ্ঞেস করল শান্ত।
‘হ্যাঁ, মনে পরেছে। ক্যামন করে যেন হাসল। নিজে থেকে ক্যামন আছি জিজ্ঞেস করল। তুমি অফিসে কিনা জানতে চাইল। মনে হয় ও-ও জড়িত এরসাথে।’
সবগুলো ঘটনাই এখন চোখের সামনে ভাসছে কমলের।
শান্ত কিছুক্ষন তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। তারপর আসে- করে হাসল। খাম এবং কাগজগুলো ঠেলে ওর দিকে এগিয়ে দিল। বলল, ‘নে, এটা তোর সমস্যা। তুই সমাধান কর। তৈরী হয়ে নে, কিছু কেনাকাটা করতে হবে, আর কিছু কাজও আছে। রাতে সেই নকল ওষুধ কারখানায় যাব। তুই সাথে থাকবি।’
‘এ্যাকশন হবে ওখানে?’
‘আমরা এ্যাকশনে থাকব না। ছবি উঠাব কিছু।’
কমল চিন্তিতভাবে কাগজগুলো হাতে নিয়ে উঠে গেল। চিঠিটা এল একজনের নামে, দায়িত্ব বর্তাল আরেকজনের ওপর। বেশ তো!

নাইন-ইলেভেন সুপার শপের সামনে মোটরসাইকেল থামাল শান্ত। নামল দুজন। একবার রঙচঙে সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে নামের অর্থ বের করার চেষ্টা করল কমল। নাইন-ইলেভেন, মানে সকাল নটা থেকে রাত এগারটা। দিনে চৌদ্দ ঘন্টা খোলা থাকে এই দোকান।
সামনের গাড়ি রাখার যায়গাটা প্রায় ফাঁকা। বোঝা যাচ্ছে খুব একটা ক্রেতা নেই। কড়া রোদ এখন বাইরে। মোটরসাইকেল সেখানে ষ্ট্যান্ড করে রেখে ভেতরে ঢুকল দুজন।
ঢুকে চারিদিক তাকিয়ে দেখল একবার।

সারি সারি সেলফ সাজানো, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত। ঝকঝকে লেবেলআঁটা জিনিষ সাজানো। দেশি-বিদেশী কত রকমের যে জিনিষ। যার যা দরকার সবই কিনতে পারে এক দোকান থেকে। জামাকাপড়, খেলনা, কসমেটিক থেকে শুরু করে শাক-সবজি, চাল-ডাল, মাছ-মাংস পর্যন্ত।
ঢুকেই শান্ত কমলকে বলল, 'ঘুরেফিরে দেখ।'
তারমানে নিজে অন্য কাজ করবে।
কমল সেলফ দেখতে দেখতে আসে- আসে- হাঁটতে শুরু করল। জামাকাপড়, জুতা-বেল্ট পেরিয়ে একসময় খেলনার যায়গায় এসে থামল। বিভিন্ন ধরনের গাড়ি, পিস্তল, বিল্ডিং ব্লক, ফুটবল, ক্রিকেট ব্যাট, বেকহ্যাম-ওয়েন রুনির জার্সি সাজানো।
শান্তকে একবার দেখল কমল। কাউন্টারে একজনের সাথে কি কথা বলল। একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন সেখানে। শান্ত তারসাথে কথা বলে ভেতরের দিকে সরে গেল। একযায়গায় দাঁড়িয়ে সেলফের জিনিষের দিকে তাকিয়ে থাকল। কাউন্টারের মহিলা ফোন তুলে কোথাও কথা বললেন। ওটা ইন্টারকম, বুঝতে সময় লাগল না কমলের।
শান্ত যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখানে এসেন্স জাতিয় জিনিষপত্র রয়েছে, দুর থেকে অনুমান করল কমল। শান্ত এসেন্স ব্যবহার করে না, কাউকে ব্যবহার করতে দেখলেও কথা শোনায়। কি দেখছে ?
একজন ক্রেতা কাউন্টারে দাম দিয়ে জিনিষপত্র নিয়ে বাইরে গেল। কমল একবার তাকিয়ে দেখল সেদিকে। দুহাতে একডজনের ওপর ছোট ছোট কাগজের ব্যাগ। ওর মনেহল সবগুলো একসাথে বড় একটা ব্যাগে নিলে বয়ে নেয়া অনেক সহজ হত। সেটা করেনি কেন?
আবার তাকাল তার সামনের সেলফের দিকে। একজন বিক্রেতা রয়েছে ডেস্কের পিছনে। কাজ নেই বলে বসে ঝিমুচ্ছে। নিশ্চয়ই রাতে ঘুমায়নি। নয়ত অভ্যাসই এই, সময় পেলেই ঘুমিয়ে নেয়া। কমল একটা হলুদ-কালো রঙের গাড়ী দেখিয়ে দাম জিজ্ঞেস করল তাকে। বিক্রেতা দাম না বলে সেটা বের করল সেলফ থেকে। বিরক্ত হল না, নামিয়ে সামনে রেখে আবার বসেই চোখ বন্ধ করল।
গাড়িটা হাতে নিল কমল। গায়ে সাদা ষ্টিকারে দাম লেখা। দামটা একটু বেশিই মনে হচ্ছে। কমল নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল। কাঁচের ওপর সুন্দর চলছে সেটা। অয়্যারলেস রিমোট দিয়ে চালানো যায়।
শান্ত একবার কমলের দিকে চেয়ে হাসল।
অনেক গাড়ি জমা হয়েছে কমলের। রিমোট দিয়ে চালানো গাড়িও আছে কয়েকটা। একটা স্পিডবোটও আছে, পুকুর নেই বলে চালানো যায়না। ওর ইচ্ছে একটা প্লেন কেনার। অনেক ইংরেজি ছবিতে দেখেছে এধরনের প্লেন। রিমোট দিয়ে কি সুন্দরভাবে উড়ানো যায় ওগুলো।
মুল দরজা দিয়ে তিনজন যুবক দোকানে ঢুকল এইসময়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল সবাইকে। একজন কাউন্টারের কাছে দাঁড়াল। দুজন একটু ভেতরে।
আরো দুজন ক্রেতা বাইরে চলে গেল। ভেতরে শান্ত-কমল ছাড়া ক্রেতা মাত্র চারজন। তাদের একজন মহিলা, একজন শিশু। কাউন্টারে শুধু একজন মহিলা।
বাইরে লক্ষ্য করেনি কমল। করলে দেখতে পেত লুবনার গাড়ি এসে থেমেছে রাস্তার পাশে। রাস্তাতেই সেটা থেমে থাকল কিছুক্ষন, তারপর ঘুরে এসে দাঁড়াল শান্তর মোটর সাইকেলের কাছে।
লুবনা নেমে মোটরসাইকেলটা দেখল। মনেহল যেন চিনতে চেষ্টা করছে। এটা শান্তর নাকি অন্য কারো। একইরকম দেখতে। সেখান থেকেই ভেতরের দিকে তাকাল। কাঁচের ভেতর দিয়ে দোকানের ভেতরে দেখার চেষ্টা করল। বাইরে আলো বেশি, ভেতরে কম। বাইরে থেকে ভেতরে দেখা যায়না ভালভাবে। তবুও কমলকে চিনতে কষ্ট হলনা লুবনার। হাতে কিছু একটা ধরে দেখছে। দোকানের দিকে হাঁটতে শুরু করল লুবনা।
কাউন্টারের কাছের যুবক হঠাৎই পিস্তল বের করল পকেট থেকে। বের করে মহিলার দিকে তাক করল। ভয়ে চিৎকার করতে যাচ্ছিল মহিলাটি। যুবকটি 'চোপ' বলে ধমকে উঠল।
শব্দ শুনে চমকে সেদিকে তাকাল শান্ত। ঘুরে দাঁড়াল কমল। বাকী দুজন যুবক ততক্ষনে ছুরি বের করেছে। ওদের মুখ ভেতরের ক্রেতাদের দিকে। ছুরি বাগিয়ে চিৎকার করল একজন, 'খবরদার, কেউ এদিকে আসবে না। ওদিকে সরো, সরে যাও। ঘুরে দাড়াও-।'
ভেতরের ক্রেতারা যার যার যায়গায় সি'র হয়ে গেল। তারপর ধমক শুনে দ্রুত ভেতরের দিকে সরে গেল। দেয়ালের কাছে দাঁড়াল। মুহুর্তের জন্য কমল দেখল শিশুটি অবাক হয়ে দেখছে পিস্তল ধরা যুবককে।
এদিকে মুখ করে দাঁড়াল কমল। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। ওদের চোখের সামনেই ঘটবে। আসে- করে গাড়িটা কাঁচের ওপর নামিয়ে রাখল কমল। শান্ত চেয়ে আছে পিস্তল হাতে যুবকের দিকে। অন্যদের মত সরে যায়নি। ওর কাছাকাছি ছুরিঅলা দুজনকে গুরুত্ব দেয়নি এতটুকু।
কাউন্টারের কাছের পিস্তলঅলা যুবক মহিলার দিকে বামহাতে একটা কাপড়ের ব্যাগ ছুড়ে দিল।
'যা আছে এর ভেতর ঢুকান। তাড়াতাড়ি।'
ভদ্রমহিলা ভয়ে ভয়ে ড্রয়ার টানলেন। একমুঠো টাকা বের করে ব্যাগে ঢুকালেন। যুবকটি আবার তাড়া দিল। এবার ভদ্রতার ধার ধারল না। 'তাড়াতাড়ি কর,' বলে ধমকে উঠল।

এই সময় কাউন্টারের একেবারে কাছে বিজ্ঞাপন লাগানো কাঁচের দরজা ঠেলে ঢুকল লুবনা। ভেতরে কি হচ্ছে জানেনা সে। ঢুকতেই পিস্তলহাতে যুবকটি ঘুরে তাকাল সেদিকে। তারপর ঝট করে পিস্তল তাক করল তার দিকে। একেবারে নাকের সামনে।
লুবনা থমকে দাঁড়াল।
তাকিয়ে আছে সে যুবকের দিকে। এতটুকু নড়ছে না। এরই মধ্যে সে দেখে নিয়েছে শান্ত এবং কমলকে। কমল কাছাকাছি, শান্ত বেশ দুরে।
আবার কাউন্টারের মহিলার দিকে পিস্তল ঘুরাল যুবকটি। আরেকবার তাড়া দিল। লুবনা সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না। তারপর হঠাৎই যেন নড়ে উঠল সে। যুবকটি কিছু বুঝে ওঠার আগেই বামহাতে ঘুসি মারল যুবকটির মাথায়। টাল সামলাতে না পেরে টেবিলের কোনায় ধাক্কা খেল পিঠে। তাতে আরো বেশী ব্যথা পেয়ে কুঁকড়ে গেল শরীর। সোজা হয়ে ওঠার আগেই সামনে এসে দ্রুত একটা লাথি মারল লুবনা তার বুকে। আরেকবার টেবিলে ধাক্কা খেয়ে ব্যাথায় কঁকিয়ে উঠল সে। সামলে ওঠার আগেই ডানহাতে আরেকটা ঘুসি মারল লুবনা। যুবকটা হাঁটু ভেঙে বসে পরল মেঝেতে। পিস্তলসহ হাত নেমে গেছে মেঝের কাছে।

শান্ত ততক্ষনে এগিয়ে এসেছে। বাকী দুজন কিছু বুঝে ওঠার আগেই সামনেরজনকে কিক করল শান্ত। সে ছিটকে পড়ল। ধাক্কা খেল সেলফের সাথে। আরেকজন ছুরি বাগিয়ে ধরেছে তার দিকে। ভয় পেয়েছে সে। ছুরি দেখিয়ে অন্যদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করছে।
কিছু বুঝে ওঠার আগেই শান্ত এগিয়ে এসে একটা ঘুসি মারল ওর মুখে। চিৎ হয়ে পড়ল সে। দুজনের কেউ আর সাহস দেখানোর চেষ্টা করল না। দৌড়ে পালানোর পথও নেই। তাদের পিস্তলঅলা সঙ্গির অবস্থা দেখেছে তারা। বাইরে গেলে লুবনাকে পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।
পিস্তলঅলা যুবকটি একহাতে পিঠের কাছে চেপে ধরে আরেকহাতে পিস্তল উঠাচ্ছে লুবনার দিকে। কমল লাফ দিল। একপা মাটিতে রেখে আরেক পায়ে লাথি মারল ওর বুকের পাশে। রবার্তো কার্লোসের ফ্রিকিক নেয়ার মত। আরেকবার টেবিলে ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পরল যুবকটি। এখনো পিস্তর ধরে আছে ডানহাতে। কমল নিচুহয়ে খপ করে কব্জির কাছে চেপে ধরল দুহাতে। হাত ধরে মোচড় দিতে চেষ্টা করল। হাত ধরে রাখার অনেক কৌশল প্রাকটিশ করেছে কমল। কব্জির কাছে এমনভাবে ধরেছে যে যুবকটি কোন শক্তি ব্যবহার করতে পারছে না। পিস্তলের নলটা নিচের দিকে। লুবনা একপা সামনে এসে পিস্তলটা খুলে নিল ওর হাত থেকে। হাতে নিয়েই সেটা তাক করল ওর মাথার দিকে।
তারপর চমকে ভালভাবে তাকাল পিস্তলটার দিকে। রেগে আছাড় মারল মেঝেতে। শব্দ করে ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল সেটা।
রঙ করা প্লাষ্টিকের পিস্তল। হাত ছেড়ে দিয়ে হেঁসে ফেলল কমল।
দুরে দাঁড়ানো ক্রেতারা ততক্ষনে সাহস পেয়েছে। এগিয়ে আসছে ওরাও। কুপোকাত হয়েছে তিনজনই। ক্রেতাদের আগে তৎপর হল দোকানের সেলসম্যানরা। এগিয়ে এসে যুবকের জামা, চুল, হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল ভেতরের দিকে।
শান্ত এসে দাঁড়াল কাউন্টারের কাছে। লুবনার মুখে বিরক্তি। এখনও একটাও কথা বলেনি সে।
শান্ত আরেকবার তাকাল খেলনা পিস্তলের ভাঙা টুকরোগুলোর দিকে। আশ্চর্য্য, এখন খেলনা পিস্তল দিয়ে ডাকাতি খুবএকটা দেখা যায়না। খুব সহজেই সত্যিকারের পিস্তল কেনা যায়।
একজন মোটামত কালো লোক ভেতরের সিড়ি দিয়ে নেমে এসে দাঁড়াল শান্তর পাশে। সাথেসাথে চিনল কমল, ম্যানেজার। এরকাছেই এসেছে শান্ত। ম্যানেজার শান্তর পাশে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখল একবার।
‘চেনেন ?’ শান্ত জিজ্ঞেস করল ম্যানেজারকে।
তিনি ভাবলেশহীনভাবে আরেকবার চোখ বোলালেন যুবকের দিকে। মুখে বললেন, ‘ঠিক চিনি না। মনে হয় এলাকার।’
শান্ত বলল, ‘পুলিশে দিয়ে দিন।’
ম্যানেজার বললেন, ‘দেব। একটু ধোলাইও দেয়া দরকার। মনে থাকবে।’
বোঝা গেল এধরনের ঘটনা একেবারে নতুন না। মাঝেমাঝেই এদেরকে সামলাতে হয়।
ওদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেছে ভেতরে। এখন আর দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। ম্যানেজার ঘুরে লুবনার দিকে তাকিয়ে হাসল। ওদেরকে ধরার কৃতিত্ব লুবনার, দেখেছেন তিনি। লুবনা বিরক্ত হল তার হাঁসি দেখে।
কমল হেঁসে ফেলল লুবনার মুখভঙ্গি দেখে। লুবনার মুখভঙ্গি একেবারে ছোট মানুষের মত। কোনকিছু লুকানোর চেষ্টা নেই। ম্যানেজারকে সে পছন্দ করছে না পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ওর মুখ দেখে।
কমল হাঁসিমুখে এগিয়ে গেল তার দিকে।
‘কিছু কিনবেন ?’ লুবনাকে জিজ্ঞেস করল সে।
‘এই দোকানে কিনব না।’ বলল লুবনা।
বোঝা গেল রীতিমত রেগে আছে সে। শান্তর দিকে এমনভাবে তাকাল যেন দোষ এই দোকানের, এবং তারও এই সিদ্ধান্তই নেয়া উচিত। তারপর ফিরল কমলের দিকে, ‘চল যাই এখান থেকে।’
লুবনা ঘুরে গট গট করে হেঁটে বাইরের দিকে গেল। বাইরে বেরিয়ে সোজা গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কমল শান্তর দিকে তাকিয়ে একবার হাঁসল, তারপর তাকে অনুসরন করল। বাইরে এসে দুজনে তাকাল দোকানের ভেতরে। কাঁচের দরজা এখন খোলা। শান্তকে দেখা যাচ্ছে। কথা বলছে ম্যানেজারের সাথে। কাউন্টারের মহিলা টাকা ফেরত পেয়ে যায়গামত রাখছে। সবাই ভীড় করে দাঁড়িয়েছে কাউন্টারের কাছে। বাইরের কয়েকজনও সামিল হয়েছে ভিড়ে। বেশিরভাগেরই দৃষ্টি বাইরে লুবনার দিকে। রাস্তায় কয়েকজন পথচারী দাঁড়িয়েছে। বুঝেছে কিছু একটা ঘটেছে এখানে।
একটুপর শান্তও বের হয়ে এসে দাঁড়াল তাদের কাছে।
‘কোথায় যাবে ?’ শান্ত আসার পর কমলকে জিজ্ঞেস করল লুবনা।
ঘুরে তারদিকে তাকাল কমল। মুহুর্তের মধ্যেই তার রাগ চলে গেছে। হাঁসছে। যেন কিছুই ঘটেনি এখানে। অবাক হল কমল, মানুষের এত দ্রুত পরিবর্তন হয় কিভাবে ?
কমল উত্তর না দিয়ে শান্তর দিকে প্রশ্নবোধক চোখে তাকাল। শান্ত ঘাড় নাড়ল। হাঁ-না কিছুই বোঝা যায় না তাতে।
‘তেমন কোন কাজ নেই।’ জানিয়ে দিল কমল।
‘কাজ না থাকলে চল। গাড়ীতে করে ঘুরব।’ বলল লুবনা।
কমল একবার গাড়িটা দেখে নিয়ে তাকাল শান্তর দিকে। এবার সিদ্ধান্ত না নিয়ে উপায় নেই।
শান্ত কি যেন ভাবল এক মুহুর্ত। তবে সময় নিল না বেশী। বলল, ‘যা। বেশী দেরি করিশ না। আমার একটু কাজ আছে এখানে।’
শান্ত দাড়িয়ে থাকল। লুবনা দরজা খুলে কমলকে ওঠার সুযোগ করে দিল। নিজে ঘুরে গিয়ে আরেক দরজা খুলে ড্রাইভিং সিটে বসল। কমল উঠে দরজা বন্ধ করায় গাড়ি ষ্টার্ট দিল লুবনা।
ব্যাকগিয়ারে রাস্তায় নেমে এগিয়ে গেল সামনের দিকে। শান্ত আবার ঘুরে দোকানে এসে ঢুকল।

লুবনার গাড়িতে আগেও উঠেছে কমল। দেখেছে তার গাড়ি চালানোর দক্ষতা। এবার বলার মত কিছু না পেয়ে সেটাকেই আলোচনার বিষয় করে তুলল সে। মন্তব্য করল, 'আপনি খুব ভাল গাড়ি চালান।'
'অনেকদিন থেকে চালাই।' বলল লুবনা। 'এখানে গাড়ি চালানো খুব কঠিন। কখন কে সামনে এসে পরে ঠিক নেই।'
একজন লোক লাফ দিয়ে গাড়ির সামনে রাস্তা পার হল যেন তার কথা প্রমান করার জন্যই। সেদিকে ইঙ্গিত করল লুবনা। বলল, 'দেখলে ?'
কমল হেঁসে ফেলল। সে এধরনের ঘটনা দেখে অভ্যস'। শান্তর মোটরসাইকেলে চড়ে, হোসেনের গাড়িতে চড়ে সবসময়ই দেখে। তার নিজেরও অনেকসময় মনে হয়েছে সাবধান না হলে লোকটা নিচে পরত। জিজ্ঞেস করায় শান্ত বলেছে আসলে বিষয়টি তেমন না মোটেই। যে এভাবে রাস্তা পার হয় সে এগিয়ে আসা গাড়ির গতি, দুরত্ব এগুলো হিসেব করে রাস্তায় নামে। আর এভাবে রাস্তা পার না হলে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকেও লাভ হবেনা। সুযোগ পাবেনা ওপারে যাওয়ার। কোন গাড়িচালকই পথচারীকে রাস্তা পার হওয়ার সুযোগ দিতে গতি কমায় না।
অবশ্য অনভিজ্ঞ আর অন্যমনস্ক লোকের কথা আলাদা। মাথায় গন্ডগোল থাকা ড্রাইভারের কথাও আলাদা। কিছু ড্রাইভার থাকে যারা ধরেই নেয় রাস্তা তার জন্যই। একসিডেন্ট হতে যাচ্ছে জেনেও ধরে নেয় সরে যাওয়ার দায়িত্ব পথচারীর। গাড়ি না থাকলে তাদের রাস্তায় বের না হওয়াই উচিত।
সামনের দিকে তাকিয়ে রাস্তা দেখতে লাগল সে। লুবনার কথা বাঁজছে ওর কানে। এখানে বলতে কি বুঝাতে চাচ্ছে সে ? ঢাকা শহর ? নাকি বাংলাদেশ ?
ইউরোপে ছিল সে, জানে কমল। পড়াশোনা করেছে বৃটেনে। আরো অনেক দেশে ঘুরেছে। তার সাথে কি তুলনা করছে ? ওখানকার ট্রাফিক আইন খুব কড়া। গাড়ি বেশি হলেও এলোমেলোভাবে চলতে পারেনা কেউই। ট্রাফিক সিগন্যাল অমান্য করার সাহস নেই কোন ড্রাইভারের। এর কি সেখানে গাড়ি চালানোর লাইসেন্স আছে ?
অন্য কথায় গেল কমল। বলল, 'আপনি কি যেন কিনতে ঢুকেছিলেন ?'
লুবনা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'তেমন কিছু না। এমনিই। তোমাদের মোটর সাইকেল থামানো দেখলাম রাস্তার পাশে। তোমরা কি কিনতে গিয়েছিলে ?'
কমল বলল, 'দেখছিলাম কি কেনা যায়। ভাইয়ার কি যেন দরকার আছে ওখানে, ম্যানেজারের সাথে।'
লুবনা বলল, 'ওই মোটা কালো লোকটা ?'
কমল হেঁসে ফেলল। এখনও রেগে আছে ওর ওপর। কারন কি সে-ই বলতে পারবে হয়ত। সায় দিল কমল, ওটাই ম্যানেজার।
লুবনা জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কোন কেস ?'
কমল বলল, 'ওরকমই কিছু।'
বলে সাথেসাথেই কথা চাপা দিতে চেষ্টা করল কমল। এরকাছে যত কম বলা যায় ততই ভাল। হয়ত এখনই গাড়ি ঘুরিয়ে ফেরত যেতে চাইবে। এর এসব বিষয়ে আগ্রহ খুব বেশি।
কমল বলল, 'ওখানকার কিছু না। মনে হয় তার সাথে আলাপ করবে।'
লুবনা খুব গুরুত্ব দিয়েছে বলে মনে হলনা। স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'কেসের ধরন কি ?'
কমল বলল, 'নকল ওষুধ, আরো কি কি যেন। পত্রিকায় লিখছে বেশ কিছুদিন ধরে। কাজ হচ্ছে না তেমন। এখন হাতেনাতে কিছু করতে হবে। ওই দোকানেও বিক্রী করে।'
লুবনা বলল, 'কাজ কতদুর এগিয়েছে ?'
কমল বলল, 'অনেকদুর। আজ এক যায়গায় যাওয়ার কথা।'
লুবনা বলল, 'আচ্ছা। ঠিক আছে পরে শুনব। এখন কোনদিকে যাব বলতো ?'
কমল মাত্র ভাবছিল ভূল করে ফেলছে এত কথা বলে। তখনই কথা পাল্টালো মেয়েটা।
কমল বলল, 'জানিনা, যেদিকে ইচ্ছা।'
লুবনা বলল, 'তাহলে ওদিক দিয়ে ঘুরে বাসায় যাই। তুমি তো আমাদের বাসায় যাওনি। দেখে আসবে।'
কমল আপত্তি করল না। এই মুহুর্তে কোন কাজ নেই তার। বাড়ি গেলেও একাএকা বসে থাকতে হবে। শান্ত বলেছে কিছু কাজ আছে, তারমানে অল্প সময়ে ফিরবে না।
সামনের মোড়েই গাড়ি ঘুরাল লুবনা। গুলশানের দিকে যাচ্ছে, মনে করল কমল।

নাইন-ইলেভেনের ম্যানেজার মনোয়ার হোসেনের সাথে তার দোতলার কামরায় বসেছিল শান্ত।
মনোয়ার হোসেন তার নিজের রিভলভিং চেয়ারে বসেছেন। বড় টেবিলের অন্যদিকে শান্ত। টেবিলের ওপর কয়েকটা বিদেশী ওষুধের প্যাকেট। এগুলো সেই রহমান সন্সের তৈরী। কোন প্যাকেটে অবশ্য তাদের নাম নেই। কোন দেশেরই নাম নেই। দেখে সবগুলোই আমেরিকা কিংবা ইউরোপের কোন দেশের মনে হতে পারে। শান্ত একটা প্যাকেট নাড়াচাড়া করছে। একটু আগেই চা খেয়েছে দুজন। কাপ থেকে গেছে টেবিলে। আরো কিছু খাবারও দিয়েছিল। শান্তর ভাগ থেকে গেছে, খায়নি। জরুরী কাজের কথা জানানোয় খালি প্লেট-কাপ নিতে কেউ আসেনি।
'এগুলো কেনে কারা ?' প্যাকেট নাড়াচাড়া করতে করতে জিজ্ঞেস করল শান্ত।
মনোয়ার বললেন, 'এগুলো লাইফ সেভিং ড্রাগ না, বুঝতে পারছেন ভাল করেই। সাধারনত ধনী লোকেরা কেনে। যাদের যথেষ্ট টাকাপয়সা আছে।'
শান্ত প্রশ্ন করল, 'এরজন্য প্রেসক্রিপশন দরকার হয় না ?'
ম্যানেজার হাসলেন শান্তর কথা শুনে। প্রশ্নকর্তা খুব ভাল করেই উত্তরটা জানে। তবু তাকে দিয়ে বলাচ্ছে।

তিনি বললেন, 'অন্য দেশে হয়, এখানে পুরো বিষয়টাই ইলিগ্যাল। এগুলো লিগ্যাল ওয়েতে আমদানী করা হয় না। পারমিশন নেই। ওষুধের দোকানে খোঁজ করলে পাবেন না। আপনার কাছে লুকানোর কিছু নেই। ক্রেতারা চায়, বাজারে পাওয়া যায়, আমরাও লাভের জন্য রাখি। কারো খুব একটা ক্ষতি করছি বলে তো মনে হয় না। এতে কারো জীবনের ঝুঁকি আছে বলে তো আমার জানা নেই।'
একটু সময় নিল শান্ত তার মুল বক্তব্যে যেতে। এরসাথে নিশ্চিতভাবেই এদের লাভের বিষয় রয়েছে। কেউ সহজে নিজের লাভ ছেড়ে দিতে চায় না।
সে বলল, 'আপনারা লাভ করবেন তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এই ওষুধগুলো ভেজাল। আমার আপত্তি সেখানেই। ভেজাল ওষুধে জীবনের ঝুঁকি নেই একথা বলার কোন কারন নেই। জেনেশুনে সেটা বিক্রি করা বড়ধরনের অপরাধ।'
মনোয়ার হোসেন বললেন, 'এগুলো ভেজাল একথা আপনার কাছেই শুনছি। আমরা কিন্তু বিক্রি করছি অনেকদিন ধরেই-, কেউ কমপ্লেন করেনি আজ পর্যন্ত। কিছু মনে করবেন না, আপনি কি নিশ্চিত এগুলো ভেজাল ?'
শান্ত বলল, 'এগুলোর প্যাকিং কোথায় হয় সেটাও আমি জানি। দুএকদিনের মধ্যে সারাদেশের মানুষ জানবে।'
মনোয়ার নির্বাক চেয়ে থাকলেন শান্তর দিকে।
তারপর বললেন, ষ্ট্রেঞ্জ!'
শান্ত বলল, 'আমার তো মনে হয় আপনাদের না জানাটাই বেশী আশ্চর্য্যের।'
'যেমন ?'
শান্ত বলল, 'আপনারা যে দামে কিনছেন, যে দামে বিক্রি করছেন তা থেকে কখনো মনে হয়নি এটা কিভাবে সম্ভব হল? ইউরোপে যে জিনিষের দাম কয়েক হাজার টাকা সেটা এখানে কয়েকশ টাকায় বিক্রি সম্ভব হচ্ছে কিভাবে? এরসাথে বড় ধরনের অপরাধ জড়িত, বিষয়টা আদালতে যেতে পারে। আপনার কি মনে হয় একথা আদালত বিশ্বাস করবে?'
আর তর্ক করার আগ্রহ থাকল না মনোয়ারের। কি বলে বোঝানো যাবে একে? তিনি এবিষয়টি জানেন না ? বুঝতে পারেননি ? তার চোখ এড়িয়ে গেছে ? দেখার সময় পাননি ?
তার প্রতিপক্ষ যে অনেক বেশী বুদ্ধিমান। অনেক বেশি জানে, অনেক বেশি বোঝে। আর এই বিষয় নিয়েই কাজ করছে। এসবে কাজ হবে না বুঝে সরল পথে ফিরলেন তিনি। বললেন, 'কি করতে পারি বলুন।'
শান্ত যতটা সম্ভব আন্তরিকতা দেখাতে চেষ্টা করল। বলল, 'আপনি আমাকে হেল্প করেছেন এবিষয়ে। আপনার ক্ষতি হোক সেটা আমি চাই না। আবার এই ক্ষতিকর জিনিষগুলো বিক্রী হোক সেটাও চাই না।'
'বলুন।'
শান্ত বলল, 'আপনার ষ্টকে যা আছে সেগুলো নষ্ট করে ফেলবেন। আবার বলছি নষ্ট করে ফেলবেন। অন্য যায়গায় সরিয়ে রাখবেন না। আপনাদের কিছু আর্থিক ক্ষতি হবে, কিন্তু তাহলেও এটা করবেন।'
প্রমাদ গুনলেন ম্যানেজার। অনেকগুলো টাকা ইতিমধ্যে বিনিয়োগ করা হয়ে গেছে। এরা বাকিতে জিনিষ দেয় না, নগদ টাকায় কিনে নিতে হয়। এদিকে এর কথার অন্যথা করা যে যাবে না সেটাও বোঝা যাচ্ছে। এখন পর্যন্ত ভালভাবে বলেছে, এরপর হয়ত বিষয়টা এমন থাকবে না। এই দোকানের নাম উল্লেখ করে তথ্যপ্রমান তুলে ধরবে কাগজে, কিংবা আদালতে।
তিনি বললেন, 'বেশ। বাজারে অন্য যেগুলো আছে ?'
বেশ জোরের সাথে শান্ত বলল, 'কোনটাই থাকবে না।'
ম্যানেজারকে সায় দিতে হল শান্তর কথায়। হাত দিয়ে মাথার সামনের চুল ঠিক করে বললেন, 'বুঝেছি।'
আর দেরি করল না শান্ত। ওঠার প্রস'তি নিল। তার এখানকার কাজ শেষ।
'ধন্যবাদ, উঠি তাহলে। আর একটা কথা, আপনার সাথে আমার এবিষয়ে আলাপ হয়েছে একথা এখনই কাউকে জানানোর প্রয়োজন নেই। অন্তত আগামীকালের আগে।'
'নিশ্চিত থাকুন, তাই হবে।' হেঁসে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।
ম্যানেজার হ্যান্ডশেক করলেন শান্তর সাথে। শান্ত বেরিয়ে গেল। ম্যানেজার তাকিয়ে থাকলেন সেদিকে। তিনি বেতনভোগী ম্যানেজার। সিদ্বান্ত নিতে হবে মালিককে।
আজকের দিন পার করে তাকে জানালেও চলবে, একসময় সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি।

কমল জানে লুবনা থাকে গুলশানে। শুনেই তার ধারনা হয়েছিল এক নম্বর আর দুই নম্বরের মাঝামাঝি কোথাও হবে। আসলে গুলশান বলতে সে এই যায়গাটুকুই বোঝে। লুবনা আতাতুর্ক এভিনিউ নিয়ে দুই নম্বর থেকে এক নম্বরের দিকে আসতে শুরু করল, তারপর যখন এক নম্বর মোড় ছাড়িয়ে আরো সামনে গিয়ে ডানদিকে মোড় নিল তখন ভালভাবে চারিদিকে দেখল সে। এদিকটা নতুন তারকাছে। কিছুদুর এগিয়ে মুল রাস্তার ধারেই বিশাল এক দোতলা বাড়ির গেটে এসে গতি কমাল লুবনা। হর্ন বাজাল সেখান থেকেই। বাজিয়ে বসে থাকল কারো খুলে দেয়ার অপেক্ষায়।
কয়েক মিনিট কেটে গেলে কমলের মনে হল হয়ত কেউ শুনতে পায়নি। এদিকে লুবনা একবারই মাত্র হর্ন বাজিয়েছে। কমলের মনে হল আবার বাজানো উচিত। লুবনার দিকে আড়চোখে চেয়ে দেখল সে সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে। সে না বলে পারল না, 'মনে হয় শুনতে পায়নি।'
লুবনা ঘুরে তাকিয়ে হাঁসল। তক্ষুনি গেটটা খুলতে শুরু করল।
দারোয়ান ? না অন্য কেউ ?

যে গেট খুলল তাকে দেখে একবার চিন্তা করল কমল। লোকটার পড়নে ভাল ভদ্রপোষাক, স্বাস্থ্যচেহারা দেখেও শিক্ষিত মনে হয়। অথচ ভাব দেখে মনে হচ্ছে কোন অপরাধ করেছে। লুবনার মুখের দিকে তাকানো যাবে না। মাথা নিচু করে একেবারে মাটির দিকে চেয়ে আছে। চাকা লাগানো গেট, টেনে রেলের ওপর দিয়ে একদিকে সরাতে হয়। পুরো গেট খুলে তারপাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল গাড়ি ঢোকার।

গাড়িটা ভেতরের গাড়ি বারান্দায় থামাল লুবনা। সেখানেই দুজন নামল। কমল নেমে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। চোখ জুড়িয়ে গেল ওর। দেয়াল ঘেরা বিশাল দোতলা বাড়ি। বাড়ির রঙ ধবধবে সাদা। যেন আলো ছড়াচ্ছে। বাড়ির গঠন দেখেই বোঝা যায় অনেক আগের তৈরী। কোথাও কোথাও সবুজ রঙের ঢালু ছাদ লাগানো। সৌন্দর্য্য বাড়ানোর জন্য করা হয়েছে নিশ্চয়ই। দেয়ালের ভেতরে চারিদিকে বিশাল খোলা যায়গা। সবুজ মসৃন ঘাস, সুন্দর সুন্দর গাছপালা। তবে গাছ লাগিয়ে সব যায়গা ভর্তি করা হয়নি। বেশিরভাগ যায়গায় শুধুই ঘাস লাগানো। ঘাসগুলো নিশ্চয়ই বিশেষ ধরনের। কার্পেটের মত মসৃন, ঘন। সব যায়গা ঝকঝকে পরিস্কার।

কমল দেখল গেট খুলে দেয়া লোক গেট বন্ধ করে একবারও লুবনার দিকে না তাকিয়ে বাগানের ওপাশে ছোট একটা ঘরের দিকে চলে গেল।

বারান্দার সামনেই গাড়ি রেখে নামল লুবনা। কমলও নেমে দাঁড়িয়েছে। তাকে 'এসো' বলে ভেতরের দিকে পা বাড়াল লুবনা।

কমল অনুসরন করল তাকে। দুজনে উঠল বারান্দায়। বারান্দা থেকে ঢুকলেই বিশাল একটা ঘর। হলরুম। মাঝখানে সবুজ রঙের বড় কার্পেট, চারিদিকে সোফা। কাঠের ফার্নিচার। একদিক থেকে সাদা মার্বেল পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরের দিকে। লুবনা সোজা সেদিকে এগোল। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল ওরা।

কমল তাকে অনুসরন করে দোতলার বারান্দা পেরিয়ে কোনার একটা ঘরে ঢুকল। এটা লুবনার ঘর, ঢুকেই বুঝল কমল।

ঘরে একপাশে ছোট একটা বিছানা। বেশ নিচু। কাছেই মাঝারি আকারের টেবিল। সামনে চেয়ার। তারপাশে দেয়াল ঘেঁসে পাশাপাশি দুটা বুক সেলফ। সেলফ ভর্তি বই সুন্দরভাবে সাজানো। টেবিলের একটু পাশে দেয়ালে একটা বড় ছবি। লুবনার। হাসছে দাঁত বের করে। পড়নে শীতের পোষাক। গলাউচু সোয়েটার, মাথায় উলের টুপি। ওর পিছনের গাছপালা দেখে কমল বুঝল এটা ইউরোপের কোন দেশের। এদেশে ওধরনের পাইনবন নেই। দুরে নীল পাহাড়ের চুড়া দেখা যাচ্ছে। আকাশটাও খুব বেশি নীল।

বড় ছবিটাকে ঘিরে আরো কয়েকটা ছোট ফটোগ্রাফ। গাছপালা, ঘরবাড়ি, লেক, পাখি এসবের।

অন্যদিকের দেয়ালে মাঝারি সাইজের টিভি ঝুলানো। টিভি বন্ধ থাকায় দেখে ছবিছাড়া ফ্রেম মনে হচ্ছে। এছাড়া আরকিছু নেই ঘরে। সবকিছু রাখার পরও ঘরে অনেক ফাঁকা যায়গা। অধিকাংশ যায়গাই ফাঁকা। সাদা টাইলস দেয়া ঝকঝকে মেঝে। ডিম্বাকার একটা ছোট কার্পেট বিছানার সামনে রাখা।

ঘরে ড্রেসিং টেবিল নেই। এমনকি বড় কোন আয়নাও চোখে পড়ল না কমলের। নিশ্চয়ই অন্য কোন ঘরে আছে, ধরে নিল সে। এতবড় বাড়িতে ঘরের যখন অভাব নেই। কোন জামাকাপড়ও নেই এই ঘরে।

'বস।' কমলকে বসতে বলে লুবনা বসল তার বিছানায়।

কমল চেয়ারে বসল, টেবিলের সামনে। খুব নরম না হলেও বেশ আরামদায়ক চেয়ার। ইচ্ছে করলে হেলান দিয়ে দোল খাওয়া যায়। এডজাষ্টেবল। যারা অনেকটা সময় চেয়ারে বসে কাজ করে তারা ব্যবহার করে। লুবনা নিশ্চয়ই এখানে বসে পড়াশোনা করে, মনে হল কমলের। একটা টেবিল ল্যাম্প এমনভাবে রাখা, বই খুললে বইয়ের পাতায় আলো পড়বে।

'একটু বস আমি আসছি।' বলল লুবনা। পাশের দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়েও ফিরে তাকাল, 'হাতমুখ ধোবে ?'

কমল মাথা নেড়ে না বলল। বাইরে গরম থাকলেও লুবনার গাড়ি ঠান্ডা। মোটেই খারাপ লাগছে না তার। লুবনা দরজা দিয়ে ওপাশে চলে গেল। একটুপরই ফিরল সাদা একটা তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে। তোয়ালেটা বিছানার একপাশে ঝুলিয়ে রেখে বিছানায় উঠে বসল, 'এখন বল মিশনটা কি ?'

চমকে উঠল কমল। এখনও মনে রেখেছে?

নাকি অপেক্ষা করছিল কখন প্রশ্নটা করবে?

সন্যাসীদের ধ্যান করার মত পদ্মাসনে বসেছে লুবনা। কমলের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে।

যতটা সম্ভব কম জানাতে হবে, মনে মনে ঠিক করে নিল কমল। সেই গুন্ডাকে ধরতে যাওয়ার জন্য কি আগ্রহ সেটা সে দেখেছে আগেই। হয়ত বলে বসবে সাথে যাওয়ার কথা। এ সাথে গেলে নির্ঘাৎ সব গড়মিল করে দেবে।

সে আমতা আমতা করে বলল, 'আমি ঠিক জানি না। আজ রাতে একবার যেতে হবে, এটুকু জানি।'

লুবনা বলল, 'এবার আমি যাব সাথে।'

কোন রাখঢাক নেই, একেবারে সরাসরি প্রস্তাব। কি বলে বিরত রাখা যায় একে ? এক মুহুর্ত ভাবার চেষ্টা করল সে। মনেমনে কথা গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'এখন তো কিছু করতে হবে না। ভেতরে ঢুকে কিছু ছবি উঠিয়ে আনবে। এভিডেন্স।'

লুবনা বলল, 'আমিও ভাল ছবি উঠাতে পারি। দেখ- এগুলো আমার তোলা।'

দেয়ালে লাগানো ছোট ছবিগুলি দেখাল সে।

কমল দেয়ালের ছবিগুলো দেখল আবারও। সত্যিই সুন্দর হাতের কাজ। সুন্দর কম্পোজিশন। কোথাও আলোছায়া কমবেশী নেই। ক্যামেরা ব্যবহারে দক্ষতা, সেইসাথে শৈল্পিক দৃষ্টি দুইই ধরা যায়।

উঠে বুক সেলফের ভেতর থেকে মাঝারি লেন্স লাগানো একটা ক্যামেরা বের করল লুবনা। বলল, 'এই যে ক্যামেরা। অনেক দুর থেকে ছবি উঠানো যায়। ডিজিটাল ক্যামেরাও আছে।'

কমলের দিকে বাড়িয়ে দেয়ায় সে হাতে নিল ক্যামেরাটা। লম্বা লেন্স হলেও বেশ হাল্কা। অনায়াসে হাতে ধরে ছবি উঠানো যাবে।

কমল বলল, 'খুব সুন্দর তো।'

চামড়ার খাপ খুলে ক্যামেরা বের করল কমল। লুবনা আবার বসল আগের যায়গায়।

লুবনা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ছবি তুলতে পার ?'

কমল বলল, 'একটু একটু।'
একটু অসন্তুষ্টই হল কমল মনে মনে। কেমন বোকার মত প্রশ্ন। রীতিমত পড়াশোনা করেছে কমল ফটোগ্রাফি সম্পর্কে। আর সাথে তার ভাইয়া তো আছেই। রীতিমত বিশেষজ্ঞ। তারকাছে হাতেকলমে শিক্ষা। কোন ছবিতে কি ত্রুটি অনায়াসে বের করে দিতে পারে সে।
লুবনা বলল, 'একদিন বাইরে যাব ছবি উঠাতে।'
একটু থেমে যোগ করল, 'ঢাকা শহরে ছবি উঠাতে ভাল লাগেনা। চারিদিকে শুধু তার আর তার, পোষ্টার আর পোষ্টার, মানুষ আর মানুষ।'
কমল হেসে ফেলল। মনে পরল আরো একজন ফটোগ্রাফার ঠিক এই কথাই বলেছিল। সে বলল, 'মানুষের ছবি উঠাবেন। বিভিন্ন ধরনের মানুষ।'
লুবনা ঠোটের একদিক কুঁচকে বলল, 'এসব ছবি দেখলে সবাই বলবে ওদেশের মানুষ কি নোংরা।'
কমল লেন্সের ঢাকনা খুলে ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। অটো-ম্যানুয়েল দুভাবেই ফোকাস করা যায়। কমল হাত দিয়ে লেন্স ঘুরিয়ে ফোকাস করল। জানালার বাইরে, দুরে একটা বাড়ির ছাদের কোনায়। কয়েকটা কবুতর বসে আছে সেখানে। দুর থেকেও কবুতরের মাথা পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে সে।
লুবনাও তাকে অনুসরন করে তাকাল বাইরের দিকে।
কমল জিজ্ঞেস করল, 'ফিল্ম আছে ?'
লুবনা বলল, 'হ্যাঁ, ছবি উঠাবে ?'
কমল বলল, 'এই আলোতে ভাল হবে না।'
সুযোগ পেয়ে সেটা হাতছাড়া করল না কমল। ভাল ছবির জন্য আলো খুব গুরুত্বপুর্ন, জানে সে। সব যায়গায় সমান আলো থাকতে হয়।
লুবনা বলল, 'আচ্ছা, কিছুক্ষন পর নিচে যেয়ে উঠাব তাহলে। বাগানে ভাল হবে। অবশ্য যা রোদ চারিদিকে।'
ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল কমল। পেনট্যাক্স। অনেক জাপানী কোম্পানীর জিনিষ অন্যদেশে তৈরী হয় জানে সে। এটা জাপানেরই তৈরী। তারমানে অনেক দাম। শান্তর ক্যামেরা আছে কয়েকটা, এত দামী ক্যামেরা নেই। অবশ্য শান্ত বেশিরভাগ সময় ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করে। সাথেসাথেই ছবি ব্যবহার করা যায়।
এইসময় ট্রেতে চা নিয়ে বুয়া ঢুকল ঘরে। ট্রে নামিয়ে রাখল কমলের সামনের টেবিলে। দুটা কাপে বানানো চা। আরেকটি পাত্রে সম্ভবত চিনি, ঢাকনা দিয়ে ঢাকা।
লুবনা বিরক্ত হয়ে তাকাল বুয়ার দিকে। জিজ্ঞেস করল, 'শুধু চা কেন?'
তারচেয়েও অবাক হল বুয়া। প্রশ্ন করল, 'কি দেব ?'
লুবনার বিরক্তি আরো বাড়ল। বলল, 'আমি দেখছি। চা নিয়ে যান এখন।'
কথা বলে লুবনা উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কমল লক্ষ্য করল বুয়াকে আপনি করে বলল লুবনা। এ কাজের মেয়ে না হয়ে অন্যকিছু হতেই পারেনা।
কমলের দিকে অবাক হয়ে একবার তাকিয়ে সে ট্রেটা তুলে নিয়ে চলে গেল লুবনার পিছনে। তার ভঙ্গি দেখে অসনে-োষের কারন বুঝল কমল। না বলাতেই কাজ করার এই পুরস্কার। মানুষ যদি একটু ভালমন্দ বোঝে ? অন্যেরা তো তিনবার না বললে কাজেই হাত দেয় না।
ক্যামেরাটা কিছুক্ষন উল্টেপাল্টে দেখে, লেন্সের ঢাকনা লাগিয়ে খাপে ঢুকাল কমল। টেবিলে রাখল।
ক্যামেরাটা যেখানে রেখেছে সেটা একটা প্যাড। ক্যামেরা উচু করে প্যাডটা দেখল কমল। ভ্রু কোঁচকাল তার। কোথায় যেন দেখেছে এই প্যাডের পাতা ?
ক্যামেরা রেখে দ্রুত প্যাড থেকে একটা পাতা ছিড়ে ভাঁজ করে বুকপকেটে রাখল। প্যাডটা রেখে তার ওপর ক্যামেরাটা রাখল। সেলফের বই দেখতে লাগল মনোযোগ দিয়ে।
আসলে কি বই দেখছে ?
না। ঝড়ের মত চিন্তা খেলে যাচ্ছে ওর মাথায়। কি অদ্ভুত মেয়ে এটা !
তারসাথে দেখা হওয়ার শুরু থেকে একবার সবকিছু মনে করার চেষ্টা করল কমল।
প্রথমবার দেখা হল রাস্তায়। ট্যাক্সি থামানোর চেষ্টা করছিল কমল, সেখানে এসে থামল। ওকে উঠিয়ে নিয়ে সেই গুন্ডা লোকটাকে ফলো করল। বাড়ি চিনে পরে সেখানেই পাওয়া গিয়েছিল লোকটাকে।
নাম শুনেই শান্তকে চিনেছিল, ভোলেনি কমল। তারসাথে যেয়ে তাদের বাড়ি চিনে এসেছে প্রথম সুযোগেই।
তারপর সেই লোকটাকে ধরার জন্য কি আগ্রহ। ফোন করে তাগাদা দিল, অবশ্য কাজ হয়ে যাবার পর। কমল ব্যথা পেয়েছে শুনে পরদিনই ব্যাগভর্তি খাবার নিয়ে হাজির হল সেখানে। যেন রুগী দেখতে এসেছে। কয়েক ঘন্টা কাটাল ওর সাথে। কত রকমের আলাপ। নিজের কথা বলল। ইংল্যান্ডে থাকার গল্প করল। ঘুরেছে আরো অনেক দেশে। যত সব মজার মজার বিষয়ে আগ্রহ। বেকার স্ট্রীটে শার্লক হোমসের বাড়ি দেখতে গিয়েছিল। এদিকেই মনে হয় আগ্রহ বেশী। শান্ত কি কি কাজ করেছে, কতজনকে ধরেছে এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করল। শান্ত অনেকবার তাকে নিষেধ করেছে এসব বিষয় নিয়ে অন্যদের সাথে বেশি আলাপ করতে। কমল সেকথা মনে রেখে বারবার চেষ্টা করেছে সেগুলি না বলার, কিন্তু যখনই ওর দিকে তাকায় তখন না বলে পারে না। বড় বড় চোখে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে, মনেহয় একে বিশ্বাস করলে কোন ক্ষতি নেই। এরকাছে কিছু লুকিয়ে রাখা যায় না।
আজকের কথাও মনে হল কমলের। নিশ্চয়ই শান্তর মোটরসাইকেল দেখে ঢুকেছে। তারপর ভেতরে ঢুকে কেমন ধাম করে ঘুসি মেরে বসল। যদি ওটা সত্যিকারের পিস্তল হত ? যদি গুলি করত ?
মেয়েটি কি বোকা ?

তাও তো মনে হয়না। শুধু এই অদ্ভুত কান্ডকারখানা বাদ দিলে সব তো ঠিকই আছে। এমনিতে চলনে বলনে কোন ধরনের চঞ্চলতা নেই। বেফাঁস কথাও বলে ফেলে না। কথাবার্তায় যথেষ্ট হিসেবি। কমল লক্ষ্য করেছে তারসাথেই সবসময় সব বিষয়ে আলাপ করে, পারতপক্ষে শান্তর সাথে সরাসরি আলাপে যায় না। শান্তর কাছে কোন প্রশ্ন থাকলে তাকে দিয়ে বলায়।

লুবনা ঘরে ঢুকল একটু পরই। ওর হাতে বড় একটা ট্রেতে ভর্তি কমলা, আঙুর, কলা। বড় একটা মগে সম্ভবত দুধ। আরেকবার অবাক হল কমল। এ যেন দুপুরের ভোজ। কোনটা খাবে এখান থেকে ?

ট্রে বিছানায় নামিয়ে রেখে লুবনা একটা কালো আঙুর ছিঁড়ে মুখে দিল। কয়েকটা তুলে দিল কমলের হাতে। তারপর বিছানায় বসে একটা কমলা হাতে নিয়ে খোসা ছাড়াতে লাগল।

জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ভাইয়ার সাথে সব যায়গায় যাও ?'

আবার সেই আলাপ।

কমল প্রশ্নটা বুঝল না প্রথমে। বাইরে তো দুজন একসাথেই যায়, তাই বলে কি একসাথে অফিসেও যাবে ? গিয়ে বসে থাকবে কোথাও ?

ঠাট্টা করার সুযোগ পেয়ে ছাড়ল না সে। জিজ্ঞেস করল, 'অফিসে ?'

'না। এধরনের কাজে ?'

কমল সাথেসাথে সামলাল নিজেকে। তার খোঁচায় কিছু মনে করেনি। আরেকবার এমন কিছু বলা যাবে না। সে স্বাভাবিকভাবে বলল, 'না, অনেক সময় একা যায়, অনেক সময় হোসেন ভাইকে নিয়ে যায়।'

লুবনা জিজ্ঞেস করল, 'আজ কে কে যাবে ?'

মনে মনে স্বসি- পেল কমল। যাক, যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়েছে তাহলে। বলল, 'আমরা দুজন একসাথে, হোসেন ভাই আলাদা।'

লুবনা বলল, 'হুঁ, কটায় বের হবে ?'

কমল জানাল, 'ঠিক নেই। রাতে, রাস্তার লোকজন কমে গেলে।'

লুবনা বলল, 'আচ্ছা। এটা খাও।'

খোসা ছাড়ানো কমলা ওর হাতে দিল লুবনা। কমল একটু ভেঙে নিয়ে মুখে দিল। বুক সেলফের দিকে তাকাল। এবার অন্য প্রসংগে যেতে হবে। বলল, 'একটা বই নেব পড়ার জন্য।'

'কোনটা ?'

সেলফের দিকে তাকাল লুবনাও।

'ওই যে-'

কমল হাত দিয়ে সেলফে একটা বই দেখাল। লুবনা সেলফ থেকে বইটা বের করে হাতে নিল। খুলে মাঝখানের একটা পাতা বের করে সেদিকে তাকাল। অনেকগুলি হাতে আঁকা পাখির ছবি সেখানে।

কমল লক্ষ্য করল বইটা সাথেসাথে ওর হাতে দিল না। কমলের হাতে কমলা। বই নিলে ওটা রেখে দিতে হবে।

লুবনা বলল, 'একটা জিনিষ কিনেছি তোমার জন্য।'

অবাক হল কমল। জিজ্ঞেস করল, 'কি ?'

লুবনা বলল, 'এখন বলব না। সময়মত দেখতে পাবে। নাও। আরো অনেক বই আছে পাশের ঘরে। ওটা পড়ার ঘর। তোমার যেগুলো পছন্দ হয় নিয়ে যাবে।'

কমলাটা শেষ করতে হল। কলা খেতে হল। খাবনা খাবনা করেও মগটা শেষ করতে হল।

এরপর বইটা এগিয়ে দিল লুবনা। সেলিম আলীর 'বুক অব ইন্ডিয়ান বার্ডস'। অনেক খুঁজেও লাইব্রেরীতে পায়নি এতদিন।

কিছুক্ষন পর বইটা সামনেই রেখে কয়েকটা আঙুর হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়াল দুজন। বারান্দার সামনে কিছুটা ফাঁকা যায়গা। সোজা বাইরে যাওয়ার গেট, বারান্দা থেকে গেট পর্যন্ত নক্সাকরা ইট বিছানো রাস্তা। বাড়ির গেটের সামনে আড়াআড়ি রাস্তা। বারান্দায় দাঁড়ালে দেখা যায় রাস্তার ওপারে বড়বড় বাড়ি। এই বাড়িটাই আশেপাশের অন্যান্য বাড়ির তুলনায় নিচু। তবে বাড়ির ঠিক ডানদিকে কিছুটা ফাঁকা যায়গা। এখানে বাড়ি তৈরী হয়নি এখনো। বড়বড় দুটা আমগাছ সেখানে। নিচে মনেহল শাকসবজি লাগানো হয়েছে, এখনো বড় হয়নি। একটা ছোট টিনের চালাঘর দেখা যাচ্ছে।

বামদিকে ছয়তলা বাড়ি।

সামনের দিকে তাকিয়ে লুবনা বলল, 'আগে রাস্তার ওপারে কোন বাড়ি ছিল না। এখানে দাঁড়ালে শুধু ধানক্ষেত দেখা যেত। অনেক দুরে দুরে একটা দুটা টিনের ঘর ছিল।'

কমল বলল, 'আমি আগে কখনো এদিকে আসিনি।'

হেঁসে ফেলল লুবনা। বলল, 'আগে এলেও দেখতে পেতে না। আমি বলছি পনের বছর কি আরো আগের কথা। অবশ্য কয়েক বছর আগেও এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগত। ওখানে অনেকগুলো বড় বড় গাছ ছিল, সেগুলোও কেটে ফেলেছে।'

হাত দিয়ে রাস্তার ওপারটা দেখাল লুবনা। এমনভাবে বলল যেন খুব দুঃখজনক কোন ঘটনার উল্লেখ করছে। কমলের মনে হল আসলেই এখন ওখানে দাঁড়িয়ে বাইরে দেখার কিছু নেই। দেখলে পরের বাড়ি দেখতে হবে। সময় কাটানোর জন্য বরং নিচে ঘাসের ওপর যাওয়া ভাল। খালিপায়ে হেঁটে বেড়ানোর জন্য চমৎকার যায়গা। সম্ভবত রোদের জন্য লুবনা নিচে যেতে চাইছে না।

একটা স্কুটার এসে থামল এইসময় বাড়ির গেটের সামনে। একজন মোটামত লোক নামল সেটা থেকে। ভাড়া মিটিয়ে নিজেই বাইরে থেকে হাত গলিয়ে ছোট গেট খুলে ঢুকল ভেতরে। সোজা সামনে লুবনাকে দেখে হাঁসল। লুবনা সামান্য মাথা নাড়ল। লোকটাও কোন কথা না বলে গেট খুলে দেয়া লোক যেদিকে গেছে সেদিকে চলে গেল।

অল্প কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকেই ভেতরে ঢুকল ওরা। তারপর লুবনার লাইব্রেরী দেখতে গেল কমল। ওর ঘরের পাশেই। দরজা টেনে বন্ধ করা ছিল। দরজা খুলে ঘরে ঢুকে থ হয়ে গেল কমল।
চারিদিকে শুধু বই আর বই।
বিশাল ঘর। চারিদিকে দেয়াল জুড়ে কাঠের আলমারী। সেগুলি ভর্তি বই। মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উচু সেলফ। জানালার যায়গাটুকু ছাড়া এতটুকু ফাঁকা নেই দেয়ালের কোনদিকে।
কোন বাড়িতে এত বই থাকতে পারে ভাবা যায় না।
লুবনা ভেতরে ঢুকে টেবিলের কাছে বড় একটা চেয়ারে বসল। হেলান দেয়া চেয়ার। বোঝা গেল কমলকে তার ইচ্ছেমত দেখার সুযোগ করে দিচ্ছে। কমল সেলফের সামনে দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে শুরু করল।
সবগুলো বইয়ের নাম পড়তেই কয়েকদিন লেগে যাবে। কে কিনেছে এগুলো ? প্রথমে একথাই মনে হল কমলের।
লুবনার পক্ষে কেনা সম্ভব না। কোন একজন মানুষের পক্ষেই এত বই পছন্দ করে কেনা সম্ভব না। দিনে দশটা করে সারাবছর কিনলেও এত বই জমা হবে না। আর এধরনের সংগ্রহ তৈরী হবে না সারা জীবনেও। এখানে সব বই বাছাই করা।
লাইব্রেরীর মত সেলফে নাম লেখা না থাকলেও কমল দেখল একেক ধরনের বই একসাথে করে রাখা। বেশিরভাগই ইংরেজী। সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা সবধরনের বই চোখে পরল ওর।
ঘুরে ঘুরে একসময় বাংলা বইয়ের সামনে এসে দাঁড়াল কমল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বঙ্কিম, মানিক, বিভুতি এদের সব লেখা রয়েছে এখানে। রচনাবলী। মনে হয় একসাথে কেনা। সেতুলনায় নতুন লেখকদের বই কম। সামপ্রতিক সময়ে বের হয়েছে এমন গল্প উপন্যাস চোখে পরল না কমলের।
ঘুরে দেখল লুবনা তখনো হেলানো চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে আছে। ওর সামনে ঘরের মাঝখানে পড়ার টেবিল ঘিরে কয়েকটা কাঠের চেয়ার। দেখা শেষ করে একসময় এসে একটা চেয়ারে বসল কমল।
ঘরটা নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। বন্ধ রাখলে ঘরে একধরনের গন্ধ হয়, তা নেই এখানে। মেঝেয় খয়েরি রঙের পরিচ্ছন্ন কার্পেট। লুবনা কিংবা অন্য কেউ হয়তো পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে গেলে ঘুমায় এঘরেই। একদিকে ছোট একটা খাটে বিছানা পাতা। খাটটা এমনভাবে ঢাকা যে কিসের তৈরী বোঝা যাচ্ছে না। বিছানার পাশে মেঝেতে কয়েকটা বই রাখা। পড়ার টেবিলে কয়েকটা বই। সুন্দর একটা কলমদানি ভর্তি নানারকম কলম। একটা বড় শক্ত কাগজের বাক্স। সম্ভবত এরমধ্যে লেখার কাগজ। যে-ই লিখুক, কাগজকলম ব্যবহার করে। এঘরে কম্পিউটার নেই। চেয়ারে বসে কলমদানিটা হাতে নিল কমল। নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল।
লুবনা এখনো চোখ খোলেনি। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই।
বাড়িতে কি আর কেউ নেই ?
গেট খুলে দেয়া অল্পবয়সী লোকটা, মোটা লোকটা আর বুয়া ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি। ওরা দুজন বোধহয় বাগানের পাশের ঘরে থাকে। ছোটখাট একটা বাড়ি সেটা। মনেহচ্ছে তারা সেখান থেকে এদিকে খুবএকটা আসেনা। বুয়াও একবার দেখা দিয়ে কোথাও চলে গেছে। একেবারে নিশ্চুপ চারিদিক। বাইরের শব্দও পৌছায় না এই ঘরে।
একসময় চোখ খুলল লুবনা। কমলের দিকে তাকিয়ে হাসল।
‘কেমন ?’
‘ভাল। এত বই কোন বাড়িতে দেখিনি।’ বলল কমল।
তারপর একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করল, ‘সব বই আপনি পড়েন ?’
লুবনা কি যেন ভাবল প্রশ্নটা শুনে। সময় নিল উত্তর দিতে। বলল, ‘না। অনেক বই আমার ছোটবেলা থেকেই দেখছি। তোমার খুব ছোটবেলার কথা মনে আছে ?’
অবাক হল কমল। বলল, ‘খুব একটা না।’
‘আমারও না।’ বলল লুবনা, ‘শুধু এই ঘরটার কথা মনে আছে। সেলফ থেকে বই টেনে টেনে নিচে ফেলতাম। এখানে বসলেই যেন দেখতে পাই।’
বলেই চুপ করে গেল লুবনা।
কিছু একটা ভাবছে। কিছু একটা মনে পরেছে, সেটাই ভাবছে।
কমলের খুব ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করতে, আর কে ছিল তখন ? নিশ্চয়ই তার বাবা-মা। এখন তারা কোথায় ? বাড়িতে আর কেউ নেই কেন ? লুবনা কখনো তাদের কথা বলেনা কেন ? ওই মোটা লোকটা কে ? নিশ্চয়ই সাধারন কাজের মানুষ না। তারসাথে একটা কথাও বলল না কেন ?
লুবনা চোখ নামিয়ে বসে আছে চুপ করে। কথা বলতে চাইছে না। কমলের কিছু জিজ্ঞেস করা হল না। ওর মনটা খারাপ হয়ে গেল।

রাতে সোফায় হেলান দিয়ে শুয়ে লুবনার কাছ থেকে আনা বইটা দেখছিল কমল। শান্ত ফিরেছে কিছুক্ষন আগে। মাত্র খাওয়াদাওয়া সেরেছে। কমলকে আরেকবার মনে করিয়ে দিয়ে রাতের অভিযানের কথা। এখন ভেতর থেকে এসে আরেক সোফায় বসল। কমলকে বলল, ‘তৈরী হয়ে নে, সময় হয়ে আসছে।’
কমল বইটা সেখানেই সোফায় রেখে উঠে বসল। তারপর ভেতরে চলে গেল। পোষাক পাল্টানোর দরকার নেই। ভেতরের ঘর থেকে জুতা হাতে ফিরে এসে সোফায় বসে জুতা পায়ে দিতে লাগল। শান্ত বইটা হাতে নিয়ে দেখছে। পাতা উল্টাতে উল্টাতে প্রশ্ন করল, ‘কার বই ?’

কমল বলল, 'লুবনা আপার।'
শান্ত বলল, 'ভাল, কোথায় গিয়েছিলি দুজন ?'
কমল বলল, 'কোথাও না। ওনার বাসায়।'
শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'কি দেখলি ?'
কমল বলল, 'খুব সুন্দর বাড়ী। অনেক বড়।'
শান্ত বলল, 'হুঁ, সে তো বোঝাই যায়।'
শান্তর দিকে একবার তাকাল কমল। লুবনা ধনী এবং সৌখিন সেটা তার পোষাক-আষাক চালচলন দেখে, কথা শুনে বোঝাই যায়। আর যে গাড়িটা চালিয়ে বেড়ায় সেটাও অনেক দামী। ইটালিয়ান। কাজেই বাড়িটাও বড় হবে এটাই তো স্বাভাবিক।
সে অন্য কথায় গেল। বলল, 'কি বলেছে জানো ?'
শান্ত বলল, 'তোকে বলেছে ?'
জুতার ফিতা বাঁধতে বাঁধতে কমল অবাক হয়ে মুখ তুলল, 'হ্যাঁ। আমিই তো ছিলাম।'
শান্ত বলল, 'তাহলে আমি জানব কি করে ?'
কমল গায়ে মাখল না সেটা। বলল, 'বলেছে তুমি যদি আপনি করে বল তাহলে তোমার সাথে কথা বলবে না।'
এবার শান্তর অবাক হওয়ার পালা। বলল, 'কি করতে হবে ?'
কমল বলল, 'তুমি করে বলবে। ছোট তো-'
একটু ভাবল শান্ত। তারপর বলল, 'হুঁ, তুই বললেও হয়। বুদ্ধিতে তোর সমানই হবে।'
কমল হেঁসে ফেলল। বলল, 'মনে হয় খুশীই হবে।'
বলে জুতার ফিতা বাঁধা শেষ করে উঠে দাঁড়াল কমল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখনই যাবে?'
শান্তও তাকাল ঘড়ির দিকে। বলল, 'চল। একটা জ্যাকেট গায়ে দিয়ে নে, ঠান্ডা আছে বাইরে। বৃষ্টিও হতে পারে।'

বৃষ্টি না এলেও আকাশ একেবারে থমথমে হয়ে আছে। ঘনঘন বিদ্যুত চমকাচ্ছে। খুব বেশি রাত হয়নি, তবুও রাস্তায় লোকজন কমে গেছে একেবারে। অধিকাংশ বাড়ির আলো নিভে গেছে। মুল রাস্তার সোডিয়াম ল্যাম্পগুলো জ্বলছে অনেক দুরে দুরে। একটা করে বাদ দিয়ে। মোটরসাইকেলে শান্তর পিছনে বসে ঢাকার এই চেহারা অদ্ভুত মনে হল কমলের কাছে। হৈচৈ ভীরভাট্টা নেই, রাস্তায় থেমে থাকা নেই, গাড়ির হর্ন, লোকজনের চেঁচামেচি নেই। ঠিক কোথায় যেতে হবে আগেই শুনেছে কমল। আজিমপুর রোড দিয়ে বকসিবাজারের কাছে। ওর মনে হল এমন অবস্থা সবসময় থাকলে ইচ্ছে করলেই পুরো ঢাকা শহরটা ঘুরে আসা যায়।
একটা ছোট্ট গলির মাথায় মোটরসাইকেল থামাল শান্ত। রাস্তার একপাশে সাইকেল ষ্টান্ড করে নেমে দাঁড়াল দুজন। নেমে রাস্তার লোকজন দেখল একবার। উল্লেখ করার মত লোকজন বাইরে নেই। দুয়েকজন পথচারী হেঁটে চলেছে। কোন কারনে হয়তো দেরী করে ফেলেছে, এখন দ্রুত পা চালিয়ে যাচ্ছে। মাঝেমাঝে গাড়ি চলছে শুধু, আর দুএকটা রিক্সা। আবহাওয়া ভালনা বলেই এমন হয়েছে, মনে করল কমল। ঝড় বৃষ্টির সময় এখন। গতকালই ঝড়ে অনেক গাছপালা ভেঙে রাস্তায় পড়েছিল। বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে দুর্ঘটনাও ঘটেছে।
এখানে রাস্তার পাশের অধিকাংশ দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। এদিকে এমনিতেই দোকানপাট কম, লোক চলাচলও কম। কমলদের কাজের জন্য একেবারে উপযুক্ত পরিবেশ।
শান্ত হাত তুলে গলির ভেতর তিনতলা একটা বাড়ি দেখিয়ে দিল কমলকে। ওটাই তাদের লক্ষ্যস'ল। কমল ভালভাবে একবার দেখে নিল সেটা। হলুদ রঙের পুরানো বিল্ডিং। বেশ অনেকখানি যায়গা নিয়ে। নিচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। ভিতরে অনেকখানি ফাঁকা যায়গা পেরিয়ে মুল ভবন। সেখানে একটা মস্তবড় আমগাছ। কয়েকটা নারিকেল গাছ। শান্ত সেদিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে। মনেহয় বাড়িটা দেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে ভিতরে লোকজন কি করতে পারে।
'হোসেন ভাইকে কোথায় পাঠালে ?' জিজ্ঞেস করল কমল।
শান্ত বলল, 'অন্য যায়গায়। তোর ভয় করছে ?'
কমল বলল, 'নাহ্।'
শান্ত হাতঘড়িটা দেখল। আলো কম। কষ্ট করে দেখতে হয়। বলল, 'হিসেবে গড়মিল না হলে ঘন্টাখানেকের মধ্যে গাড়িতে করে চালান যাওয়ার কথা। হোসেন ওটাকে ধরবে যায়গামত। আমি তার আগেই ঢুকব বাড়িতে। গাড়ি বের হলেই তুই হোসেনকে সিগন্যাল দিবি। এটা তোর কাছে রাখ।'
শান্ত পকেট থেকে তার মোবাইল ফোনটা বের করে কমলকে দিল। কমল সেটা হাতে নিয়ে রাখল কিছুক্ষন, তারপর জ্যাকেটের পকেটে ঢুকাল। চেন দেয়া পকেট। ঢুকিয়ে চেন আটকে দিল।
শান্ত আরেকবার সাবধান করল কমলকে, 'এদিক ওদিক ঘোরাফেরা করবি আর লক্ষ্য রাখবি। সাদা রঙের মাইক্রোবাস। দেখিস রাস্তার লোকজন যেন তোকে সন্দেহ না করে।'
কমল মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল। একাজ সে রপ্ত করেছে ভালভাবেই।
'আমি যাই। সাবধানে থাকিস।'
বলে শান্ত চলে গেল গলির অন্ধকারের ভেতর। কমল প্যান্টের দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে মুখে অন্যমনস্কভাব ফুটিয়ে তুলে আসে-আসে- হাঁটতে লাগল ফুটপাথ দিয়ে।

রাস্তায় লোকজন, গাড়ি খুব কম। সোজা সামনের দিকে বেশ কিছুটা হেঁটে একটা ছোট চায়ের দোকান পর্যন্ত চলে গেল কমল। সামনের বেঞ্চে দুজন বসে চা খাচ্ছে। নিতান্তই গরীব লোক। দোকানের দিকে মুখ করে বসেছে বলে মুখ দেখা যাচ্ছে না কারোই। দোকানে ইলেকট্রিসিটি নেই, সামনের দিকে থেকে যেটুকু আলো আসে তাতেই কাজ চালাচ্ছে দোকানদার। নিজে কোন আলোর ব্যবস্থা করেনি।

সেখানে একটু থেমে ঘুরে আবার বিপরীত দিকে আসতে শুরু করল কমল। আগের যায়গায় এসে থামল। মোড় থেকে বাড়ির একপাশ কোনাকুনি দিক দেখা যায়। তিনতলা বাড়িটা আরেকবার ভাল করে দেখল কমল। দোতলার এবং নিচতলার ঘরগুলোয় আলো জ্বলছে। কাঁচের জানালা পর্দা দিয়ে ঢাকা। তিনতলা অন্ধকার।

লোকজনের চোখ এড়িয়ে ঢুকে ছবি তুলবে কিভাবে ? একবার ভাবল সে। বাড়িটা মোটেই সিনেমায় দেখানো কারখানার মত না। একেবারেই আবাসিক বাড়ি। জানালার বাইরে থেকে ছবি উঠানোর চেষ্টা করলে অন্য বাড়ির লোক দেখতে পাবে। তাছাড়া পর্দা দিয়ে ঢাকা।

কিছু একটা ব্যবস্থা করেছে নিশ্চয়ই। নাহলে ছবি উঠানো যাবে নিশ্চিত হয়ে এখানে আসত না। কমল আবার তাকাল রাস্তার দিকে।

একটা গাড়ী এগিয়ে আসছে। গতি কমাল সেটা। একসময় সেটা এসে থামল ফুটপাথের গা ঘেঁসে। কমল যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার পনের-বিশ গজ পিছনে। কমল একটু পিছিয়ে অন্ধকারের দিকে সরে গেল, তারপর গাড়িটার দিকে তাকাল।

ভ্রু কুঁচকে গেল ওর। কেউ ওঠানামা করেনি সেখানে। গাড়িতে অন্ধকারে বসে আছে কেউ, বোঝা যাচ্ছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সে গাড়ি চিনতে পেরেছে। লুবনার গাড়ি। সেই অদ্ভুত ধরনের দ্যুতি ছড়ানো সাদা রঙ।

ভেতরে সম্ভবত সে-ই। সব ভন্ডুল করে দেবে না-তো ?

হতবাক হয়ে কমল তাকিয়ে থাকল সেদিকে। তার কাছ থেকে সময়, যায়গা সব জেনে নিয়েছে কিভাবে কিভাবে। চেষ্টা করেও না বলে পারেনি কমল। ওর মনেও হয়নি এতরাতে একা একা এসে হাজির হতে পারে এখানে।

তাকিয়ে থাকল কমল। গাড়িতে যে-ই থাকুক, চুপ করে বসে আছে। বসেই থাকল কয়েক মুহূর্ত। নিশ্চয়ই তাকে দেখেছে। তারপর একসময় আসে- করে গাড়ির দরজা খুলে গেল। প্যান্ট-সার্ট এবং খাটো জ্যাকেট পরা, টুপি মাথায় একজন যুবক নেমে বাইরে দাঁড়াল। গাড়ির দরজা বন্ধ করে সেখানেই দাঁড়িয়ে জ্যাকেটের পকেটে হাত দিয়ে সোজা তাকাল কমলের দিকে। তারপর এগিয়ে আসতে শুরু করল কমলের দিকে। একেবারে কমলের কাছে। এসেই নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেমন চলছে গোয়েন্দাগীরি ?'

পরিস্কার লুবনার কণ্ঠ। পোষাক পাল্টালেও গলার স্বর একই থেকে গেছে।

রাস্তার আলো পরেছে গালের ডানদিকে। সেই আলোয় কমল ভালভাবে দেখল ওকে। নাকের নিচে গোঁফ লাগিয়েছে, চুলগুলো ভাঁজ করে ঢেকে রেখেছে টুপির নিচে। পড়নে ছেলেদের মত পোষাক। অল্প আলোয় মেয়ে বলে চেনা যাবে না।

ওদের কাছাকাছি কেউ নেই। তবুও কমল ঠোটের ওপর আঙুল এনে 'স্তস' বলে তাকে চুপ করাল। অন্তত গাড়ি দেখা পর্যন্ত কোন ঘটনা ঘটানো চলবে না। গাড়ি বের হলে হোসেনকে জানিয়ে দেয়া। ব্যাস, তার কাজ শেষ।

লুবনা বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছেনা কি হচ্ছে। কমল একা দাঁড়িয়ে আছে কেন ? আশেপাশে কেউ নেই তবুও কমল কথা বলতে নিষেধ করছে কেন ? মোটরসাইকেল দেখা যাচ্ছে, তার মালিক কোথায় ?

কমল গাড়ির দিকে ইঙ্গিত করল।

লুবনা তখনও যেন বুঝল না কমল কি বলছে। সে গাড়ির দিকে তাকিয়ে আবার কমলের দিকে তাকাল। কমল কি জানতে চাইছে সে ওখানে গাড়ি রেখেছে কেন ? নাকি সে গাড়ি এনেছে কেন ? গাড়ি ছাড়া সে আসবে কিভাবে ?

কি করবে ঠিক করতে না পেরে সে কমলকে ইঙ্গিত করল গাড়িতে আসার। বোঝা যাচ্ছে এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা যাবে না। গাড়িতে বসলে জিজ্ঞেস করা যাবে।

কমল দ্রুত আরেকবার তার দায়িত্বের কথা মনে করল। সাদা রঙের মাইক্রোবাস। বের হলেই হোসেনকে ফোন করতে হবে। রাস্তায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে গাড়িতে বসে কাজটা করা সহজ। সাথেসাথে সে পা বাড়াল গাড়ির দিকে।

ড্রাইভিং সিটে বসে কথা শুরু করল লুবনাই। রীতিমত ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হচ্ছে এখন ?'

কমল বলল, 'এটাই ওষুধের কারখানা। এখানে প্যাকিং হয়। ওষুধের চালান যাবে এখান থেকে। মাইক্রোবাস। সাদা রঙের। ভাইয়া ভেতরে গেছে ছবি তুলতে।'

'তারপর ?'

'ওষুধের গাড়ি বাইরে গেলে ধরা হবে।'

'কিভাবে ?'

অবাক হল কমল, 'কিভাবে মানে ?'

লুবনা অবাক হয়ে বলল, 'গাড়ির পিছনে কি দৌড়ে যাবে?'

কমল তাড়াতাড়ি বলল, 'পিছনে যেতে হবে না। যায়গামত গেলে ধরা হবে। হোসেন ভাই অপেক্ষা করছে সেজন্য।'

'হুঁ।'

পরিকল্পনা কি তা যেন বুঝতে পারল লুবনা। তারপরই মনে হল তাদের করনীয়। জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কি করব ?'

'কিছু না।'

থ হয়ে কমলের দিকে চেয়ে থাকল লুবনা। যখন মুখ খুলল তখন বিস্ময় প্রকাশ পেল তার কথায়, 'কিছু না মানে ? আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাবে আর কিছু করব না। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখব ?'

'সেটাই কাজ ।'

হতভম্ভ হয়ে বসে থাকল লুবনা। কি বলবে তাও যেন খুঁজে পেল না।

ওদের সামনে দিয়ে একদল অপরাধী অবৈধ জিনিষ নিয়ে চলে যাবে। আর তারা কিছুই করবে না। চোখে দেখে, সবকিছু জেনে সেটা হতে দেবে ?
সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় নষ্ট করল না সে। সোজা হয়ে বসল। তারপর কমলকে হতচকিত করে তার মত জানাল।
'হুহ, দেখ কি করি।'
ষ্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে রাস্তার দিকে তাকাল লুবনা। কমল আঁতকে উঠল শুনে। কি করবে এই মেয়ে ?
'কি করবেন ?' জিজ্ঞেস করল সে।
'বলব না। তোমরা আমাকে কিছু বল?' এবার রীতিমত অভিযোগ করল লুবনা।
'আহ্, এখানে একটা পরিকল্পনা আছে।' বুঝানোর ভঙ্গিতে বলল কমল, 'ভাইয়া ভেতরে আছে, ওরা যেখানে যাবে সেখানে হোসেন ভাই আছে। মাঝখানে এদিক সেদিক হলে সমস্যা হবে।'
লুবনা গুম হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষন।
কি করা ঠিক হবে এখন। কমলের কথা শুনে চুপ করে বসে থাকা ? ওদের যেতে দেয়া ? নাকি নিজেরাই অন্যকিছু করার চেষ্টা করা ?
এতদুর এসে পিছিয়ে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর নাকের সামনে দিয়ে অপরাধী চলে যাবে সেটা কি সহ্য হয় ?
সে বলল, 'অত সহজে ছেড়ে দেব না। গাড়ি বের হলেই ধাওয়া করব। সেদিন দেখলে না কিভাবে ধাওয়া করতে হয়।'
তাকে থামানোর চেষ্টা করল কমল, 'সব গুবলেট হয়ে যাবে।'
লুবনা বলল, 'কিচ্ছু হবে না। তুমি চুপ করে দেখ কি করি। আমি কি ছোট মানুষ ?'
কমলের দিকে তাকিয়ে দেখল লুবনা। কমল হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দেখে লুবনা মুচকি হাসল। কমলকে দেখিয়ে তার নকল গোঁফে তা দিল একবার। এখন কাজ হবে তার ইচ্ছায়।
পরিসি'তির ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রন নেই, ভাবল কমল। এটা নিশ্চিত, এই মেয়ে কথা পাল্টাবে না। যা বলছে তাই করবে।
সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল কমল। বসে থেকেই গলির মাথা দেখতে পাচ্ছে। ওই গলি থেকে যে কোন সময় বের হবে গাড়িটা।
দ্রুত চিন্তা করছে কমল। কিছু একটা করতে হবে।
আরকিছু না হলে অন্তত ভাইয়াকে জানাতে হবে। নয়ত তার যে পরিকল্পনা সেটা ভেসে- যাবে। এভাবে গাড়িটাকে ধাওয়া করে চলে গেলে শান্ত জানতেও পারবে না। বের হয়ে খুঁজবে তাকে।
শেষ পর্যন্ত জানানোর দিকেই গেল সে। দেখিই না কি হয়। লুবনার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'কাগজ-কলম আছে ?'
'কেন ?' অবাক হল লুবনা।
কমল জানাল, 'একটা কাগজে লিখে মোটরসাইকেলের কাছে রেখে যাই। সেটা দেখে জানতে পারবে কি হয়েছে।'
'ওখানে আছে।'
সামনে একটা চামড়ার ছোট বাক্স দেখিয়ে দিল লুবনা। কমল ঢাকনা খুলে ছোট একটা প্যাড আর কলম বের করল। অন্ধকারেই প্যাডের প্রথম পাতায় লিখল। তারপর সেটা ছিঁড়ে পকেটে ঢুকাল। দরজা খুলে বাইরে একপা রাখল।
তক্ষুনি সাদা একটা মাইক্রোবাস বের হল গলি থেকে।
লুবনা শীস দিয়েছে। সামনে তাকাতেই কমল দেখল গাড়িটা। কোনসন্দেহ নেই এটাই সেই গাড়ি। লুবনা এরই মধ্যে গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়েছে।
কমল দরজা বন্ধ করে দিল। নামা হল না। এরপর কি হবে কে জানে ?
সাদা গাড়িটা বের হয়ে রাস্তার ওপারে গিয়ে ঘুরেছে। এখন ওদের পিছন দিকে যাচ্ছে। বেশ কিছুটা যেতে দিল লুবনা গাড়িটাকে। তারপর তার গাড়ি ঘুরাল সেদিকে। একটু পরই সোজা রাস্তায় কমল দেখতে পেল সামনের গাড়িটা এগিয়ে যাচ্ছে। কমল পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে হাতে নিল। হোসেন ভাইকে জানানো যাক। অন্তত একাজটা ঠিকমত হোক।

সামনের মাইক্রোবাস ফাঁকা রাস্তা দিয়ে সোজা এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তা ফাঁকা পেয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত চলছে। তার বেশ কিছুটা পিছনে কমলদের গাড়ি। হেডলাইট নিভানো। সামনের গাড়িটাকে হারাতে দেবে না লুবনা, বুঝে গেছে কমল। এ যেন এক মজার খেলা। কতটুকু দুরত্বে থাকলে ওদের সন্দেহ এড়ানো যায় বুঝে গেছে। আর সত্যিই গাড়ি চালানোর দক্ষতা আছে ওর।
সামনের গাড়ি সোজা রাস্তা দিয়ে চলছে তো চলছেই। একবারের জন্যও কোনদিকে বাঁক নেয়নি। একেবারে সোজা চলছে। একসময় শহর থেকে বাইরে এসে গেল ওরা। দুধারের বাড়িঘর ছাড়িয়ে ফাঁকা রাস্তায় এসে পড়ল গাড়িদুটো।
কোন যায়গা এটা ?
চেনার চেষ্টা করল কমল। গাবতলী বাস টার্মিনাল চেনে সে। সেটা ছাড়িয়ে তুরাগ নদীর ব্রীজ পেরিয়ে আমিনবাজার পেরিয়ে এসেছে বেশ কয়েক মিনিট। সোজা সাভারের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর কতদুর যাবে ?
ভরসার কথা একটাই, গাড়িটা কোথায় যাবে জানে হোসেন ভাই। সে অপেক্ষা করে আছে সেখানে। হয়ত আরো লোকজন আছে সাথে। একবার তার কাছে পৌছাতে পারলে আর ভয়ের কিছু নেই।
দুটো গাড়ির দুরত্ব এখন অনেকখানি। মাঝে মাঝে লংরুটের দ্রুতগতির বাস আর ট্রাক ছাড়া আর কোন গাড়ি চোখে পড়েনি কমলের। হঠাৎ করেই সামনের গাড়িটা হাইওয়ে ছেড়ে বামদিকে বাঁক নিল। ছোট একটা রাস্তায় ঢুকেছে।
গতি কমাল লুবনা। সেও বামে ঘুরাল তার গাড়ি। তখনই শব্দ শোনা গেল সামনে। সাথেসাথে সামনের গাড়ির গতি কমতে শুরু করল।
মুহুর্তের মধ্যে ব্রেক করল লুবনা। একেবারে থামিয়ে দিল পথের ধারে। কমল কিছু বুঝে ওঠার আগেই রাস্তার একপাশে নিয়ে ফেলল। সাধারন গাড়ির সাথে দামি গাড়ির পার্থক্য কি বুঝল কমল। ব্রেক করার সাথেসাথে থেমেছে।

গাড়িতে বসেই ওরা দেখল সামনের গাড়ি থেমে আছে। মুল রাস্তা থেকে ভেতরে বলে একেবারেই ফাঁকা এই রাস্তা। রাস্তা থেকে বামদিকে কিছুটা দুরে একটা বাড়ির সামনে লম্বা বাঁশের মাথায় ঝুলানো একটা ইলেকট্রিক বাল্ব জ্বলছে। তারই সামান্য আলো এসে পড়েছে সামনের গাড়ির কাছে। এই যায়গাটা সে তুলনায় অনেকটাই অন্ধকার।
সামনের গাড়িতে কোন নড়াচড়া নেই। কেউ নামছে না সেখান থেকে। কিছুক্ষন অপেক্ষা করেও যখন সামনের গাড়ি চালু হল না তখন লুবনা গাড়িটাকে আরেকটু সামনে নিয়ে গেল। উঁচু করে ইট সাজানো রাস্তার পাশে। মনেহয় এখান থেকেই বিক্রি করে। আবহাওয়া খারাপ দেখেই হয়ত ইটের মালিক চলে গেছে। লুবনা তার গাড়ি এনে ফেলল ইটের আড়ালে। এখন ওদিক থেকে তাকালেও দেখা যাবে না এই গাড়ি। ওরা গাড়িতে বসেই সামনের গাড়ির একপাশ দেখতে পাচ্ছে।
'পাংচার মনে হয়।' ফিসফিস করল লুবনা।
উত্তর না দিয়ে কমল তাকিয়ে থাকল সামনের দিকে।
বেশিক্ষন অপেক্ষা করতে হল না। একটুপর সামনের গাড়ি থেকে ড্রাইভার নামল। আরেকদিকের দরজা দিয়ে আরেকজন লোক। গাড়ির পিছনে এসে দাঁড়াল। পেছনের ডানদিকের চাকার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে দুজন। একটু পরই দেখা গেল ড্রাইভার উবু হয়ে বসে দেখছে গাড়ির পিছনের চাকা।
তারমানে চাকায় কোন সমস্যা। শব্দ যখন হয়েছে তখন মনেহয় একেবারেই ফেঁসে গেছে ওটা।
চাকাটা দেখে নিয়ে ড্রাইভার উঠে দাঁড়াল। দুজন সেখানেই দাঁড়িয়ে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। অন্য লোকটা রেগে লাথি মারল গাড়ির চাকায়।
'এখন ?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল লুবনা।
'দেখি কি করে।' একই ভাবে উত্তর দিল কমল।
লুবনা বলল, 'গোয়েন্দাকে ফোন কর।'
কমল বলল, 'ফোন আমার কাছে।'
লুবনা যেন একেবারেই আশা করেনি সেটা। অবাক হয়ে দেখল কমলকে। তারপর আবার দুজনে তাকাল সামনের দিকে।
কিছু একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। কিছু একটা করতে হবে তাদেরকে।
পকেট থেকে ফোনটা বের করল কমল। বলল, 'আচ্ছা, হোসেন ভাইকে জানাই আগে।'
অন্তত একটা করার মত কাজ পেল কমল। ফোন করল হোসেনকে। বলল, 'হোসেন ভাই, আমি কমল। মাইক্রোবাসটা নষ্ট হয়ে গেছে। পাংচার মনেহয়। থেমে আছে . . আমিন বাজার থেকে মাইল খানেক হবে, লাক্সের বড় বিজ্ঞাপন আছে তার পাশ দিয়ে বামদিকে। . এখনও ঠিক করছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। . . হ্যাঁ, কি যেন বের করছে। চাকা পাল্টাবে মনে হয়- '
কথা শেষ করে ওদিকের কথা শুনল কিছুক্ষন। তারপর ফোনটা পকেটে রাখল কমল। লুবনা কান খাড়া করে শুনছে সব কথা। হোসেনের বলা কথা সে শুনতে পায়নি। কমলের বলার অপেক্ষা করছে।
কমল ফোন রেখে তাড়াতাড়ি বলল,'আমাদেরকে চলে যেতে বলেছে। হোসেন ভাই চলে আসবে এখানে।'
'ওদের কি হবে ?' জিজ্ঞেস করল লুবনা।
কমল বলল, 'হোসেন ভাই এসে পড়বে তো। একটা কিছু করবে।'
রীতিমত অবাক হল লুবনা, 'আমরা দেখব না! এখানে বসে থাকি।'
কমল বুঝাতে চেষ্টা করল, 'আমাকে খুঁজবে যে ? ভাইয়া জানেনা কিছু।'
একটু সময় লাগল লুবনার কথাটা বুঝতে। তারপরই হাসি খেলে গেল তার চোখেমুখে। বলল, 'খুঁজুক। গোয়েন্দার কাজই তো খোঁজা। খুঁজে খুঁজে এখানে চলে আসুক।'
কমল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। আসলেই একেবারে বোকা এই মেয়ে। ওদের সামনে একটু দুরেই দুজন খারাপ লোক, বাইরে খারাপ আবহাওয়া, রাত দুপুর, অপরিচিত যায়গা, আর এরই মধ্যে ওরা দুজন। একজন কিশোর আর একজন মেয়ে। কতটা বিপদ হতে পারে কোন ধারনাই নেই। কমল কোনো যুক্তিতে বিচার করতে পারল না লুবনার এই আচরন। কোনরকম ভয় নেই ওর মনে। সামনে দুজন অপরাধী নকল জিনিষ নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে কি হয় তা যেন দেখতেই হবে তাকে।
মনে হয় জীবনে কখনোই সত্যিকারের বিপদে পড়েনি।

গলি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল শান্ত। কমলের থাকার কথা এখানেই। ওকে না দেখে খোঁজে চারিদিকে তাকাল। রাস্তায় যতদুর দেখা যায় কোথাও দেখা যাচ্ছেনা।
মোটরসাইকেলটা আগের যায়গাতেই রয়েছে। সেখানে এসে দাড়াল।
কিছুক্ষন সেখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল শান্ত। কমল আশেপাশে অন্ধকারে কোথাও থাকলে তাকে দেখতে পাবে, দেখে চলে আসবে। ষ্ট্যান্ড করা মোটরসাইকেলের ওপর বসে অপেক্ষা করতে থাকল। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করেও কাজ হল না। কমলের দেখা নেই।
ফুটপাতের দিকে তাকাল শান্ত। কমল নিশ্চয়ই রাস্তা পার হয়ে ওদিকে যায়নি। মোটরসাইকেল গলির যেদিকে সেদিকেই কোথাও আছে। বেশ কিছুটা হেঁটে গেল সে ডানদিকে, ঘুরে আবার ফিরল আগের যায়গায়।
আশ্চর্য্য- গেল কোথায় ?
অন্ধকারের মধ্যে চারিদিকে তাকিয়ে কমলকে খোঁজার চেষ্টা করল। দুএকজন লোক হেঁটে যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে। রাস্তার লোকজনকে ভালভাবে দেখল। দুর থেকেই বোঝা যায় প্রত্যেকেই বড় মানুষ। কমলের চেয়ে অনেক লম্বা।

আবার সামনের দিকে হেঁটে চায়ের দোকানটার কাছে গেল শান্ত। মনে হচ্ছে বন্ধ করবে এখন। কেউ নেই দোকানী ছাড়া। শান্তকে দেখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। হয়ত ভাবল তার শেষ খদ্দের। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে সে অস্বাভাবিক কোন ঘটনা দেখেনি। কোন কথা না বলে শান্ত ঘুরে বিপরীত দিকে হাঁটতে শুরু করল।
আর অপেক্ষা করে চুপ করে থাকা যায় না। খোঁজ করা দরকার।
হাঁটতে হাঁটতে মোটরসাইকেল পেরিয়ে গলির মুখ পেরিয়ে একটা খোলা দোকানের সামনে দাঁড়াল। ওষুধের দোকান। একটা টিন রাখা আছে বাইরে, তাতে লেখা ফোন করা যায়।
ভেতরে ঢুকে গেল শান্ত। ক্রেতা একজনও নেই। একজন বিক্রেতা রয়েছে শুধু। কিছু একটা দেখছিল মনোযোগ দিয়ে। শান্ত ঢোকায় থতমত খেল। শান্ত এগিয়ে গেল তার দিকে।
'এক্সকিউজ মি- একটা ফোন করা যাবে ?'
'মোবাইল না টিএনটি ?' গলা পরিস্কার করে জিজ্ঞেস করল লোকটা।
'মোবাইল।'
'এক মিনিট ৫ টাকা।'
মনেহয় এমার্জেন্সি চার্জ। অন্যসময় প্রতি মিনিট তিন টাকা করে নেয়। বাইরে বড় করে লেখা আছে। রাজি হতে হল তাকে।
'ঠিক আছে।'
'নাম্বার ?'
'আমাকে দিন, আমি করছি।'
বিক্রেতা তার দিকে ফোন এগিয়ে দিল। শান্ত তার মোবাইলের নাম্বারে কল করল। কমল ধরল সাথে সাথে।
'হ্যাঁ কমল, তুই কোথায় ?'
কমল চাপাস্বরে কথা বলছে। শুনতে শুনতে ভ্রু কোঁচকাল শান্তর।
'যায়গাটা ঠিক করে বল . . আচ্ছা . . আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি আসছি। ওখানেই থাকিস।'
ফোনটা রেখে দ্রুতহাতে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল শান্ত। দশটাকার নোট দিয়ে বাকি টাকা ফেরত নেয়ার জন্যও দেরি করল না। একলাফে গিয়ে মোটরসাইকেলে উঠে বসল।

সামনের লোকগুলো জ্যাক লাগিয়েছে। চাকা পাল্টাবে। একটু উচু হয়ে আছে গাড়ির পিছনদিক। ড্রাইভার রেঞ্চ দিয়ে নাট খুলছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপর লোকটা। অনবরত কথা বলছে ড্রাইভারের সাথে। কথা না শুনলেও হাত নাড়ানো, অঙ্গভঙ্গি দেখতে পাচ্ছে ওরা। কোন ঘটনার বর্ননা দিচ্ছে সে। ড্রাইভারটা সায় দিচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। সে বসে পরেছে মাটিতে। নাট খোলা এমনিতেই কষ্টকর কাজ, তার ওপর অল্প আলো। ওদের কাছে সম্ভবত টর্চজাতিয় কিছু নেই। কাজ করতে রীতিমত গলদঘর্ম হচ্ছে ড্রাইভার। দুর থেকেই বুঝতে পারছে কমল।
কিন্তু সহানুভুতি দেখানোর সময় সে পেল না। খুট করে শব্দ হল। তার সঙ্গি দরজা খুলেছে।
'দেখে আসি।' নামার উদ্দ্যোগ নিল লুবনা।
'না।' সাথেসাথে ওর হাত চেপে ধরল কমল।
চমকে ঘুরে তাকাল লুবনা। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল। কমল এমনভাবে হাত টেনে ধরেছে যেন কিছুতেই নামতে না পারে।
কমলের কারন ব্যাখ্যা করল, 'ওরা খারাপ লোক। যদি পিস্তল থাকে ?'
কিছুক্ষন কথা যোগাল না লুবনার মুখে। সোজা হয়ে বসল সিটে। কমল ঠিক কথাই বলেছে। তারপর কমলের দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাছে পিস্তল নেই?'
কমল মাথা নেড়ে না বলল।
হতাস হয়ে সিটে হেলান দিয়ে বসল লুবনা। বলল, 'গোয়েন্দার সাথে পিস্তল রাখতে হয়। খারাপ মানুষ নিয়েই তো কারবার।'
কিছুক্ষন গুম হয়ে বসে থাকল সে। তারপর আবার তৎপর হল। নিচু হয়ে হাত বাড়াল। পায়ের কাছে কোথাও থেকে একটা ফুটখানেক লম্বা রড বের করল। বাম হাতের তালুতে দুটো বাড়ি মেরে দেখল। কমলের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, 'দেখাচ্ছি মজা। হাতের মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দেব ?'
এবারে থামানোর আগেই আসে- করে দরজা খুলে সে নেমে গেল।
হতভম্ভ হয়ে বসে থাকল কমল। জোর করা যাচ্ছে না। এদিকে শব্দ হলে টের পাবে ওরা। এদিকে এই অতি উৎসাহী মেয়ে কোন কথাই শুনতে চায় না। কি বিপদ ডেকে আনবে কে জানে ?
লুবনা নেমে গাড়ির পিছন দিক দিয়ে, ইটের পাঁজা ঘুরে অন্ধকারে ফুটপাথের দিকে এগোল। একে ফুটপাথ না বলে রাস্তার ধার বলাই ভাল। মুল রাস্তার পরই কাঁচামাটি। রাস্তার পরই ঢালু যায়গা। দুএকটা ঘর যা আছে সবই রাস্তা থেকে বেশ কিছুটা দুরে, নিচুতে।
বসে থেকেই কমল দেখল লুবনা রাস্তার ধার দিয়ে সাবধানে এগোচ্ছে সামনের গাড়ির দিকে। হাত পিছন দিকে, হাতে রড। ওরা দুজন কাজে ব্যস্ত। একজন চাকার নাট খুলছে, আরেকজন এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে দেখছে।

আসে- করে দরজা খুলে নামল কমল। আর এখানে বসে থাকা যায় না। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এখনই। হোসেন বা শান্ত আসার আগেই।
সাবধানে সেও এগোতে লাগল সামনের দিকে।

গাড়ির অন্যপাশ দিয়ে ঘুরে সামনে চলে গেছে লুবনা। সেখান থেকে দেখছে ওদের কাজ। এখনো ওরা দেখেনি তাকে। ড্রাইভারটা রেগে গেছে। অপর লোকটাকে নিজের বিরক্তির কথা শোনাচ্ছে। অপর লোকটা তাকে সামলাবার চেষ্টা করছে। বুঝ দিচ্ছে তাকে। কথা বলতে বলতে মুখ তুলেই দেখতে পেল লুবনাকে।
একমুহূর্ত কোন কথা জোগাল না তার মুখে। হা করে চেয়ে থাকল। তারপরই ধমকে উঠল সে।
'এ্যাই, কে ?'
লুবনা সোজা তাকাল তার দিকে। তারপর দুপা এগিয়ে রাস্তায় দাঁড়াল। এখন আর লুকানোর কিছু নেই। যা হবে সামনাসামনি।
ড্রাইভারও ততক্ষনে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে নাট খোলার লম্বা রেঞ্চ। দুজনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।
লুবনা রডসহ হাত পিছনে রেখে আরেক হাত কোমড়ে রেখে সহজ ভঙ্গিতে দাঁড়াল। এই সুযোগে কমল দ্রুত কাছে চলে এল, গাড়িটার ঠিক পিছনে।
'কি হয়েছে ?' স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞেস করল লুবনা।
'কি দরকার ?' লোকটা ঝাঁঝিয়ে উঠল।
লুবনা রডসহ হাত সামনে এনে রড দিয়ে গাড়ির পাশের দিকে কাঁচে দুটো টোকা দিল। ভ্রু নাচাল।
'গাড়িতে কি?'
আবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করল দুজন। বিপদ। গাড়ির জিনিষের খোঁজ করে কেন?
লুবনাকে মেয়ে বলে চিনতে পেরেছে কিনা বোঝা যাচ্ছেনা। হয়ত ভেবেছে চাঁদাবাজ জাতিয় কিছু। রাস্তায় গাড়ি থেমে আছে দেখে ধান্দাবাজি করতে এসেছে।
ড্রাইভারকে কনুই দিয়ে খোঁচা মারল অন্য লোকটা। ইঙ্গিত বুঝল ড্রাইভার। সামনে যে আছে সে একা, হাতে অস্ত্র বলতে একটা ছোট রড। ড্রাইভার রেঞ্চটা শক্ত করে ধরে দুপা সামনে বাড়ল। লুবনার সময় লাগল না সেটা বুঝতে। সেও তৈরী হল। তার রডটা ধরল শক্তভাবে। ধরে এগোতে লাগল।
কমল আরেকপা সামনে এগোল।
লুবনা এবং ড্রাইভার দুজনেই অস্ত্রহাতে সামনাসামনি। সুযোগ খুঁজছে মারার। দুজনেই জানে একটা ঘাঁ খেলে আর উঠতে হবে না।
লুবনাই প্রথমে চেষ্টা করল ওর মাথায় মারার। হঠাৎ করেই একপা সামনে এসে রড চালাল। সাথে সাথে লোকটাও তার রেঞ্চ চালাল। ঠং করে শব্দ হল দুজনের লোহার সংঘর্ষে।
লুবনার হাত থেকে রডটা ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। গাড়ির সাথে ধাক্কা খেয়ে পড়ল লুবনার পায়ের কাছে। ওর হাতেও ঝাঁকুনি লেগেছে প্রচন্ড। কোনমতে হাত ঝেড়ে ব্যথা সাড়ানোর চেষ্টা করতে করতে সে দুহাতে মুঠি পাকাল। এবার খালি হাতেই লড়াই।
লোকটাও তার অস্ত্র হাতে তৈরী। একটু একটু করে সামনে এগোচ্ছে। হঠাৎ করেই মারার জন্য হাত উচু করল সে। কিন্তু তাকেই দুপা পিছিয়ে আসতে হল ধাক্কা খেয়ে। লুবনা কিক করেছে ওর বুকের ওপর।
কমলের মনে পরল একবার বলেছিল কারাতে ব্লাক বেল্ট। তখন পাত্তা দেয়নি সে কথায়। ড্রাইভার একেবারে হতভম্ভ হয়ে গেছে লাথি খেয়ে। একেবারেই আশা করেনি এটা। সাবধান হল সে। সামনেরজন খালিহাতে হলেও সহজে ছেড়ে দেবে না।
আরো দুপা সামনে এসে গেল কমল। সে দেখতে পেয়েছে সবই। হতভম্ভ ড্রাইভার ধাক্কা সামলে নিয়েছে। এবার এগোচ্ছে সাবধানে। যদি একটা বাড়ি লাগাতে পারে তাহলে কিছুই করার থাকবে না।
হঠাৎই ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিল সে। এক লাফে লোকটার পিঠে উঠে কাঁধের ওপর দুহাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল। ঝুলে থাকল সেভাবেই। ঘাড়ের ওপর চাপ বাড়িয়ে লোকটাকে ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল।
লোকটাও কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে তাকে। কমল তাকে ছাড়ল না। ঠিক কোথায় চাপ দিতে হয় জানে কমল। লোকটার গলা জড়িয়ে ধরে মোচর দিল আর তাকে নিয়েই পড়ল রাস্তায়। রেঞ্চটা এখনও ধরা লোকটার হাতে। সেটা ব্যবহারের সুযোগ পাচ্ছে না সে।
লুবনা দ্রুত তার রডটা তুলে নিল। লোকটা আর কমল দুজনেই গড়াগড়ি খাচ্ছে রাস্তায়। কমল লোকটার নিচে চাপা পরে আছে। কাছে এসে দাঁড়াল লুবনা। কমলকে ঠেলে ওঠার চেষ্টা করতেই লোকটার মাথায় বাড়ি মারল ঠন করে। এক বাড়িতেই সাফল্য। লোকটা খুব সহজে উঠবে না। কমল তাকে ঠেলে নামিয়ে দিয়ে লাফিয়ে উঠল। লোকটার হাত থেকে খসে পরা রেঞ্চটা হাতে নিল। লুবনা তখন আরেকজনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে।
এই লোকটা হতভম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই।
দুপা সামনে এসে দাঁড়াল কমল। তার হাতে রেঞ্চ। রেঞ্চটাকে শুন্যে দুপাক ঘোরাল শব্দ করে। ঘোরানোর ভঙ্গি দেখে লোকটা বিপদ বুঝল। ছেলেটা হাতের অস্ত্র ভালভাবেই ব্যবহার করতে জানে। এরসাথে লাগতে যাওয়া মানে নিজের মরন ডেকে আনা।
সে ঘুরে দৌড় দিল বিপরীত দিকে। সাথেসাথে তার পিছনে দৌড় দিল লুবনা।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে লোকটা। এগিয়ে যাচ্ছে মুল রাস্তার দিকে। পিছনে তাড়া করছে লুবনা। অন্ধকার রাস্তায় সার্চলাইটের মত একটা আলো এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। থামল একসময়। লোকটা সোজা সেদিকে এগিয়ে গেল। একেবারে আলোর সামনে গিয়ে থেমে পিছনে তাকাল। লুবনাও থামল একটু দুরত্ব রেখেই।
মোটরসাইকেল থেকে নামল শান্ত। মুহুর্তে মোটরসাইকেল ষ্টান্ড করে নেমে দাঁড়াল সে। তার সামনে লোকটা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে লুবনা এবং তারও পিছনে কমলকে আসতে দেখল শান্ত।
লোকটা থেমে হতভম্ভ হয়ে একবার শান্তর দিকে আরেকবার লুবনা আর কমলের দিকে তাকাচ্ছে। এরা কারা ? কি ঘটছে এসব ?
শান্তর দিকে মাথা ঘুরাতেই বামহাতে ঘুষি মারল সে লোকটার মুখে। লোকটা ধপ করে পড়ে গেল রাস্তায়। আর নড়ল না। কমল থমকে দাঁড়িয়েছে একটু দুরে।

চারিদিকে আরেকবার দেখল শান্ত। তারপর মোটরসাইকেলের হ্যান্ডেল ধরল। কমলকে বলল, 'চলে আয়। এখনি পুলিশ আসবে।'

কমল মাথা ঘুরিয়ে সাদা গাড়িটার দিকে তাকাল একবার। হাতের রেঞ্চটা ছুড়ে দিল গাড়ির কাছে, রাস্তায়। শব্দ করে গড়িয়ে সেটা চলে গেল মাইক্রোবাসের নিচে। তারপর মোটরসাইকেলের কাছে এসে দাঁড়াল।
লুবনা তার রডটা হাতে নিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। এখনো সে বুঝে উঠতে পারছে না পরিসি'তি কোনদিকে গড়াচ্ছে। লোক দুজনই কুপোকাত হয়েছে। এখন ?
নড়ার কোন লক্ষন নেই তার মধ্যে। তার দিকে ফিরল শান্ত। বলল, 'এখান থেকে চলে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি। পুলিশ আসলে ঝামেলা হবে।'
লুবনার মুখে বিরক্তি। এভাবে ঘটনার শেষ হোক চায়নি সে। এখনও নিজে তেমন কিছুই করার সুযোগ পায়নি। পড়ে থাকা লোকটা, পিছনে থেমে থাকা গাড়িটার দিকে তাকাল সে। তারপর এটাই সম্ভাব্য করনীয় বুঝে ঘুরল। আসে- আসে- হেঁটে তার গাড়িতে গিয়ে উঠল। ধীরেসুসে' ষ্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে মুল রাস্তার দিকে যেতে শুরু করল।
শান্ত ষ্টার্ট দিল তার বাইকটা। কমল সাথেসাথে লাফ দিয়ে উঠে বসল পিছনে। লুবনার গাড়ির কিছুটা পিছনে থেকে তাকে অনুসরন করল ওরা।

বেশ রাত হয়ে গেছে। কমল সোফায় পা লম্বা করে বসে লুবনার কাছ থেকে নেয়া বই দেখছে। শান্ত টাইপ করছে কম্পিউটারে। লুবনাকে তার বাড়ির সামনে রেখে ফিরেছে ওরা। হোসেন এখনও ফেরেনি। তারসাথে ফোনে আলাপ হয়েছে।
ওরা চলে আসার পর কি হয়েছে না দেখলেও জানে ওরা। গাড়িটা পুলিশের হাতে গেছে। লোকদুজনকে ধরে থানায় নেয়া হয়েছে। যেখানে প্যাকেজিং-এর কাজ হয় সেখানেও পুলিশ গেছে।
একসময় কাজ শেষ করল শান্ত। তার তোলা ছবিগুলো রিপোর্টসহ পাঠিয়ে দিয়েছে পত্রিকা অফিসে। আগামীকাল কাগজে ছাপা হবে। কম্পিউটার বন্ধ করে এগিয়ে এল কমলের কাছে। কমল পা নামাল।
শান্ত জিজ্ঞেস করল, 'আজ কত তারিখ?'
কমল বড় দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকাল। শান্ত বসল কমলের কাছাকাছি। বারোটা বাজেনি এখনও, তারমানে দিন শেষ হয়নি।
কমল বলল, 'এখন পর্যন্ত ১৬।'
শান্ত জিজ্ঞেস করল, '১৬ তারিখ রাত বারোটা, মনে আছে ?'
কমল কোন আগ্রহ দেখাল না তাতে। নির্লিপ্তভাবে বলল, 'আছে।'
শান্ত বলল, 'আর ক'মিনিট বাকি আছে ?'
অন্যভাবে উত্তর দিল কমল। বলল, 'কিছু হবে না।'
'ঠিক জানিশ ?'
কমল বলল, 'না। চিঠি কে পাঠিয়েছে জানি।'
এবারে অবাক হল শান্ত, 'বলিশ নি তো কিছু।'
'দেখাচ্ছি।'
বই রেখে উঠল কমল। উঠে সেলফের কাছে গেল। সেখান থেকে ফিরে একটা কাগজ শান্তর হাতে দিল। সাদা প্যাডের কাগজ। লুবনার ঘর থেকে এটাই পকেটে ঢুকিয়েছিল সে।
'দেখ, একই প্যাডের কাগজ। পড়ার টেবিলে ছিল।'
শান্ত তখনো অবাক। বলল, 'হুঁ, কিন্তু ১৬ তারিখ রাত বারোটায় কি? আবার মড়ার খুলি আঁকা।'
কমল হেঁসে ফেলল, 'আচ্ছা দেখা যাক। আর . . মাত্র কয়েক সেকেন্ড।'

বড় দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে দুজন। সেকেন্ডের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বারোটার দিকে। ঘড়ির তিনটা কাঁটাই একই লাইনে চলে আসছে। এসে গেল।
সাথে সাথে ক্রিং ক্রিং করে অনবরত একটা শব্দ আসতে লাগল কোথাও থেকে। দুজনেই তাকাল শব্দের উৎসের দিকে। বুকসেলফের ওপর ছোট সুন্দর একটা টেবিল ঘড়ি। দেখতে লুবনার আঁকা ছবিটারই মত।
আজই লুবনা উপহার দিয়েছে কমলকে।